পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 38 Wednesday, 7 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা ❋ ২২ পৌষ ১৪৩২, বুধবার, ৭ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দাড়িভিট মামলা

রাজ্যের আর্জি খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ দাড়িভিট মামলায় বড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। এনআইএ তদন্তের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে করা রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। একই সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মামলার তদন্তে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশও দেওয়া হবে না। দাঁড়িভিট কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধেই রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। রাজ্যের দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের প্রয়োজন নেই এবং এই নির্দেশের উপর অন্তত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। মামলার দীর্ঘ শুনানির পর মঙ্গলবার সেই আবেদন সম্পূর্ণ খারিজ করে দেয় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, দাঁড়িভিট মামলায় এনআইএ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং সেই তদন্তে আদালত কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করবে না। ফলে সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল থাকল। ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট স্কুলে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে এসেছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেই সময় পুলিশের গুলিতে স্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকারের মৃত্যু হয়। যদিও পুলিশ গুলি চালানোর কথা অস্বীকার করে। এই ঘটনায় প্রথমে সিবিআই তদন্তের দাবি উঠেছিল। তবে কলকাতা হাইকোর্ট শেষমেষ এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয়। প্রসঙ্গত, সিআইডি তদন্ত চলাকালীন কলকাতা হাইকোর্ট তদন্তকারী অফিসারদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। ওই ঘটনার তদন্ত শেষ করতে সিআইডির চার বছর কেন সময় লাগল, সেই প্রশ্ন তুলেছিল আদালত। একই সঙ্গে, সিআইডি-র দেওয়া রিপোর্ট নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল হাইকোর্ট। কারণ তাঁদের রিপোর্টে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল না বলেই অভিযোগ ওঠে। তাছাড়া সিআইডি কিছু তথ্য এনআইএ-র হাতে তুলে দেয়নি বলেও জানা যায়।

বাংলায় ভোট কত দফায়

আরও বাহিনীর প্রস্তাবে আভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ বঙ্গে ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। এবারে বাংলার ভোটে কি দফা কমতে চলেছে? সোমবারই বাংলার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সিইসি জ্ঞানেশ কুমার। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। জেলা ভিত্তিক রিপোর্ট নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আর এরপরই জল্পনা তুঙ্গে। এবারের ভোটে দফার সংখ্যা কমার ইঙ্গিত মিলছে। সূত্রের খবর, সোমবারের বৈঠকে সিইও-র তরফ থেকে বাড়তি বাহিনী চাওয়া হয়েছে। গত ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন ও '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিশাল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল বাংলায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শেষ লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ১ হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। ভোট হয়েছিল ৮ দফায়। সূত্রের খবর, সোমবারের বৈঠকে আরও বেশি বাহিনী চেয়েছেন সিইও। সেক্ষেত্রে ভোটে দফা কমার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কারণ দফা কমলে, এক এক দিনে অনেক জায়গায় একসঙ্গে নির্বাচন হবে। সেক্ষেত্রে আরও বেশি পরিমাণ বাহিনীর প্রয়োজন হবে। সেখান থেকেই একটি জল্পনা জোরাল হয়েছে, ৮ দফা নয়, আরও কম দফায় এবারের বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে। সোমবারই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন সিইসি জ্ঞানেশ কুমার। সেই বৈঠকেই এই বিষয়টি উঠে আসে। এবার থেকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট। জেলা ভিত্তিক রিপোর্ট নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রাজ্যে আগামী দিনে মোট কটা স্পর্শকাতর বুথ হবে, এই জায়গাগুলোতে মোট কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

বিজেপিকে বীরভূমের মাটিতে শূন্য করার বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৬ জানুয়ারিঃ প্রচারের প্রাথমিক সূচিতেই বাধা! মঙ্গলবার রামপুরহাটের জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার ওড়ার অনুমতি দেয়নি ডিজিসিএ। এনিয়ে

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয় তৃণমূলের তরফে। নির্ধারিত সময়ের ২ ঘণ্টা দেরিতে রামপুরহাটে সভায় পৌঁছন অভিষেক। আর সেখানে পৌঁছে তিলাই ময়দানের জনসভায় এনিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন অভিষেক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া প্রতিক্রিয়া, ''নির্বাচন শুরু হয়নি, দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। এসআইআরের মধ্যে দিয়ে সবে ভোটের দামামা বেজেছে। তার আগে থেকে বাংলা বিরোধী জমিদারদের চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আমার হেলিকপ্টার সকাল ১১টায় ওড়ার অনুমতি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেয়নি। আমারও ১০ গুণ জেদ। আমি মাঝে ভেবেছিলাম, গাড়িতে আসব। ৫ ঘণ্টার রাস্তা। আমি বুদ্ধি খাটিয়ে পাশের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কথা বলে তাঁর কপ্টার আনালাম। তারপর তাতে চড়ে এলাম। তাই ২ ঘণ্টা দেরি হলো। কিন্তু জেদ থেকে সরিনি। বলেছিলাম, যত দেরি হোক, যাবই। ধমকানি, চমকানি, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত দিয়ে আটকানো যাবে না। মাথা নত করব না।'' ছাব্বিশের নির্বাচনের প্রাক্কালে মাসজুড়ে 'আবার জিতবে বাংলা' কর্মসূচিতে জেলায় জেলায় ঘুরছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, মঙ্গলবার বীরভূমে সভা-সহ একাধিক কর্মসূচি ছিল তাঁর। কথা ছিল, বেলা ১২ টায় বেহালা ফ্লাইং ক্লাব থেকে চপারে রামপুরহাট উড়ে যাবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু তাঁর কপ্টার ওড়ার অনুমতি দেয়নি। পরে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের কপ্টার আনিয়ে তবে অনুমতি সাপেক্ষে বীরভূম উড়ে যান অভিষেক। দুপুর দেড়টার বদলে ৩টে ৩৬ মিনিট থেকে সভা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত ২০ ডিসেম্বর নদিয়ার তাহেরপুর জনসভা করতে যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। কিন্তু আবহাওয়ার কারণে তাঁর চপার উড়তে পারেনি। মোদি দমদম বিমানবন্দর থেকেই অডিওবার্তায় তাহেরপুরবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু অভিষেক কোনও অডিওবার্তা কিংবা কর্মসূচির দিনক্ষণ পিছিয়ে দেননি। বিকল্প পথে কপ্টার জোগাড় করে তিনি দেরিতে হলেও সশরীরে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে ঠিক পৌঁছে যান জনতার মাঝে। এটাই বিজেপি ও তৃণমূলের রাজনৈতিক ফারাক। তিলাই ময়দানের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অভিষেক। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ''যত বেশি এমনটা করবে বিজেপি, তত ভোট কমবে। আমরা বলতে চাই, 'যতই করো হামলা/আবার জিতবে বাংলা'। এই সবকিছুর জবাব দিতে হবে চতুর্থবার রাজ্যের ক্ষমতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে এনে। একুশের ভোটে বীরভূমে ভালো ফল হয়েছিল। কিন্তু এবার বীরভূমে ১১-০ করে দিতে হবে। বিজেপিকে বীরভূমের মাটিতে শূন্য করে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে দলীয় কর্মীদের টার্গেট বেঁধে দিয়ে অভিষেকের নির্দেশ, বীরভূমে ৩৬০০ বুথ আছে। প্রতি বুথে লিড বাড়াতে হবে।''

ডিজিপি নিয়োগে নজিরবিহীন জট, রাজ্যের পাঠানো প্যানেল ফেরাল ইউপিএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিপি নিয়োগ ঘিরে তৈরি হল নজিরবিহীন প্রশাসনিক জটিলতা। রাজ্যের পাঠানো ডিজিপি প্যানেলের তালিকা ফেরত পাঠাল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই মুহূর্তে রাজ্যে কোনও স্থায়ী ডিজিপি নেই। বর্তমান ডিজিপি রাজীব কুমার আগামী ৩১ জানুয়ারি অবসর নিতে চলেছেন, তার আগেই পরবর্তী ডিজিপি নিয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা চরমে পৌঁছেছে। সূত্রের খবর, ইউপিএসসি-র অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস শাখার ডিরেক্টর নন্দকিশোর কুমার রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন- এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ডিজিপি প্যানেল চূড়ান্ত করা ইউএসসি-র পক্ষে সম্ভব নয়। বরং রাজ্য সরকারকে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রকাশ সিং মামলার নির্দেশের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বর্তমান ডিজিপির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে পরবর্তী ডিজিপি বাছাইয়ের জন্য রাজ্যকে ইউপিএসসি-র কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হয়। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হয়নি বলেই মত কমিশনের। ইউপিএসসি সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন ডিজিপি মনোজ মালব্যর দুই বছরের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয় ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর। নিয়ম অনুযায়ী, তার অন্তত তিন মাস

আগে - ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরেই সিনিয়র আইপিএস আধিকারিকদের নামের তালিকা পাঠানো উচিত ছিল রাজ্যের। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রস্তাব পাঠানো হয় প্রায় দেড় থেকে দুই বছর পরে, গত বছরের জুলাই মাসে। এই বিলম্ব সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের সরাসরি লঙ্ঘন বলেই মনে করছে কমিশন। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে রাজ্য যে প্যানেল পাঠায়, তাতে ছিল রাজীব কুমার, রাজেশ কুমার ও রণধীর কুমারের নাম। ওই তালিকা নিয়ে গত অক্টোবর মাসে ইউপিএসসি-র এমপ্যানেলমেন্ট কমিটির বৈঠক হলেও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। মূল প্রশ্ন ওঠে- ২০২৩ সালে তালিকা না পাঠিয়ে ২০২৫ সালে কেন পাঠানো হল। আরও জটিলতা তৈরি করেছে প্যানেলে থাকা আধিকারিকদের চাকরির মেয়াদ। রাজীব কুমার ও রাজেশ কুমারের অবসর আর ছ'মাসেরও কম সময়ের মধ্যে। ইউপিএসসি-র নিজস্ব গাইডলাইন অনুযায়ী, এত স্বল্প মেয়াদ বাকি থাকলে কাউকে ডিজিপি প্যানেলে রাখা যায় কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ইউপিএসসি ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত চায়। অ্যাটর্নি জেনারেলের পরামর্শও স্পষ্ট- এই বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা একমাত্র সুপ্রিম কোর্টই করতে পারে। ইউপিএসসি-র হাতে আর কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। সব মিলিয়ে, ৩১ জানুয়ারির পর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের শীর্ষপদে কে বসবেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ নজিরবিহীন পরিস্থিতি। রাজ্যের প্রশাসনিক ইতিহাসে এমন অনিশ্চয়তা আগে কখনও দেখা যায়নি বলেই মনে করছেন প্রশাসনের একাংশ।

এবার এল নিম্নচাপ! হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় ভিজবে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ বাংলাজুড়ে বইছে হিমেল হাওয়া। গত কয়েকদিনে হাওয়া অফিসের রিপোর্টে বারংবার ফিরে এসেছে উত্তুরে হাওয়ার কথা। বাংলার শীতের মাইলেজ বাড়ানোর 'জ্বালানি' এই বিশেষ হাওয়া। কিন্তু হিমেল হাওয়ার এমন বাড়বাড়ন্তের কারণ কী? আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, বাংলার শীতে 'নায়ক' হয়ে উঠেছে নিম্নচাপ। যা বর্ষার সময় ডেকে আনে কালক্ষণ। শীতের বাংলায় ডেকে এনেছে মন ভাল করা আবহাওয়া। সোমবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের বুকে জন্ম নিয়েছে নতুন নিম্নচাপ। সেই সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে আরও পারদ পড়ছে বাংলার। মঙ্গলবার কলকাতা সাক্ষী থেকেছে প্রায় দেড় দশকের সবচেয়ে শীতলতম দিনের। ভেঙে দিয়েছে প্রায় সব রেকর্ড। একই আবহাওয়া উত্তরবঙ্গ এবং গোটা দক্ষিণবঙ্গে। ঘরের বাইরে পা রাখলেই শরীর জুড়ে হিমস্রোত বইয়ে দিচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। যে হাওয়াকে আবার 'জ্বালানি' জোগাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে বসে থাকা নিম্নচাপ। এ যেন গোটা দেশের স্থলভাগের হাওয়া নিজের দিকে টেনে সবটাই ছুড়ে দিচ্ছে বাংলার দিকে। কিন্তু নিম্নচাপ তো বৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়। তেমন কোনও সম্ভবনা এখন থাকছে না? আবহবিদরা বলছেন, এই নিম্নচাপ বাংলা থেকেই অনেকটাই দূরে রয়েছে। তাই আপাতত বৃষ্টির বিন্দুমাত্র সম্ভবনা নেই। বাংলাজুড়ে এখন দাপট বজায় রাখবে উত্তুরে হাওয়ার। অবশ্য উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সমীকরণটা একটু ভিন্ন। সোমবার বিকালেই আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছিল, উত্তরের নীচের দিকে জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। পার্বত্য জেলাগুলিতে রয়েছে তুষারপাতের সম্ভবনা। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার মুখ থুবড়ে পড়েছে কলকাতা শহরের তাপমাত্রা। দমদমে পারদ নেমেছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আলিপুরে তাপমাত্রা পড়েছে ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় জবুথবু হয়েছে গোটা বাংলাজুড়েই শ্রীনিকেতনে তাপমাত্রা ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাঁকুড়ায় ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের নীচের দিকের জেলা- জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে তাপমাত্রা রয়েছে ৯ ডিগ্রির ঘরে। সঙ্গে রয়েছে কুয়াশার দাপট। বেলা বাড়লেও ঘন কুয়াশার ঘেরাটোপ থেকে বাংলার বেরনোর সম্ভবনা অনেকটাই কম।

এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় কমিশন

বিজেপির আইটি সেল দিয়ে বেআইনি কাজ করাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ৬ জানুয়ারিঃ 'এসআইআর নিয়ে ভুলভাল কাজ করছে কমিশন।' বাংলায় চলা এসআইআর ইস্যুতে ফের একবার নির্বাচন কমিশনকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে নির্বাচন কমিশন অ্যাপ বানিয়েছে বলেও এদিন অভিযোগ করেন প্রশাসনিক প্রধান। বিষয়টিকে সম্পূর্ণ 'অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বহু প্রতীক্ষিত 'গঙ্গাসাগর সেতু'র উদ্বোধন করতে সোমবার গঙ্গাসাগর যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক মঞ্চ থেকেই বাংলায় চলা এসআইআর নিয়ে মানুষের যেভাবে হয়রানি হচ্ছে তা তুলে ধরেন তিনি। এমনকী প্রবল ঠান্ডায় শুনানির জন্য প্রবীণ মানুষ, অন্তঃসত্ত্বাদের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। যা নিয়ে কমিশনকে তীব্র আক্রমণ শানান। এমনকী নাম বাদ দেওয়া নিয়েও তোপ দাগেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''হিয়ারিংয়ের নামে মানুষের হেনস্তা করা হচ্ছে। ৫৪ লক্ষ টাকা নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের

অধিকার ছিল ৭ নম্বর, ৮ নম্বর ফর্ম ফিলআপ করার।'' কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, হোয়াটসঅ্যাপে নির্বাচন কমিশন চলছে বলেও তোপ দাগেন। এই ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন প্রশাসনিক প্রধান। প্রয়োজনে তিনি সওয়ালে অংশ নেবেন বলেও জানান। আজ মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে কলকাতায় ফেরার পথে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরে মানুষের হয়রানি নিয়ে সরব হন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ভুলভাল করছে কমিশন। জীবিতদের মৃত দেখাচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের নাকে নল পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'' শুধু তাই নয়, বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে নির্বাচন কমিশন অ্যাপ তৈরি করেছে বলেও অভিযোগ প্রশাসনিক প্রধানের। তিনি বলেন, ''যে অ্যাপ করানো হয়েছে বিজেপির আইটি সেল দিয়ে, তা অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক। এভাবে চলতে পারে না।'' অন্যদিকে গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতি নিয়েও এদিন বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ''গঙ্গাসাগর মেলার জন্য পর্যাপ্ত বেডের ব্যবস্থা, হাসপাতালের ব্যবস্থা, চিকিৎসকের ব্যবস্থা, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রয়েছে।'' এমনকী পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা থাকছে বলেও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''পর্যাপ্ত বাস থাকছে মেলার জন্য। একটাই সিঙ্গেল টিকিটেই তাতে যাত্রা করা যাবে।''

১০ লক্ষ সরকারি কর্মীকে ডিক্লারেশন ফর্ম পাঠাচ্ছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ দু'জায়গায় ভোটার লিস্টে নাম থাকলে এক জায়গায় কাটাতে হবে। সরকারি কর্মীদের ডিক্লারেশন ফর্ম পাঠাচ্ছে কমিশন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের দফতরগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে হলফনামা চাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। সূত্রের খবর, কমিশন খেয়াল করে দেখেছে এমন অনেক রাজ্য সরকারি কর্মচারী রয়েছেন যাঁরা এ রাজ্য বাদ দিয়েও অন্য রাজ্যের ভোটার ছিলেন বা এখনও আছেন। সেই ১০ লক্ষ সরকারি কর্মীকেই হলফনামা জমা দিতে হবে। যদিও এর জন্য এখনই কোনও সময়সীমার কথা জানা না গেলেও যত দ্রুত সম্ভব এই প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে। যদি দু'জায়গায় নাম থাকে, তাহলে এসআইআর-এর মাধ্যমে তা বাদ পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এনুমারেশন ফর্ম ইস্যু হবে একটাই। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার জন্য ৭ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে হবে। নিজের নাম অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করাতে হলেও একাধিক নথি জমা দিতে হয়। তবে কমিশন দেখেছে, রাজ্য সরকারের অনেক কর্মীর নাম এখনও দু'জায়গায় থেকে গিয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে বিষয়টির কারণ স্পষ্ট করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কর্মীরা শুধুমাত্র একটি জায়গাতেই ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত থাকতে পারবেন- এই তথ্যটি তাঁদেরই দায়িত্ব নিয়ে জানাতে হবে। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দেন, তাহলে সেই তথ্য হলফনামা হিসেবে কমিশনের কাছে জমা থাকবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই নথির ভিত্তিতেই কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মীদের জন্য আলাদা করে এই ফর্ম চালু করা হয়েছে এবং তা বিভিন্ন স্কুলেও পাঠানো হয়েছে। ফর্মে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, তাঁদের নাম অন্য কোনও জায়গার ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না। যদি থাকে, তবে সেই নাম বাদ দেওয়ার জন্য তাঁরা কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন কি না, কিংবা কোথাও আবেদন জমা দিয়েছেন কি না সেসব তথ্যও জানাতে হবে।

পাকিস্তানের চিন্তা, চন্দ্রভাগা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারিঃ পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব। কেঁদে কূল পাবে না এবার পড়শি দেশ। পহেলগাঁও হামলার পরই সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তান যতই অনুরোধ-অনুযোগ করুক, ভারত সাফ জানিয়েছে, রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না। এবার জম্মু-কাশ্মীরের পাহাড়ে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্র। চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদীতে যে চারটি চন্দ্রভাগা। পাকিস্তানের লাইফলাইন বলা হয়ে এই নদীকে। পাকিস্তানের যে জলের চাহিদা, তার তিন-চতুর্থাংশই আসে ভারত থেকে। পাকিস্তানের কৃষিকাজের ৯০ শতাংশ নির্ভর করে সিন্ধুর জলের উপরে। যাবতীয় বাঁধ ও খাল এই সিন্ধুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পহেলগাঁও হামলার পরই সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করে দেয় ভারত। বর্তমানে সিন্ধু অববাহিকায় যে প্রজেক্টগুলি চলছে, তার মধ্যে

বড় বড় হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্ট চলছে, সেগুলির কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পাকাল দুল ও কিরু প্রজেক্টের কাজ শেষ করার কথা বলা হয়েছে। ২০২৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কাওয়ার প্রজেক্টের কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি রাটল বাঁধেও কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতিই জম্মু-কাশ্মীরে দুইদিনের সফরে গিয়েছিলেন শক্তি মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। সেখানে একাধিক বাঁধ পরিদর্শন করেন তিনি। এরপরই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত। সিন্ধু অববাহিকার অংশ হল চেনাব বা অন্যতম হল কিস্তওয়ারের পাকাল দুল হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্ট। ১০০০ মেগাওয়াটের এই প্রকল্প চেনাবের উপরে সবথেকে বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ভারতের সবথেকে উচ্চতম বাঁধও এটি। ২০১৮ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করেন। সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিতেই এবার কেন্দ্র পাকাল দুলের কাজ দ্রুত শেষ করতে বলা হল। কিস্তওয়ারে আরও একটি প্রকল্প চলছে, কিরু প্রকল্প। চন্দ্রভাগার উপরেই ১৩৫ মিটার উচ্চতার বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজও ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করতে বলা হয়েছে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা পিছনোর আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এবার সুপ্রিম কোর্টে একটি অন্তর্বর্তী আবেদন দায়ের করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। এই আবেদনে তিনি নির্বাচন কমিশন এবং এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক দিকনির্দেশ চেয়েছেন, যা ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ডেরেক ও'ব্রায়েনের আবেদনে মূলত এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা, যাচাই পদ্ধতি এবং প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাঁর দাবি, বর্তমান পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রেই ভোটারদের অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে এবং প্রক্রিয়াটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া প্রয়োজন। এই কারণেই তিনি সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। আবেদনে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ভোটার তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশ পিছিয়ে দেওয়া এবং সময়সীমা বাড়ানো। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের তরফে হোয়াটসঅ্যাপ বা মৌখিক নির্দেশের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ডেরেক ও'ব্রায়েনের দাবি, এ ধরনের নির্দেশ আইনের আওতায় পড়ে না এবং তা বাতিল করা উচিত। এছাড়াও তথাকথিত 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' ক্যাটেগরি তুলে নেওয়া, সফটওয়্যার-ভিত্তিক ও কেন্দ্রীভূতভাবে নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং ভোটার যাচাইয়ের সময় বুথ লেভেল এজেন্টদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়েছে। পরিযায়ী ভোটারদের জন্য ভার্চুয়াল বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ, প্রবীণ নাগরিক, অসুস্থ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বাড়িতে বসে বা ডিজিটাল যাচাইয়ের

ব্যবস্থার কথাও আবেদনে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া এসআইআর প্রক্রিয়ায় বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা বন্ধ করা, ইআরও ও ডিইও স্তরের কড়া সময়সীমা শিথিল করা এবং স্থানীয় স্তরে শুনানি আয়োজনের দাবিও তোলা হয়েছে। একাধিক বাসস্থানের প্রমাণপত্র গ্রহণ এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ না করার আবেদনও করা হয়েছে। এই আবেদনের পর রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে এই দাবিগুলি কি সত্যিই এসআইআর প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করবে, নাকি তা বিলম্বিত ও ব্যাহত করবে? বিরোধী শিবিরের একাংশের বক্তব্য, এই ধরনের আবেদন আসলে এসআইআর প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার চেষ্টা। তাঁদের মতে, এর আগেও বিহারে এসআইআর চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মহুয়া মৈত্র সুপ্রিম কোর্টে একই ধরনের আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু সেবারও আদালত এসআইআর বন্ধ করেনি। নির্বাচন কমিশন এবং এসআইআর সমর্থকদের দাবি, পরিষ্কার ও নির্ভুল ভোটার তালিকা ছাড়া গণতন্ত্র টেকসই হতে পারে না। ভুয়ো, নকল, মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারের নাম তালিকায় থাকলে নির্বাচনের স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। তাঁদের মতে, এসআইআর কোনওভাবেই ভোটার-বিরোধী নয়, বরং ভোট জালিয়াতির বিরুদ্ধে একটি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, প্রকৃত ভোটারদের অধিকার যাতে খর্ব না হয়, তা নিশ্চিত করতেই আদালতের দ্বারস্থ হওয়া হয়েছে। রাজ্যের শাসক দলের বক্তব্য, প্রশাসনিক ত্রুটি বা তাড়াহুড়োর কারণে সাধারণ মানুষ যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার ভোটার তালিকা বনাম ভোটারদের অধিকার এই দুইয়ের ভারসাম্য নিয়েই এখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকে তাকিয়ে রাজ্য ও জাতির রাজনৈতিক মহল।

হাসপাতালে সোনিয়া গান্ধী, শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৬ জানয়ারিঃ অসুস্থ সোনিয়া গান্ধী। সোমবার সন্ধ্যারাতে তাঁকে দিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বর্তমানে শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আপাতত তাঁদের পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা চলবে কংগ্রেস নেত্রীর। মঙ্গলবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে বক্ষ বিশেষজ্ঞের নজরদারিতে রয়েছেন তিনি। জানা যাচ্ছে, শারীরিক সমস্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় কারণে সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সোনিয়াকে। তবে ঠিক কী সমস্যা তা সরকারি ভাবে না জানানো হলেও হাসপাতাল সূত্রে খবর, কাশির সমস্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণে রুটিন চেকআপের জন্য আসেন তিনি। দিল্লিতে প্রবল দূষণের জেরে নানান শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে তাঁর। বর্তমানে চিকিৎসকদের কা। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে সোনিয়াকে। তবে তাঁকে নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই বলেই খবর হাসপাতাল সূত্রে। আপাতত সোনিয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

ভাঙড়ে তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ, আইএসএফের বিরুদ্ধে তদন্তে পুলিশ

ভাঙড়, ৬ জানুয়ারি ঃ ভাঙড়ে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা। সোমবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল আইএসএফ সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড় দু'নম্বর ব্লকের উত্তর কাশিপুর থানার অন্তর্গত ছেলেগোয়ালিয়া এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।আহত তৃণমূল কর্মীর নাম শরিফুল মোল্লা। অভিযোগ, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার নামে গালিগালাজ করছিলেন আইএসএফ সমর্থকরা। সেই গালিগালাজের প্রতিবাদ করতেই শরিফুল মোল্লার উপর চড়াও হয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জিরেনগাছা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য।আহত শরিফুল মোল্লার স্ত্রী নাসিমা বিবি জানান, বিধায়ক শওকত মোল্লার নামে কটূক্তির প্রতিবাদ করায় তাঁর স্বামীকে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলেও জানান তিনি। এ বিষয়ে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, ভাঙড়ে আইএসএফ পাগলা কুকুরের মতো আচরণ করছে, যেখানে সেখানে কামড় দিচ্ছে। এতে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। যতই কামড়াকামড়ি করুক, শেষ হাসি ভাঙড় বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসই হাসবে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আইএসএফের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রবীণ ক্রীড়া প্রশাসক সুরেশ কালমাডি

পুণে, ৬ জানুয়ারি ঃ ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি এবং প্রবীণ ক্রীড়া প্রশাসক সুরেশ কালমাডি মঙ্গলবার ভোররাতে পুণের একটি হাসপাতালে ৮১ বছর বয়সে মারা গেছেন।দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ভারতীয় ক্রীড়া প্রশাসনে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কালমাডি ১৯৯৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আইওএ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যা তাকে দেশের শীর্ষ অলিম্পিক সংস্থার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী. প্রধানদের একজন করে তুলেছিল।তিনি কংগ্রেস নেতা হিসেবে সংসদে পুণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একইসঙ্গে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলিতে তার অবস্থান

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দূষণের দমবন্ধ করা বাতাসে রাজনীতির উত্তাপ, দিল্লিতে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এএপি-র বিক্ষোভে সরব অতিশী

নয়াদিল্লি, ৬ জানয়ারিঃ দিল্লির আকাশে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা দূষণের কালো ছায়া সোমবার নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতের রূপ নিল। বায়ুদূষণ ইস্যুকে সামনে রেখে সোমবার সকালে দিল্লি বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভে নামল আম আদমি পার্টি। মুখে মাস্ক পরে, হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন এএপি নেতানেত্রীরা। এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী অতিশী মারলেনা, যিনি সরাসরি বিজেপি সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন। এদিন বিধানসভা চত্বরে জমায়েত হওয়া এএপি নেতাকর্মীদের দাবি, গত কয়েক মাস ধরেই দিল্লির বায়ুদূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শীতের শুরু থেকেই রাজধানীর বাতাস কার্যত বিষে ভরে উঠেছে, যার ফলে শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্টে ভোগা মানুষেরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়ছেন। কিন্তু এমন গুরুতর পরিস্থিতিতেও বিজেপি সরকার কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছে এএপি।বিক্ষোভ চলাকালীন অতিশী মারলেনা বলেন, গত চার মাস ধরে দিল্লির মানুষ কার্যত দমবন্ধ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মানুষকে প্রথমেই ভাবতে হচ্ছে, আজ বাইরে বেরোনো নিরাপদ কি না। স্কুলপড়ুয়া শিশুদের মাস্ক পরে স্কুলে যেতে হচ্ছে, বহু মানুষ শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা, মাথাব্যথার মতো সমস্যায় ভুগছেন। অথচ সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছে না বা বুঝেও চোখ বন্ধ করে রয়েছে-এমনটাই তাঁর অভিযোগ।অতিশীর অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বা একিউআই মনিটরিং ব্যবস্থা। তাঁর দাবি, দিল্লি সরকার বায়ুদূষণের প্রকৃত মাত্রা আড়াল করার চেষ্টা করছে এবং একিউআই মনিটরগুলিকে কার্যত নিয়ন্ত্রণ করছে। এতে সাধারণ মানুষ সঠিক তথ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং বিপদের মাত্রা বুঝতে পারছেন না। অতিশীর কথায়, মানুষ যাতে বাস্তব পরিস্থিতি জানতে না পারে, সেই জন্যই তথ্য লুকোনোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু এএপি এই সত্য সামনে আনবে এবং দিল্লিবাসীর উদ্বেগের কথা জোর গলায় তুলে ধরবে। বিক্ষোভস্থলে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র স্লোগান ওঠে। এএপি নেতাকর্মীরা দাবি করেন, দূষণ রোধে কোনও সুসংহত পরিকল্পনা না থাকায় পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ কাজ থেকে ওঠা ধুলো, শিল্পবর্জ্য এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোর প্রভাব-সব মিলিয়ে দিল্লির বাতাস মারাত্মকভাবে দূষিত। অথচ বিজেপি সরকার এই সমস্যার মোকাবিলায় কার্যকর সমন্বয় গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। এএপি-র বক্তব্য অনুযায়ী, দূষণ শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি এখন একটি জনস্বাস্থ্য সংকটে পরিণত হয়েছে। হাসপাতালগুলিতে শ্বাসকষ্ট ও দূষণজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকার যদি দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, তাহলে তার খেসারত দিতে হবে সাধারণ মানুষকেই। তাই এই ইস্যুতে চুপ না থেকে রাজপথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এএপি।বিক্ষোভে অংশ নেওয়া নেতারা জানান, এই আন্দোলন শুধু প্রতীকী প্রতিবাদ নয়। দিল্লির মানুষের স্বাস্থ্যের প্রশ্নে তাঁরা দীর্ঘ লড়াই চালাতে প্রস্তুত। বিধানসভা থেকে রাজপথ-সব জায়গায় দূষণ ইস্যু তুলে ধরা হবে। বিজেপি সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনতেই এই আন্দোলন বলে দাবি এএপি নেতৃত্বের। সোমবারের এই বিক্ষোভে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দিল্লির বায়ুদূষণ শুধু পরিবেশগত সংকট হিসেবেই সীমাবদ্ধ নেই, তা ক্রমেই রাজনৈতিক সংঘাতের বড় ময়দানে পরিণত হচ্ছে। শীতের মরশুম যত এগোচ্ছে, দূষণের মাত্রা যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে সরকার-বিরোধী টানাপোড়েন। রাজধানীর দমবন্ধ করা বাতাসে এখন শুধু দূষণের গন্ধ নয়, রাজনীতির উত্তাপও স্পষ্টভাবে টের পাচ্ছে দিল্লিবাসী। আজ সকালে খবর সূত্র জানা গেছে

জাদুকর সিনিয়র পি সি সরকারের মৃত্যুদিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধা

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ পি.সি. সরকার সিনিয়র (প্রতুল চন্দ্র সরকার) ছিলেন কিংবদন্তি ও আন্তর্জাতিক মানের জাদুকর। তিনি 'ফাদার অফ মডার্ন ইন্ডিয়ান ম্যাজিক' হিসেবে পরিচিত। তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, আধুনিক ভারতীয় জাদুর জনক, পি.সি. সরকার সিনিয়রকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করছি।পি.সি. সরকার সিনিয়র ১৯৫০-৬০ এর দশকে তাঁর 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতীয় এবং বিশ্ব মঞ্চে জাদুকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান, যেখানে তাজমহল বা ট্রেন অদৃশ্য করার মতো অবিশ্বাস্য কৌশল দেখানো হত। তিনি ১৯৬৯ সালে জাপানে জাদু দেখানোর সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭১ সালের ৬ জানয়ারি মারা যান। ভারতীয় জাদুর ইতিহাসে এক বিরাট ক্ষতি ছিল সেটি।

বিলাসীপাড়ায় ৩,৫০০ বিঘা জমিতে প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান

বিলাসীপাড়া (অসম), ৬ জানুয়ারি ঃ ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়া মহকুমার চারুয়াখরা এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে প্রশেসন। প্রায় ৩,৫০০ বিঘা সরকারি জমিতে গড়ে তোলা অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে অর্ধশত বুলডজার ব্যবহার করা হচ্ছে।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, আজকের অভিযানে প্রায় ৩,৫০০ বিঘা জমি দখলমুক্ত করা হবে। যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।অভিযানের তদারকি করছেন ঊর্ধ্বতন সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি জমি মুক্ত করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন পড়লে ভবিষ্যতেও অভিযান অব্যাহত থাকবে।তবে উচ্ছেদকৃত জমিকে পরবর্তীতে কীভাবে ব্যবহার করা হবে এবং উচ্ছেদের শিকার মানুষজনের বিষয়ে

বৃহন্মাত্রায় পরিকাঠামো নির্মাণঃবিকশিত ভারত-এর লক্ষ্যে ভারতের যাত্রা

সুমিতা দাওরা, (নয়াদিল্লি, পিআইবি)ঃজিডিপি বাড়াতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং অর্থনীতির ওপর নানাভাবে প্রভাব ফেলতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করেই কেন্দ্রীয় সরকার নাটকীয়ভাবে গত এক দশকে পরিকাঠামো খাতে মূলধনী ব্যয়ে খরচ বৃদ্ধি করেছে- ৫ গুণেরও বেশি- ২০১৪-১৫য় প্রায় ২ ট্রিলিয়ন টাকা থেকে ২০২৪-২৫-এ ১১.১ ট্রিলিয়ন টাকা। সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি ইঙ্গিত দিচ্ছে পরিকাঠামো খাতে মূলধনী ব্যয় বাড়ছে বছরে ৩৮ শতাংশের বেশি হারে। যেখানে পরিস্কার নজর দেওয়া হয়েছে ভৌত এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির ওপর।ন্ডন্ডএই বিশাল পরিমাণ বরাদ্দের সুফল পুরো মাত্রায় তুলতে জরুরি, পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির রূপায়ণ সঠিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলা যাতে সময় বেশি না লাগে, খরচ যেন বাজেটের বেশি না হয়। ভাবনাচিন্তার স্তরে দীর্ঘ সময় লাগে সেকথা মনে রেখে এই ধরনের প্রকল্পগুলির জন্য শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ এবং সুস্থায়ী অর্থ বরাদ্দই যথেষ্ট নয়, জমি অধিগ্রহণে ঠিক সময়ে ছাড়পত্র মেলা, পরিবেশগত অনুমোদন এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলি বিবেচনা করার ওপরও এটি নির্ভর করে। বেশিরভাগ অনুমোদনের সঙ্গে যুক্ত আছে একাধিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সংস্থা, জেলা স্তরের প্রশাসন-এদের মধ্যে সমন্বয় করা এবং সময় বেঁধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি সফল প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে।কার্যকরী সমন্বয় এবং পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য ঠিক সময়ে ছাড়পত্র পাওয়া নিশ্চিত করতে ভারত সরকার ২০১৫-য় পিআরএজিএটিআই (প্রো-অ্যাক্টিভ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেন্টেশন) পোর্টাল চালু করে। বড় বাজেটের পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির নির্দিষ্ট সময়ে তত্ত্বাবধানের জন্য ডিজিটাইজড প্ল্যাটফর্ম প্রগতি রূপায়ণকারী সংস্থা, মন্ত্রক, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে ইলেকট্রনিক আপডেট সংগ্রহ করে। প্রতি মাসে উচ্চস্তরের সমন্বয় বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন প্রধানমন্ত্রী- বেছে নেওয়া হয় যে প্রকল্পগুলি রূপায়ণে দেরি হচ্ছে, সরাসরি যোগাযোগ করা হয় মন্ত্রক, রাজ্য এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করতে এবং সমাধানের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে প্রগতি বকেয়া প্রকল্পগুলি যেগুলি রূপায়ণের সময়সীমা পেরিয়ে গেছে, খরচ বেড়ে যাচ্ছে সেগুলি রূপায়ণে গতি আনার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে- যেমন একটি মেট্রো রেল প্রকল্প যার জন্য পুরকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমির ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে বছর গড়িয়ে গেছে, অথবা বড় ধরনের গ্যাস পাইপ লাইন প্রকল্প বিভিন্ন রাজ্যে জমির জন্য বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, অথবা সেইসব প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে যাদের পরিবেশগত ছাড়পত্র মিলছে না ইত্যাদি। ২০২৫-এর ৩১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী পৌরোহিত্য করেন ৫০তম প্রগতি বৈঠকে, যেখানে এক দফাতেই পৌনঃপুনিক ৪০,০০০ কোটি টাকার লগ্নির ৫টি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প পর্যালোচনা করা হয়। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত পৌনঃপুনিক ৮৫ ট্রিলিয়ন টাকা মূল্যের থমকে যাওয়া প্রকল্পগুলি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছে প্রগতি ব্যবস্থা। প্রগতির অভিজ্ঞতা থেকে শিখে- বিশেষ করে প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে দেরি হয় এমন বার বার ঘটা বাধা যার ফলে প্রকল্প খরচও বেড়ে যায়- ভারত সরকার ২০২১-এর অক্টোবরে শুরু করে পিএম গতিশক্তি (পিএমজিএস) ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান (এনএমপি)। পিএমজিএস দেয় সুসংহত পরিকাঠামো পরিকল্পনার জন্য জিআইএস ভিত্তিক কাঠামো। এর জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয় পরিকাঠামো, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্র মন্ত্রকের কাছ থেকে এবং দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে। এই ডিজিটাইজড তথ্য আদান-প্রদানের ফলে পরিকল্পনাকারীরা পরিকাঠামো সম্পত্তি, সম্পদ, কেবল এবং গ্রিডের পাশাপাশি অন্যান্য সম্পত্তির সার্বিক যাচাই করতে পারে- ফলে দেশে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পনা পরিকাঠামোগুলির মধ্যে সংযোগ গড়ে ওঠে।তথ্যের সহজলভ্যতা প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা স্তরে সমন্বায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ সুনিশ্চিত করে পিএমজিএস পরিকল্পনা স্তরেই প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রগুলির পূর্বানুমান করা সুবিধা হয়- ফলে পরিকাঠামো প্রকল্প পরিকল্পনায় সমন্বয় ঘটে এবং বেশ কয়েক মাস সময় বাঁচে অন্যথায় অনুমোদনগুলি পেতে ওই সময় নষ্ট হতো। এই রূপান্তরকারী পরিকল্পনা ব্যবস্থা শুধুমাত্র গতি এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছে তাই নয়, চলতি পরিকাঠামো সম্পত্তি দ্বিতীয় বার হওয়ার ঘটনা রোধ করেছে। বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা জুড়ে সম্পত্তির পরিপূরকতা নিশ্চিত করেছে- যার ফলে পরিকাঠামো পরিকল্পনায় এসেছে বহুস্তরীয় ব্যবস্থা। এর ফলে প্রকল্পগুলি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে, যেখানে ভারতের বৃদ্ধিগুচ্ছ কার্যকরীভাবে যুক্ত হয়েছে বাজারের সঙ্গে, ফলে কমেছে লজিস্টিক্স সংক্রান্ত ব্যয়। এর ফলাফল হিসেবে পরিকাঠামো পরিকল্পনা হয়ে উঠেছে আরও কার্যকরী। রূপায়ণের পর যেটি বাড়িয়েছে লজিস্টিক সংক্রান্ত কার্যকারিতা- সহজে জীবনযাপন এবং ব্যবসা করা দুটি ক্ষেত্রেই সহায়ক হয়েছে। ন্ডন্ডযখন জগদীশপুর- হলদিয়া এবং বোকারো- ধামরা পাইপ লাইন প্রকল্প পরিকল্পিত হয় পিএমজিএস পোর্টালে, তখন পরিকল্পনা স্তরেই দুটি প্রধান বিষয় চিহ্নিত হয়। একটি ছোট অংশের জন্য বন দপ্তরের ছাড়পত্র প্রয়োজন ছিল এবং ৮৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সম্পন্ন এলাকায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাকি ছিল- এতে অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার আগেই পরিকল্পনাকারী কর্তৃপক্ষ সহজেই বিষয়গুলি চিহ্নিত করে নিস্পত্তি করে।একই রকমভাবে জিআইএস পোর্টালে গোয়া-কর্ণাটক সীমান্ত থেকে কুন্ডাপুর শাখায় জাতীয় সড়ককে চার লেন করার পরিকল্পনা করার সময় একটি রাস্তায় জবরদখল বড় বিষয় হয়ে ওঠে- রাস্তাটি যেখান দিয়ে যাওয়ার কথা সেখানকার জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি জনবসতি দৃশ্যমান হওয়ার কারণে। পিএমজিএস পোর্টালে মুম্বাই আর্বান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এমইউটিপি)-ফেজ২ পরিকল্পনা করার সময় রেল মন্ত্রক দেখতে পায় একটি ছোট জমির অধিগ্রহণ আটকে আছে। ফলে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও দেরি হতে পারে। এইভাবে পরিকল্পনাকারী সংস্থাগুলি পিএমজিএস ব্যবস্থা ব্যবহার করছে প্রকল্প পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে কার্যকারিতা এবং গতি আরও বেশি বাড়াতে- প্রগতির নীতি মেনে। ভারতীয় রেল পিএমজিএস পোর্টালে তাদের উঁচু দরের এনার্জি করিডর তৈরি করার পরিকল্পনা করে যেখানে একটি নির্দিষ্ট রেল নেটওয়ার্ক থাকবে, কয়লা উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তা ব্যবহারের ক্ষেত্র পর্যন্ত যুক্ত করে যাতে দেশের শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। জিআইএস পোর্টালের মাধ্যমে ওই রুটগুলিতে ভিড় লক্ষিত হয় এবং শক্তি উপাদানের সুষ্ঠু চলাচলের জন্য যাত্রাপথকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করা হয়।গতিশক্তিঃ ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান-ও লাদাখ এবং হরিয়ানার মধ্যে গ্রিন এনার্জি করিডর পরিকল্পনায় সাহায্য করেছে। লাদাখের উঁচু জায়গায় উপাদিত সৌরশক্তি উত্তরাঞ্চলের সমতলে বহন করা সহজ করেছে, ভৌগোলিক সমস্যার মোকাবিলা করা হয়েছে, বন এবং বন্যপ্রাণীর বাসস্থান দিয়ে পরিবহণের লাইন নিয়ে যাওয়ার সমস্যা যতদূর সম্ভব কমানো হয়েছে। ফলে প্রকল্প রূপায়ণে যে বিষয়গুলি বিলম্ব ঘটাতে পারতো তা যথা সম্ভব দূর করা হয়েছে।ন্ডন্ডকয়েক হাজার কোটি টাকার বিশাল এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প ও বারাণসী এবং কানপুরের মতো বড় শহরে লজিস্টিক সংক্রান্ত উদ্যোগ হোক অথবা প্রধান প্রধান বন্দরগুলি এবং তার পশ্চাভূমির মধ্যে যোগাযোগের উন্নতিকরণই হোক- গতিশক্তি নীতি পরিকল্পনা স্তরেই প্রকল্পগুলির প্রতি সম্পূর্ণ সরকার এই মনোভাব বিদ্যমান। বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে পুরো বিষয়টি আগে থেকেই ভালো করে দেখে নেওয়ায় পরিকল্পনার কার্যকারিতার উন্নতি হচ্ছে। প্রাকৃতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে ব্যাঘাত কম হচ্ছে, বিবাদ হতে পারে এমন জমি অধিগ্রহণ এড়ানো যাচ্ছে এবং ভবিষ্য প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে পরিকাঠামো পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে।ন্ডন্ডসমন্বিত পর্যালোচনা তত্ত্বাবধান এবং পরিকাঠামো প্রকল্পে গতি আনায় প্রগতি ব্যবস্থার সাফল্য এবং পিএম গতিশক্তিঃ দেখাচ্ছে পরিকাঠামো রূপায়ণে আরও বেশি সুসংহত এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপ। ভারত এখন অত্যন্ত ভালো জায়গায় যে আন্তর্জাতিক স্তরে তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারে- অর্থনৈতিক কূটনীতির অঙ্গ হিসেবে- দিতে পারে আরও বেশি কার্যকর এবং সম্মিলিত পরিকাঠামো পরিকল্পনার জন্য একটি মডেল যা তথ্য চালিত, সুসমন্বিত এবং ফলাফল ভিত্তিক সময়বাঁধা রূপায়ণে।

কারাকাসে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের আশপাশে ফের গুলির শব্দ, বাড়ানো হলো নিরাপত্তা

কারাকাস, ৬ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের আশপাশে সোমবার রাতে গুলির শব্দ শোনা যায়। তবে সরকারের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের দাবি, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ প্রাসাদ থেকেই কয়েক দিন আগে সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ধরে নিয়ে যায় আমেরিকা। জানা গিয়েছে, ভেনেজুয়েলার স্থানীয় সময় সোমবার রাতে কারাকাসের কেন্দ্রে অবস্থিত প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের উপরে অজ্ঞাতপরিচয় ড্রোন উড়তে দেখা যায়। নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা বাহিনী সেগুলি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। জানা গেছে, এই ঘটনার পরেই আরও জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।প্রাসাদের কাছাকাছি বসবাসকারী বাসিন্দারা জানান, গুলির শব্দ শোনা গেলেও তা শনিবার ভোররাতে হওয়া অভিযানের মতো তীব্র ছিল না। আশপাশের বহু মানুষ জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিলেন। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিয়োতে আকাশের দিকে ট্রেসার বুলেট ছোড়ার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। একই সঙ্গে বহু নিরাপত্তাকর্মীকে দ্রুত প্রাসাদ চত্বরে জড়ো হতেও দেখা যায়। এ ঘটনা নিয়ে ভেনেজুয়েলার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, মরিগাঁও জেলায় সব বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা প্রশাসনের

মরিগাঁও (অসম), ৬ জানুয়ারি ঃ অসম জুড়ে চলমান তীব্র শৈত্যপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মরিগাঁও জেলা প্রশাসন ৬ জানুয়ারি জেলার অন্তর্গত সকল বিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে। গত সোমবার রাতে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের অনুমোদনক্রমে জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক অপূর্ব ঠাকুরিয়া এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। নির্দেশটি অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে। আদেশ অনুযায়ী, জেলায় অবস্থিত সকল সরকারি, প্রাদেশিককৃত ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ নিম্ন প্রাথমিক (এলপি), উচ্চ প্রাথমিক (ইউপি), মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬ জানুয়ারি বন্ধ থাকবে।তবে প্রশাসন স্পষ্ট করেছে, এই ছুটি নির্ধারিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ৬ জানুয়ারি দশম শ্রেণির প্রি-বোর্ড পরীক্ষা পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে অনুষ্ঠিত হবে।জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক আরও জানিয়েছেন, এই নতুন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী জারিকৃত আদেশটি বাতিল করা হয়েছে।

হাওড়া বিভাগে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ ব্যান্ডেল এবং বাঁশবেড়িয়া স্টেশনগুলির মধ্যে ওভারহেড যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মঙ্গলবার আপ এবং ডাউন ব্যান্ডেল - কাটোয়া লাইনে ৯০ মিনিট (০৫ঃ১০ ঘন্টা থেকে ০৬ঃ৪০ ঘন্টা) ' ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লক' করা হয়। ফলে বাতিল হয় কাটোয়া থেকেঃ৩৭৯১২, ৩৭৭৪৪ ব্যান্ডেল থেকেঃ৩৭৭৪৫, হাওড়া থেকেঃ৩৭৯১১ ট্রেন।তাছাড়া, মঙ্গলবার ১৫৭১২ কাটিহার - হাওড়া এক্সপ্রেস এবং ৩৭৭৪২ কাটোয়া - ব্যান্ডেল লোকাল যথাক্রমে ৪০ মিনিট এবং ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

ভারতীয়দের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির চেষ্টা নিয়ে কটাক্ষ তথাগতের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ গড়গোদার বাংলা পক্ষ হঠাৎ প্রচন্ড শীতের মধ্যে শীতঘুম থেকে জেগে উঠেছে। কারা এই বাংলা পক্ষ? বাঙালিদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংগঠন বাংলা পক্ষের প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের নামের বিকৃতি এনে সংহতি চেষ্টা নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু মঙ্গলবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, মমতা এদের খাড়া করেছিল পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী ও হিন্দিভাষী ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য, এবং ভারতীয় বাঙালি হিন্দুরা যে হিন্দিভাষী ভারতীয় নাগরিকদের চেয়ে বাংলাদেশী মুসলমানদের বেশি নিকট সেটা দেখাবার জন্য।মমতার ছক ছিল, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় বাঙালি হিন্দুরা হিন্দিভাষী ভারতীয় নাগরিকদের মারধর করবে। তখন যেসব বাঙালি পশ্চিমবঙ্গে চাকরি না পেয়ে অন্য রাজ্যে কাজ করতে গেছে তাদের উপর প্রতিক্রিয়া হবে। তখন মমতা সারা ভারতে বাঙালির পরিত্রাতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।কিন্তু সে গুড়ে বালি। পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় বাঙালি হিন্দুরা সে ফাঁদে পা দেয় নি, তারা হিন্দিভাষী ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি কোন শত্রুতা পোষণ করে নি। অপরপক্ষে বাংলাদেশে একের পর এক হিন্দু খুনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় বাঙালি হিন্দুরা বাংলাদেশী মুসলমানদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে।মমতার দুটো ছকই ভেস্তে গেছে। আর গড়গো উন্মাদের মত হাউ হাউ করেই যাচ্ছে, কারণ মমতা আর তাকে পয়সা দেবে না।

আহমেদাবাদ ও রাজকোটের আদালতে বোমার হুমকি, ছাড়লো আতঙ্ক!

আহমেদাবাদ, ৬ জানুয়ারি ঃ গুজরাটের আহমেদাবাদ ও রাজকোটের আদালতে বোমার হুমকির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সিটি সিভিল কোর্টকে নিশানা করে বোমা হামলার হুমকির প্রেক্ষিতে আহমেদাবাদে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পুলিশ, বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পুরো আদালত চত্বর জুড়ে ব্যাপক তল্লাশি চালান।এদিনই রাজকোট জেলা আদালতও বোমার হুমকি পায়। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড, এসওজি এবং স্থানীয় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সতর্কতা হিসাবে, আদালত চত্বর খালি করা হয় এবং একটি বিশদ অনুসন্ধান অভিযান চালানো হয়। নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে এবং পুলিশ সম্ভাব্য সব সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে।খবর সূত্র জানা গেছে।

অ্যাডিলেড ইন্টান্যাশনাল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন জোকোভিচ

অ্যাডিলেড, ৬ জানুয়ারি ঃ নোভাক জোকোভিচ ঘোষণা করেছেন যে তিনি ১২-১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া অ্যাডিলেড আন্তর্জাতিক থেকে সরে এসেছেন, কারণ তিনি শারীরিকভাবে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত নন।এটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুবই হতাশাজনক কারণ দুই বছর আগে সেখানে শিরোপা জয়ের অসাধারণ স্মৃতি আমার মনে আছে। আমি ফিরে আসার জন্য সত্যিই উত্তেজিত ছিলাম কারণ এটা সত্যিই ঘরের মাঠে খেলার মতো অনুভূতি ছিল, ইনস্টাগ্রামে জোকোভিচ বলেছেন ।২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জয়ী জোকোভিচ বলেছেন, যে তার মনোযোগ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রস্তুতির দিকে, যেখানে তিনি রেকর্ড-বর্ধিত ১১তম শিরোপা জয়ের লক্ষ্য রাখবেন।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। সাধারণ পরিস্থিতিতেও আপনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, যা আপনার মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

বৃষঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। সন্দেহজনক আর্থিক কারবারে জড়িয়ে পড়া থেকে সতর্ক থাকুন। নাতিনাতনিরা প্রাচুর্যপূর্ণ খুশির উৎস হবে। আপনাদের ভাগ করে নেওয়া ভালো মূহূর্তগুলি মনে করিয়ে দিয়ে আপনাদের বন্ধুত্বকে সতেজ করে তোলার সময়।

মিথুনঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলিতে আপনার শক্তিঃ নিয়োগ করুন যা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবে। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আপনার বোঝাপড়া বাড়িয়ে তোলার আদর্শ সুযোগ হবে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি। বিবাহের যোগ হবে।

কর্কট রাশি ঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলিতে আপনার শক্তিঃ নিয়োগ করুন যা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবে। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আপনার বোঝাপড়া বাড়িয়ে তোলার আদর্শ সুযোগ হবে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি। সংসারে শান্তি হবে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে এবং আপনার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কে আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। এটি এমন একটি সময় যখন সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজন হবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনাকে আরও বেশি সচেতন থাকতে হবে। বিবাহের যোগ হবে

কন্যাঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। আপনার একটি বন্ধু আপনাকে আজ একটি বড় পরিমাণ ঋণ দিতে বলতে পারে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনি অনুভব করতে পারেন যে আপনার চারপাশের পরিস্থিতি অনুকূল নয়, যা মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে। শুভদিন

মকরঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃশ্চিকঃ যেহেতু আপনি ভয়রূপী এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের সাথে লড়ছেন, কাজেই কিছু ইতিবাচক চিন্তার ছাঁচে নিজের ভাবনাকে গড়ে নিন অন্যথায় আপনি এই ঘোর দৈত্যের নিষ্ক্রিয় এবং নির্মম শিকারে পরিণত হবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনার জীবনে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনার মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করবে। আপনি কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন। এই চ্যালেঞ্জগুলো আপনার মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। ।

কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি সম্পূর্ণ ইতিবাচক এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হবে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিকোণে একটি নতুন আলো দেখতে পাবেন, যা আপনাকে আপনার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। শুভদিন।

মীনঃআবেগের দিক থেকে আপনি খুব একটা স্থিতিশীল থাকবেন না- কাজেই অন্যদের সামনে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং কিছু

আবহাওয়া

ফের পারদ-পতন, তাপমাত্রা নামার সঙ্গে সঙ্গেই কনকনে ঠান্ডা। হিমেল হাওয়ায় শীতের পরশ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। উত্তরবঙ্গেও জমজমাট ঠান্ডা। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গ, শীতের আমেজ আরও বেশি উত্তরবঙ্গে। সোমবার কলকাতায় ফের নেমেছে তাপমাত্রা। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের পারদ পতনের সম্ভাবনা রয়েছে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে বুধবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে।উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং-সহ চারটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। দার্জিলিং-এর উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা। দার্জিলিং জেলা-সহ সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে জানান।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। **ভাটা**-বিকেল ০৪টা ৫০মনিট এবং ভোর ০৫টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০৫মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

মরশুমের শীতল দিন মহানগরীতে

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ বাধাহীন উত্তুরে হাওয়ার প্রভাবে কনকনে শীতের আমেজ শহর ও শহরতলিতে। জমজমাট ঠান্ডা পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া-সহ বিভিন্ন জেলায়। মহানগরী কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গতকালের তুলনায় এদিন পারদ নেমেছে অনেকটাই। মঙ্গলবারই কলকাতায় এই মরশুমের শীতলতম দিন। শুধু কলকাতা নয়, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের দাপট আরও বেশি। বাঁকুড়ায় এদিন পারদ নেমে যায় ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। একইসঙ্গে ঘন কুয়াশায় কমে যায় দৃশ্যমানতা।

বস্তির তারের জালে বিপদের আশঙ্কা, পুরসভায় সরব কাউন্সিলার জুঁই বিশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার বস্তিগুলি কার্যত বিদ্যুতের তারের জালে বন্দি হয়ে রয়েছে- এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে পুরসভায় সরব হলেন এক কাউন্সিলার। পুরসভার ১০ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান তথা ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জুঁই বিশ্বাসের দাবি, বস্তিগুলির ল্যাম্প পোস্ট ও আশপাশের এলাকায় যেভাবে এলোমেলোভাবে বিদ্যুতের তার ঝুলছে, তাতে যে কোনও মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বারবার বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সম্প্রতি পুর অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জুঁই বিশ্বাস জানান, তাঁর অধীনে থাকা ১০ নম্বর বরোর ১২টি ওয়ার্ডে অন্তত ৫০টির বেশি বস্তি রয়েছে। কিন্তু এই বস্তিগুলির একটিতেও এখনও পর্যন্ত তারের জট সরানোর কাজ শুরু হয়নি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এতদিন ধরে সমস্যা চিহ্নিত থাকার পরেও কবে এই কাজ শুরু হবে এবং তার নির্দিষ্ট সময়সীমা কী-তা কেন জানানো হচ্ছে না। জুঁই বিশ্বাস পুরবোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলেন, গত বর্ষায় শহরের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

খোলা তার, ল্যাম্প পোস্টে ঝুলে থাকা বিদ্যুতের তার এবং অব্যবস্থাপনার কারণেই এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে বলে তাঁর দাবি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে-সে প্রশ্নও তোলেন তিনি। শুধু বিদ্যুৎ বিপর্যয় নয়, অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কাও সমানভাবে বা।ছে বলে জানান ওই কাউন্সিলার। শহরে পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল দমকল ও পুরসভার যৌথ উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকা ও বস্তিতে ফায়ার অডিট করা হবে। কিন্তু সেই অডিট রিপোর্ট এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। জুঁই বিশ্বাস জানতে চান, কবে সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হবে এবং কবে কাউন্সিলাররা সেই রিপোর্ট দেখতে পারবেন। এই অভিযোগ ও প্রশ্নের জবাবে পুরসভার আলো বিভাগের মেয়র পারিষদ সঃদীপ বক্সি জানান, ১০ নম্বর বরোর গল্ফ গার্ডেন্স এলাকার ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাদারতলা, ঝো।ো বস্তি ও হঠা বস্তির মতো কয়েকটি এলাকায় দ্রুত তার সরানোর কাজ শুরু করা হবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করার আশ্বাস দেন তিনি। পুর-আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, কলকাতা জুড়ে প্রায় ৭ হাজার বস্তি রয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি বস্তিতেই তারের জটের সমস্যা আছে। এত বিপুল সংখ্যক বস্তিতে একসঙ্গে তার সরানোর কাজ করা বাস্তবসম্মত নয়। তাই ধাপে ধাপে পরিকল্পনা করে কাজ করা হচ্ছে। কোন কোন এলাকা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, তা চিহ্নিত করে সেখানেই আগে কাজ শুরু করা হবে। পুরসভা সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই শহরের কিছু বস্তিতে তার সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। তবে কাজের গতি নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে অনেক কাউন্সিলারের মধ্যেই। তাঁদের মতে, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই বস্তিগুলিতে ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন। দ্রুত ও পরিকল্পিতভাবে তারের জট না সরালে ভবিষ্যতে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে, কলকাতার বস্তিগুলিতে বিদ্যুৎ নিরাপত্তা ও অগ্নি সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। পুরসভা কত দ্রুত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে শহরবাসী।

পূর্বস্থলীতে পাখি সংখ্যা হ্রাস, প্রশাসন ও মাঝিদের মতভেদ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৬ জনুয়ারি ঃ গত বছরের তুলনায় পাখির সংখ্যা অনেকটাই কম তবে, প্রায় সংখ্য অর্ধেক! এর কারণ বোঝা যাচ্ছে না, পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের চুপির পাখিরালায় পাখি গণনায় প্রথম ধাপের পর এমনই জানালেন জেলা বন আধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকেই চলছে পূর্বস্থলীর চুপির পাখিরালায় পরিযায়ী পাখি গণনার কাজ। এ বছর এখনো পর্যন্ত ৬৯ প্রজাতির পাখি দেখা গিয়েছে চুপির পাখিরালায়। যার মধ্যে রেড কেস্টেড প্রচাড, গার্ডওয়াল, এর সংখ্যায় বেশি। পাশাপাশি তিনি আরো জানান গত বছর এই জায়গায় প্রায় এগারো হাজার মতন পাখি ছিল, কিন্তু এবছর এখনো পর্যন্ত পাঁচ হাজার মতন হতে পারে। তবে পুরোটা গণনার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরই ফাইনাল বলা যাবে বলেও এদিন জানিয়েছেন তিনি। এত পাখি কম কেন? সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন কারণটা এই মুহূর্তেই বোঝা যাচ্ছে না। তবে পাখি অন্যত্র সরে যাচ্ছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটাও একটি কারণ হতে পারে বলেও মত তার। পাশাপাশি চুপির পাখিরালায় এসে বক্স বাজানো, পাখিকে কোন ভাবে বিরক্ত না করা হয় তারও আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তবে এ প্রসঙ্গে মাঝিরা বলছেন প্রশাসনের আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, লাইটের আলো দিয়ে রাত্তিরে মাছ ধরা, বক্স বাজানো এমনকি কচুরিপানার বিষয়গুলিও পাখি কমে আসার কারণ বলছেন তারা। এদিনের এই পাখি গণনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বন আধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা কাটোয়া কালনা রেঞ্জের বন আধিকারিক শিবপ্রসাদ সিংহা সহ বিভিন্ন বনদপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এমসি-১১৬-০-ওবিএইচএস-এলডি-টিকেপিআর-২৫আর, তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি. অ্যান্ড টি/এস), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়াম-এর নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ তিন বছরের মেয়াদের জন্য পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের টিকিয়াপাড়া ডিপোতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির লিনেন সামগ্রীগুলি ওঠানো-নামানো সহ এসি কোচগুলিতে অন বোর্ড হাউসকিপিং পরিষেবা এবং লিনেন বণ্টনের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৭৭,৩৯,৬৭,৬৪২.৭৮ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ৪০,১৯,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ২৫,০০০.০০ টাকা। চুক্তির মেয়াদ ঃ কাজ শুরুর তারিখ থেকে ৩৬ মাস। দরপ্রস্তাব প্রদান বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৭.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। প্রাক- দরপ্রস্তাবের মিটিং-এর তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টেয়। প্রাক- দরপ্রস্তাবের মিটিং-এর স্থান ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি. অ্যান্ড ট্রেন সেট)-এর অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া। অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের জন্য ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in

HWH-511/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টুডেন্টস উইক উদযাপনঃ ষষ্ঠ দিনে বসলো কর্মসংস্থান মেলা

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.)ঃ তরুণ প্রজন্মের সার্বিক বিকাশ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই হবে সমাজের প্রকৃত বিকাশ । আর সেই লক্ষ্যেই প্রতি বছরের মতো এবছরেও আশুতোষ কলেজের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে স্টুডেন্টস উইক সেলিব্রেশন। শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতাকে তুলে ধরার জন্য গোটা সপ্তাহ জুড়ে চলছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান । এর সঙ্গে রাখা হয়েছে সাম্প্রতিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ভিত্তিক সচেতনতামূলক আলোচনা পর্ব । ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠান চলবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। আটদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের ষষ্ঠ দিনে মঙ্গলবার আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ পর্ব এবং কর্মসংস্থান মেলা । কলেজ স্তর থেকেই ছাত্র - ছাত্রীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ । এই কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন হয় আশুতোষ কলেজের কর্মসংস্থান শাখা এবং অনুদীপ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে । এদিন সব মিলিয়ে অংশ নিয়েছে একশোরও বেশি ছাত্র - ছাত্রী। সংস্থার পক্ষ থেকে আসা কর্মীরা সরাসরি কথপোকথনের মাধ্যমে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন প্রত্যেকের ভবিষ্যত পরিকল্পনা। শুধু তাই নয়., আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগানো হয় অনুপ্রেরণা । আলোচনার পাশাপাশি চলতে থাকে কাউন্সেলিংও। উল্লেখ্য, অনুদীপ ফাউন্ডেশন মূলত একটি এনজিও সংস্থা, যারা ছাত্র ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয় । এই প্রতিষ্ঠানটির অর্থ সংস্থান হয় হিন্দুস্থান ইউনিলিভার লিমিটেডের পক্ষ থেকে । শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় নয় , হাতেকলমে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের ধরন সম্পর্কে আগাম ধারণা দেওয়াও এই এনজিও - র উদ্দেশ্য ।

সন্দেশখালিতে গ্রেপ্তার মুসা মোল্লা

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ সন্দেশখালিতে পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা। সোমবার রাতে, গোপন সূত্রের খবর পেয়ে ন্যাজাট থানার পুলিশ তাঁকে হুলো পাড়া এলাকা থেকে আটক করে। মুসা মোল্লার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সাথে এ ঘটনায় জড়িত ধৃতদের সংখ্যা ১৩-এ পৌঁছেছে। পুলিশ জানাচ্ছে, এখনও আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। মুসাকেও বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে গত শুক্রবার রাতে। বসিরহাটের বয়ারমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চুঁচুড়া এলাকায় একটি জমিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পুলিশের কাছে আসে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০২.০১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৬২-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ (i) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুর/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ সোনারপুর কলোনি রোড এবং সংলগ্ন নর্দমার আনুপূর্বিক মেরামতি। (ii) সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/শিয়ালদহ-র অধীনে বিভিন্ন পি.ওয়ে ইউনিটে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টুলবক্স সমেত গ্যাং হাট তথা (০২টি) রেস্ট রুমের ব্যবস্থা করার কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৭৭,৯৮,০৯৬.৮১ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ১,৫৬,০০০.০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ০৯ (নয়) মাস। ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৬৭-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ বারুইপুরে - সকল রকম আনুষঙ্গিক কাজ সমেত এইএন, এইই/জি, এইই/টিআরডি বেং এএসটিই-র বাসস্থানের জন্য দ্বিতল ভবনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৪৯,৬৫,৮৭৮.৭৯ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ২,২৪,৮০০.০০ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ০৯ (নয়) মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভারতীয় রেলওয়ের প্রামাণ্য সাধারণ শর্তাবলি চুক্তি ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। SDAH-339/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে 'উন্নয়নের পাঁচালি' ও 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি

সুমন আদক ঃ রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে 'উন্নয়নের পাঁচালি' ও 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি হাওড়াতেও পালিত হলো। দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেঃন্দ্র এলাকাতেও জোরকদমে চলে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'উন্নয়নের পাঁচালি' ও 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি। ৩৫নং ওয়ার্ডে দিনভর ওই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন দক্ষিণ হাওড়া ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এর পাশাপাশি এদিন দিনভর হাওড়ার বিভিন্ন ব্লকেও এই কর্মসূচি পালিত হয়। হাওড়ার জগবল্লভপুরের মাজু গ্রাম পঞ্চায়েতে 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচি এদিন সা।ম্বরে পালিত হয়। সকালে ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জগবল্লভপুরের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, মাক।দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তুফান ঘোষ, জগবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জন কুন্ডু, জগবল্লভপুর ব্লকের আইএনটিটিইউসি সভাপতি তপন চ্যাটার্জি, মাজু গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পার্থ রায় প্রমুখ। প্রসঙ্গত, এই 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য সরকারের বিগত দেড় দশকের (২০১১ থেকে ২০২৫) রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো ইত্যাদি) সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ ও

সামাজিক প্রকল্পের বিভিন্ন খতিয়ান সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ট্যাবলো, গান, 'উন্নয়নের পাঁচালি'র রিপোর্ট কার্ড, লিফলেট, বাড়ি বাড়ি প্রচারের মাধ্যমে বাংলার মা মাটি মানুষ সরকারের উন্নয়নের বার্তা রাজ্যজুড়ে পৌঁছে দিচ্ছে।

মনরেগা প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি, ভুয়ো জবকার্ড, অভিযোগ শমীকের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.)ঃ পশ্চিমবঙ্গে 'মনরেগা প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি, ভুয়ো জবকার্ড এবং তহবিল নয়ছয়ের কারণে প্রকৃত শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মঙ্গলবার সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কেন্দ্রের পরিদর্শনে একাধিক জায়গায় গুরুতর অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে নতুন আইনের মূল লক্ষ্য হিসেবে তিনি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও কার্যকর নজরদারির কথা তুলে ধরেন। ১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিনের কাজ, ৬০,৪০ অনুপাতে কেন্দ্র-রাজ্যের অর্থ বরাদ্দ, বায়োমেট্রিক হাজিরা, জিও-ট্যাগিং ও এআই-ভিত্তিক নজরদারির মাধ্যমে প্রকৃত শ্রমিকদের মজুরি সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। কৃষিকাজ ও ফসল তোলার সময় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ২০২৫ সাল থেকে কার্যকর হতে চলা এই আইন ভুয়ো জবকার্ড ও তহবিল তছরূপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে সক্ষম হবে।

কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হলেই লাকি কুপনে পুরস্কারের ব্যবস্থা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ বর্তমান সময়ে কম্পিউটার শিক্ষার খুব দরকার।যে কোন কাজেই কারিগরি দক্ষতা হিসাবে কম্পিউটার জানা দরকার। আর এবারে জয়নগরে এসে গেল কম্পিউটার প্রশিক্ষনে ভর্তির পাশাপাশি লটারিতে টু ইুইলার সহ একাধিক উপহার।সোমবার জয়নগর উওরপাড়া মোড়ে জাতীয় কম্পিউটার শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত জয়নগর শাখার উইন্ডোজ কম্পিউটার সেন্টারে নতুন পদ্ধতিতে কম্পিউটার কোর্সে ভর্তির কাজ শুরু হলো। এদিন এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল,শিক্ষক সঞ্জীব মুখার্জি, সৌমেন অধিকারী,মানসী বিশ্বাস,ঝুমা দেব সরকার, সায়ন্তনী দলুই, আশিষ মন্ডল,গুরুপদ হালদার, উইন্ডোজ কম্পিউটার সেন্ট।রের কর্ণধার সাদ্দাম লস্কর সহ আরো অনেকে। এদিন এ ব্যাপারে সাদ্দাম লস্কর বলেন,আগামী একমাস ধরে কম্পিউটারের যে কোন কোর্সে ভর্তি হলে একটা করে কুপন দেওয়া হবে।

নতুন বছরের শুরুতেই তালাবন্ধ প্রবর্তক জুটমিল, কর্মহীন প্রায় হাজার শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা,হুগলি, ৬ জানুয়ারি ঃনতুন বছরের শুরুতেই বড় ধাক্কা কামারহাটির শিল্পাঞ্চল জু।ে হঠা বন্ধ হয়ে গেল প্রবর্তক জুটমিল, যার জেরে রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়লেন অন্তত এক হাজার শ্রমিক। মঙ্গলবার সকালে মিল খোলার সময় এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কাজ হারিয়ে দিশেহারা শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং ব্যস্ত বিটি রোড অবরোধ করে আঃেদালনে শামিল হন। প্রতিদিনের মতোই এদিন সকালেও প্রবর্তক জুটমিলে কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন শ্রমিকরা। কিন্তু মিলের গেটে পৌঁছেই তাঁদের চোখে পড়ে একটি নোটিস- অনির্দিষ্টকালের জন্য মিল বন্ধ। নোটিসটি ঝুলিয়েছে মিল কর্তৃপক্ষ। তবে কেন এই সিদ্ধান্ত, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ শ্রমিকদের। মুহূর্তের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। কাজ বন্ধের খবর পেয়ে শ্রমিকরা মিল গেটের সামনে জমায়েত করেন। পরে তাঁরা বিটি রোডে নেমে পড়লে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। অফিস টাইমে রাস্তায় দাঁ।য়ে পড়ে একাধিক বাস ও পণ্যবাহী গাড়ি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের একপ্রস্থ বচসাও হয়। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সে জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের বক্তব্য, হঠা করে মিল বন্ধ করে দেওয়া হল। আগে কোনও আলোচনা হয়নি, কোনও সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়নি। আমাদের কী হবে, সেটা কেউ ভাবেনি। তাঁদের দাবি, মিলের ভেতরে এখনও পর্যাপ্ত কাঁচা পাট মজুত রয়েছে এবং কাজও মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। তা সত্ত্বেও কেন মিলের গেটে তালা ঝুলল, সেই প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন না তাঁরা। অন্যদিকে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রবর্তক জুটমিল কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমানে কাঁচাপাটের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মিল চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তাঁদের দাবি, উপাদন খরচ এতটাই বেড়েছে যে লোকসানের মুখে পড়ছে সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে মিল বন্ধ রাখা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

উত্তাল যাদবপুরঃ ইংরেজি বিভাগের প্রধানের অপসারণ দাবি পড়ুয়াদের

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব বিতর্ককে ঘিরে অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছে। তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে পদ থেকে সরানোর দাবি তুলেছেন ছাত্রছাত্রীরা। শুধু তাই নয়, এই সময়কালে অন্য কাউকে কার্যনির্বাহী বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষার ইনভিজিলেশন ও ই-ভ্যালুয়েশন (মূল্যায়ন) সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব থেকেও বর্তমান বিভাগীয় প্রধানকে সরানোর দাবি তুলেছেন পড়ুয়ারা। শুক্রবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে একটি অনলাইন বৈঠকে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে এই দাবিগুলি স্পষ্টভাবে জানানো হয়। বৈঠকে ৬০ জনের বেশি পড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী তৃতীয় বর্ষের সমস্ত পড়ুয়া এবং অন্যান্য বর্ষ থেকে পাঁচজন করে প্রতিনিধি ওই বৈঠকে যোগ দেন। তবে ওই দিন বিভাগীয় প্রধান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠকে অভিযোগকারী দুই ছাত্রীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে জানান, এই ঘটনার পর ক্যাম্পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর আশঙ্কায় ভুগছেন। তাঁদের বক্তব্য, এর আগে কখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠানে নিজেদের এতটা অনিরাপদ বলে মনে হয়নি। এই অভিজ্ঞতা তাঁদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে বলেও জানান তাঁরা। ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, যতদিন না তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং ঘটনার সত্যতা স্পষ্ট হচ্ছে, ততদিন বর্তমান বিভাগীয় প্রধানের প্রশাসনিক ও পরীক্ষাসংক্রান্ত দায়িত্বে থাকা অনুচিত। তাঁদের আশঙ্কা, এতে তদন্তের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। তাই তদন্তকালীন সময়ের জন্য একজন নিরপেক্ষ শিক্ষককে কার্যনির্বাহী প্রধান করার দাবি তোলা হয়েছে। এদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হিজাব বিতর্কের বিষয়টি রাজ্য প্রশাসনের নজরও কে।েছে। নবান্ন থেকে ঘটনার বিশদ খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী ৩০ ডিসেম্বর রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ফুল বেঞ্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এই বিতর্ক নিয়ে খোদ উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফেও ঘটনার তদন্তে একটি কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কমিটির সদস্যরা ঘটনার দিন ঠিক কী ঘটেছিল, কারা জড়িত ছিলেন এবং অভিযোগের ভিত্তি কী-সব দিক খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট জমা দেবেন। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল। তার পরের দিন ক্রিসমাস এবং সমাবর্তন উপলক্ষে শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকায় সরাসরি বৈঠক সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের সঙ্গে অনলাইন বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, তদন্ত কমিটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং কোনও পক্ষকে প্রভাবিত করার সুযোগ দেওয়া হবে না। অনলাইন বৈঠকে পড়ুয়াদের তরফে মোট চারটি দাবি উত্থাপন

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following works :–

1. NIT No.: KMC/LTG/152/112/215/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Improvement of Park Lighting at Bhar Company Pond at 6 S, Central Park in Ward No.-112, Borough-XI, in KMC. Estimated Amount: ₹2,97,578.47. Earnest Money: ₹6,000.00. Period of Completion: 30 days.

2. NIT No.: KMC/LTG/152/112/221/1/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Improvement of Streetlight arrangement, 18, Nabapally. Estimated Amount: ₹4,98,915.05. Earnest Money: ₹10,000.00. Period of Completion: 30 days.

3. NIT No.: KMC/LTG/152/111/278/2/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work:Renovation of Lighting arrangement Bindhan Pally Sonali Park Vivek Park in Ward No.-111, Br-XI. Estimated Amount: ₹2,59,049.73. Earnest Money: ₹5,200.00. Period of Completion: 30 days.

4. NIT No.: KMC/LTG/152/112/217/3/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work:Improvement of Street Light at 8, 1 No. Congress Pally in Ward No.-112, Borough-XI, in KMC. Estimated Amount: ₹2,35,954.16. Earnest Money: ₹4,800.00. Period of Completion: 30 days.

5. NIT No.: KMC/LTG/152/112/218/2/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work:Development of Street Lighting arrangement and Allied Work at Purba Simanta Bag in Ward No.-112, Borough-XI, in KMC. Estimated Amount: ₹4,97,945.50. Earnest Money: ₹10,000.00. Period of Completion: 30 days.

6. NIT No.: KMC/LTG/152/112/216/2/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Improvement of Street Light at 7A, Postal Park in Ward No.-112, Borough-XI, in KMC. Estimated Amount: ₹4,98,438.33. Earnest Money: ₹10,000.00. Period of Completion: 30 days.

7. NIT No.: KMC/LTG/152/112/221/3/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Installation of Lighting arrangement with Pole, A-40, 2 No. Congress Pally. Estimated Amount: ₹1,37,304.72. Earnest Money: ₹2,800.00. Period of Completion: 30 days.

8. NIT No.: KMC/LTG/152/112/218/1/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Installation of Mini Light Mast, at 30 Purbo Simanta Bag in Ward No.-112, Borough-XI, in KMC. Estimated Amount: ₹1,98,302.39. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 30 days.

9. NIT No.: KMC/LTG/152/112/238/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Development of Street Light and Allied Electrical Works at Harisava Math, Usha Park in Ward No.-112, Br-XI. Estimated Amount: ₹3,99,917.22. Earnest Money: ₹8,000.00. Period of Completion: 30 days.

10. NIT No.: KMC/LTG/152/112/217/1/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Installation of Street Light arrangement with Pole at 1 No. Congress Pally in Ward No.-112, Br-XI, in KMC. Estimated Amount: ₹2,07,105.09. Earnest Money: ₹4,200.00. Period of Completion: 30 days.

11. NIT No.: KMC/LTG/152/112/220/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Installation of Street Light arrangement with Pole, P-43, Ramkrishna Pally in Ward No.-112, Borough-XI, in KMC. Estimated Amount: ₹4,97,073.88. Earnest Money: ₹10,000.00. Period of Completion: 30 days.

12. NIT No.: KMC/LTG/150/110/326/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Renovation of Lighting arrangement at Patuli L Block in Ward No.-110, Borough-XI. Estimated Amount: ₹1,99,211.01. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 30 days.

13. NIT No.: KMC/LTG/150/110/345/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Installation of Street Light System near Sreerampur in Ward No.-110. Estimated Amount: ₹2,15,877.91. Earnest Money: ₹4,400.00. Period of Completion: 30 days.

14. NIT No.: KMC/LTG/150/110/336/1/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work:Development of Lighting System surrounding Milan Park area in Ward No.-110 at Milan Park. Estimated Amount: ₹4,98,395.87. Earnest Money: ₹10,000.00. Period of Completion: 30 days.

15. NIT No.: KMC/LTG/150/110/346/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work:Installation of Street Light with Pole at Pranabananda Road. Estimated Amount: ₹2,84,908.44. Earnest Money: ₹5,800.00. Period of Completion: 30 days.

16. NIT No.: KMC/LTG/152/111/286/1/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work:Renovation of Street Light at New Sonali Park, Banerjee Para in Ward No.-111, Borough-XI. Estimated Amount: ₹3,24,602.25. Earnest Money: ₹6,500.00. Period of Completion: 30 days.

17. NIT No.: KMC/LTG/152/111/305/2/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work: Improvement of Light Arrangement at Atabagan area. Estimated Amount: ₹1,98,554.99. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 30 days.

18. NIT No.: KMC/LTG/150/103/171/2/25-26/PD (2nd Call) Name of the Work:Installation of Street Lighting, 14/1(59) Park Avenue, Ward No.-103, Borough-XI. Estimated Amount: ₹1,98,806.78. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 30 days.

19. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/427/25-26 Name of the Work:Temporary Lighting arrangement for The Upcoming Festival Surrounding of Baghajatin Military Road in Ward No.-99, Borough-X. Estimated Amount: ₹1,98,880.00. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 7 days.

20. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/428/25-26 Name of the Work:Temporary Lighting arrangement for The Upcoming Festival Surrounding of Baghajatin 'I' Block in Ward No.-99, Borough-X. Estimated Amount: ₹2,93,400.00. Earnest Money: ₹6,000.00. Period of Completion: 7 days.

21. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/402/25-26 Name of the Work:Development of Street Lighting arrangement at 3 No. Vidyasagar near Iswarpathsala area in Ward No.-99, Borough-X. Estimated Amount: ₹1,97,570.93. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 15 days.

22. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/403/25-26 Name of the Work:Repairing of Bustee Lighting System at 1 No. Sree Colony and other areas in Ward No.-99, Br-X. Estimated Amount: ₹1,48,803.30. Earnest Money: ₹3,000.00. Period of Completion: 15 days.

23. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/404/25-26 Name of the Work:New Installation of LED Fittings arrangement at Keya Bagan and 4 No. Vidyasagar area in Ward No.-99, Borough-X. Estimated Amount: ₹1,98,010.28. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 10 days.

24. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/327/25-26 Name of the Work:Development of Street Lighting System at Uday Shankar Sarani (234 Mini Bus Stand to Golf-Green Daily Market) in Ward No.-94, Br-X. Estimated Amount: ₹1,99,586.10. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 10 days.

25. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/328/25-26 Name of the Work:Repairing of Electrical Wiring & other Allied Electrical Works at Regent Park Market under Br-X. Estimated Amount: ₹1,98,595.55. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 20 days.

26. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/329/25-26 Name of the Work:Repairing of Mini Mast Light in Front of Bengal Rowing Club Crossing and Street Light arrangement around Lake Gardens Flyover under Borough-X. Estimated Amount: ₹1,74,577.05. Earnest Money: ₹3,500.00. Period of Completion: 20 days.

27. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/330/25-26 Name of the Work:Repairing of Electrical Wiring and other Allied Electrical Repairing Works at Bansdroni Municipal Market under Borough-X. Estimated Amount: ₹2,97,801.85. Earnest Money: ₹6,000.00. Period of Completion: 20 days.

28. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/331/25-26 Name of the Work:Repairing of Electrical System at The New Alipore Market Complex under Borough-X. Estimated Amount: ₹1,99,065.95. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 20 days.

29. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/332/25-26 Name of the Work:Electrical Repairing Works of High-Masts and Mini-Masts at different areas under Borough-X. Estimated Amount: ₹1,99,329.56. Earnest Money: ₹4,000.00. Period of Completion: 20 days. Last date and time of Completion of Bid: 16.01.2026 up to 2.00 p.m. (for Sl. No. 1 to 18), 19.01.2026 up to 9.00 a.m. (for Sl. No. 19 to 23) & 17.01.2026 up to 10.00 a.m. (for Sl. No. 24 to 29). The bid forms and other details are available on and from 08.01.2026 from 12.00 noon (for Sl. No. 1 to 18), 06.01.2026 from 2.00 p.m. (for Sl. No. 19 to 23) & 02.01.2026 from 5.00 p.m. (for Sl. No. 24 to 29). The website https://tenders.wb.gov.in (for Sl. No. 1 to 18) & https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 19 to 29).

1893/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ২২ পৌষ ১৪৩২

নতুন নির্দেশিকা, স্কুলে সংবাদপত্র পাঠানো হবে শিক্ষার্থীদের

রাজস্থানের সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও বাস্তব জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি রাজস্থান সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তর একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে, যার মাধ্যমে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন সংবাদপত্র প।।নোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, তাদের ভাষাগত দক্ষতা উন্নত করা এবং সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের ধারণা তৈরি করা। এখন থেকে রাজস্থান সরকারের সরকারি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি সংবাদপত্র কিনতে হবে, এবং অন্তত ১০ মিনিট ধরে শিক্ষার্থীদের তা পড়াতে হবে। এক সংবাদপত্র হিন্দি মাধ্যমে এবং অন্যটি ইংরেজি মাধ্যমে হতে হবে। সরকারি আপার প্রাইমারি স্কুলগুলিতেও দুটি হিন্দি সংবাদপত্র কিনতে হবে এবং প্রতিদিন নতুন পাঁচটি শব্দ শেখাতে হবে। এই পদক্ষেপটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংবাদপত্রের প্রতি আগ্রহ এবং তাদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। রাজ্য সরকারের এই নির্দেশিকা শুধুমাত্র একটি শিক্ষামূলক উদ্যোগই নয়, বরং এটি সংবাদপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করবে এবং তাদের বাস্তব জ্ঞান বৃদ্ধির পথে একটি নতুন দিশা দেখাবে। শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে শুধু সংবাদ পড়ার অভ্যস্ত হবে না, বরং তারা কিভাবে সংবাদ নির্বাচন করতে হয়, খবরের সত্যতা যাচাই করতে হয় এবং সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকতে হয়, তা শিখবে। আজকাল প্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া বিস্তার লাভ করেছে, কিন্তু এর সাথে সাথে পুরানো সংবাদপত্রের গুরুত্ব কখনোই কমেনি। সংবাদপত্র শিক্ষার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, যা শুধুমাত্র খবর প্রদান করেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা জনগণকে সচেতন, সমৃদ্ধ এবং শিক্ষিত করতে সহায়তা করে। রাজস্থানের নতুন উদ্যোগটির মাধ্যমে, সরকার মনে করছে যে শিক্ষার্থীরা যাতে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমাজের নানান দিক সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, সেজন্য তাদের মাঝে সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের বিভিন্ন তথ্য এবং ঘটনা সম্পর্কে জানবে। এই সংবাদপত্রগুলি যেমন রাজ্য, দেশ এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তুলে ধরবে, তেমনি এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি শব্দভাণ্ডার, বাক্যগঠন, এবং ভাষার দক্ষতা অর্জন করবে। সংবাদ এবং কাব্য একে অপরের পরিপূরক হতে পারে। সংবাদ যেমন বাস্তবের প্রতিফলন, কাব্যও তেমনি জীবনের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলি প্রকাশ করে। তবে, তাদের মধ্যে যে ফারাকটি রয়েছে, তা হলো-সংবাদ পঠন মানুষের চেতনা এবং চিন্তাধারাকে সচেতন করে তুলে, কিন্তু কাব্য মানুষের অনুভূতি এবং মনের গোপন ভাবনাগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। রাজস্থানের সরকারি স্কুলগুলিতে সংবাদপত্র প।।নোর এই উদ্যোগের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র সংবাদ নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত বার্তা এবং চিন্তাধারা কিভাবে এক পদ্ধতিতে বাস্তবতার মুখোমুখি করে তা বুঝতে শিখবে। এটি তাদের কাব্যিক ভাবনাগুলির প্রতিফলন এবং দৈনন্দিন জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে সাহায্য করবে। বিশেষভাবে, রাজস্থানের সরকারি নির্দেশিকায় সংবাদপত্রের পঠন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যে সব বিষয়গুলির উপর বেশি মনোযোগ দিবে, তা হলো-রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খবর, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বিশ্বব্যাপী চলমান ঘটনা। এই সব খবরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মানবিক দৃষ্টিকোণ, সমাজের অবস্থা এবং সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। এছাড়া, প্রতি সংবাদপত্রে অন্তত পাঁচটি নতুন শব্দ শেখানোর নির্দেশও রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে এবং তাদের ভাষা দক্ষতা শক্তিশালী করবে। এই উদ্যোগটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরও বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা করতে পারবে এবং তাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে, আমরা দেখে থাকি যে অনেক সময় সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে ভুয়া খবর ছ।।নো হয়। রাজস্থানের এই উদ্যোগের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা সংবাদপত্রের সত্যতা যাচাই করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ গ্রহণ করবে। তারা শিখবে কিভাবে বিভ্রান্তিকর খবর বা গুজব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হয় এবং কিভাবে সংবাদ মাধ্যমের প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। এটি তাদের মিডিয়া লিটারেসির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্থানের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যোগের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র নিজেদের শিক্ষা বা ভাষাগত দক্ষতা বা।।বে না, বরং তারা এক সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। তাদের মধ্যে যে ধরনের অনুসন্ধিসু মনোভাব তৈরি হবে, তা তাদের ভবিষ্যতে নেতৃত্বদানের গুণাবলী এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করতে সাহায্য করবে। এই পদক্ষেপটি শুধুমাত্র স্কুল পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প।।শোনা করতে চায়, তাদের জন্য এই ধরনের সংবাদপত্র পঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক এবং বাস্তব জ্ঞান চর্চা করা হয় এবং সেখানেও সংবাদপত্রের পাঠ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। রাজস্থানের সরকারি স্কুলগুলিতে সংবাদপত্র পড়ানোর এই উদ্যোগটি এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি নতুন ধরনের সচেতনতা এবং জ্ঞানের বিস্তার ঘটাবে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তারা যে শিক্ষা এবং ধারণা লাভ করবে, তা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে আসবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি চিন্তাশীল, সৃজনশীল এবং পরিপূর্ণ নাগরিক তৈরি করতে এটি সহায়তা করবে। এক কথায়, রাজস্থানের সরকার এই পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী শিক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করতে চায়, যা সমগ্র রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণদেব (১৮৩৬-১৮৮৬) ছিলেন আধুনিক ভারতের এক মহান সাধক ও ধর্মগুরু। তাঁর বাণী সরল, গভীর এবং প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উসারিত। ধর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও মানবপ্রেম-এই চারটির অপূর্ব সমন্বয় তাঁর কথায় প্রতিফলিত।

১. ঈশ্বর উপলব্ধি- ঈশ্বর আছেন-এটা বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়, তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। ঈশ্বর কেবল তত্ত্ব নন, তিনি প্রত্যক্ষ অনুভবযোগ্য সত্য-এই কথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার বলেছেন।

২. ভক্তির গুরুত্ব- ভক্তি থাকলে ঈশ্বর আপনিই ধরা দেন। ভক্তি হল সেই সহজ পথ, যেখানে অহংকার নেই, জটিলতা নেই-শুধু আত্মসমর্পণ।

৩. নানা পথ, এক লক্ষ্য- যেমন নানা পথে গঙ্গায় যাওয়া যায়, তেমনি নানা পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র (১৮৮৮-১৯৬৯) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও মানবতার জন্য তাঁর গভীর বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর বাণী সাধারণ মানুষের জীবনকে সত্য, প্রেম, দয়া এবং খোদার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে উন্নত করতে সহায়তা করেছে। ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মানবিকতা বৃদ্ধির জন্য যুগান্তকারী প্রভাব ফেলেছিল। এখানে কিছু প্রধান বাণী তুলে ধরা হলো- ১. প্রেমের শিখাঃ প্রেমই সর্বোত্তম শক্তি, প্রেমই পৃথিবীর মূল শক্তি। মানুষকে যদি প্রেমের দিকে পরিচালিত করা যায়, তবে সমস্ত পৃথিবী সুখী হয়ে উঠবে।২. ধর্ম এবং শান্তি ঃ ধর্ম কখনো মানুষের উপর কোন জোর খাটায় না, ধর্ম হচ্ছে নিজের ভিতর বসে থাকা শান্তির আহ্বান।

প্রকৃত সত্য হলো জ্ঞান নয় অজ্ঞানতার মধ্যেই রয়েছি আমরা

(দ্বিতীয় পর্ব) তাকেই মানবমনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যে সংহত করে আমরা বলি ' জানি'। আর তা বলবার কী অসীম আনন্দ ও যন্ত্রণা কিন্তু এক লহমা মাত্র, তারপর আর অস্তিত্ব নেই। উল্লাস নিঃশেষিত এবং প্রকৃত সত্য হলো জ্ঞান নয় অজ্ঞানতার মধ্যেই রয়েছি আমরা। কারণ, রাত্রির সেই তিমির-গভীরতায় অনন্ত সত্যের মহিমময় ইন্দ্রধনুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের জ্ঞানের সত্তা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, তার অস্তিত্ব আমাদের মস্তিষ্কের অসুস্থ অহমিকা ভিন্ন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না তাই মানবজাতির মধ্যে যাঁরা মহ আত্মা, তাঁরা নীরবতা ও ঘনতমিস্রার মধ্যে বিনম্র ভক্তিতে এক সর্বব্যাপী আত্মার সম্মুখে শিশুর মতো শরণাগত হয়ে বলে ' জানি না'। যখন সে ' না'-তে পৌঁছায় তখনই নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, সে জেনেছে। আগে যা জানত তার থেকে অনেক অনেক ভাল করে জেনেছে। এরপরে ১৮৮৯ সালে রেক্সহ্যামের চাকরি ছেড়ে মার্গারেট চেস্টারে চলে গিয়েছিলেন। তবে রেক্সহ্যামে তাঁর কর্মজীবন শুধু যে শিক্ষকতার ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সাংবাদিকতার সূত্রে সেখানকার তকালীন সমাজের নিম্নস্তরের জীবনের সঙ্গেও তিনি যে একাত্ম হতে পেরেছিলেন, একথার পরিচয় তাঁর ' পেজ ফ্রম রেক্সহ্যাম লাইফ' নামক রচনাটিতে পাওয়া যায়, যা ' এডভার্টাইজার' নামক একটি পত্রিকায় ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে আগের রচনাগুলির মত এই রচনাটিও নিবেদিতা অবশ্য ' লেডি' ছদ্মনামেই লিখেছিলেন। নিবেদিতার এই রচনাটি তৎকালীন রেক্সহ্যামের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের ক্লেদ, গ্লানি, বেদনা ও নৈরাশ্যের চিত্র সম্বলিত তাঁর বাস্তবজীবন-অভিজ্ঞতার সেই মর্মস্পর্শী দলিল, যে অভিজ্ঞতা পরবর্তীসময়ে তাঁর মানবদরদী মনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। রচনাটির কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ- রেক্সহ্যামের চও।। খোলা সোজা রাস্তার পিছনে আছে বস্তি ও সঙ্কীর্ণ গলির গোলক-ধাঁধা, যেখানে বাস করে এমন এক শ্রেণীর মানুষ যাঁদের আচার-আচরণ ও পরিবেশ আমাদের সভ্যতার কলঙ্ক, দুষ্ট ক্ষতের মত, আমাদের নাগরিক জীবনের প্রাণশক্তি তা কুরে খাচ্ছে। রেক্সহ্যামের অধিবাসীবৃন্দ, কান পেতে শুনুন, আমাদের শহরের ১২ হাজার অধিবাসীর ১২ ভাগের ৫ ভাগ লোকও মুক্তবায়ু বা আকাশের আলোর তলায় বিচরণ করে না।

এছা।। তকালীন রেক্সহ্যামের আলো-অন্ধকারের দুই বিপরীত-জগতের পার্থক্যকে নিজের লেখায় পরিস্ফূট করতে তুলতে গিয়ে সাংবাদিক মার্গারেট তাঁর এই রচনায় কখনো কখনো একজন বস্তুবাদী ঔপন্যাসিকের শক্তিও সঞ্চারিত করেছিলেন- খোলা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছি না, না ওগুলি তো রান্নাঘর নয়, ওই তো সবেধন নীলমণি শোওয়ার ঘর। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁদের আলাদা শোওয়ার ঘর আছে আর জঘন্যতর অবস্থা হল, খিড়কি বলতে কিছু নেই-পশ্চাদ্দিকে শুধু নিরেট দেওয়াল, কোনো জানলা বা দরজা বা অন্য কোনোভাবে যা বিচ্ছিন্ন নয় এবং ওধার থেকে আলো-বাতাসের পথ অবরুদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং বৈজ্ঞানিক গৃহপরিকল্পনার কালে অবাধ বায়ুচলাচলের প্রয়োজন স্বতঃস্বীকৃত, কিন্তু এখানে একমাত্র যে বায়ু. প্রবাহিত হয়, তা ডাস্টবিনের জঞ্জালগন্ধপরিপূরিত, ক্রটিপূর্ণ জঘন্য ব্যবস্থাসৃষ্ট বিষ-জীবাণুতে ভর্তি-ঢুকছে খোলা দরজা দিয়ে, বেরুচ্ছে চিমনি নামক বিচিত্র জিনিসটির ভেতর দিয়ে এবং ঢেলে দিচ্ছে সর্বদিকে কৃমিকীটের জীবাণু, রোগ ও বিষের সম্ভার, যার ফলে গহ্বরটি-স্থানীয় লোকের ভাষায় গৃহটি-পাপ ও মৃত্যুর মৃগয়াভূমি।

এসব ছাড়া এই রেক্সহ্যামের সঙ্গেই মার্গারেটের এক সুখদু ঃখময় স্মৃতিও জা।য়ে ছিল, এবং যা একসময়ে তাঁর মনকে গভীরভাবে না।। দিয়েছিল বলেও জানা যায়। আসলে তকালীন ওয়েলসের একজন বিজ্ঞান ও সাহিত্য অনুরাগী ইঞ্জিনিয়ার সর্বপ্রথম তাঁর নারীহৃদয়কে স্পর্শ করেছিলেন। এরপরে তাঁদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ক্রমশ ঃ প্রণয়ে পৌঁছেছিল, এবং তাঁরা উভয়ে যখন বিবাহের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলেন, ঠিক তখনই অতর্কিত রোগাক্রমণে তাঁর এই প্রথম প্রণয়ী নিজের প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আর তাঁর মৃত্যুর পরেই সুখময় জীবনের রঙীনস্বপ্ন-বিপর্যস্ত মার্গারেট নিজের ভাঙা মন নিয়ে চিরকালের মত রেক্সহ্যাম ত্যাগ করে চেস্টারে চলে গিয়েছিলেন।

তবে চেস্টারে শিক্ষকতাকালে আবার তাঁর জীবনের আগেকার ছিন্ন পারিবারিক সূত্র যুক্ত হয়েছিল। কারণ, এসময়ে তাঁর ছোট বোন মে (যিনি পরে মিসেস উইলসন হয়েছিলেন) ইতিমধ্যে নিজের শিক্ষা শেষ করে লিভারপুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগদান করেছিলেন, এবং তাঁর একমাত্র ভাই রিচমন্ড সেখানেই কলেজে পাঠরত ছিলেন। তাই এসময়ে মার্গারেট আয়ারল্যান্ড তাঁর মাকে নিয়ে এসে লিভারপুলে সকলের একত্রে বসবাস করবার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং নিজে চেস্টার থেকে সেখানে ক্রমাগত যাতায়াত করে সাংসারিক জীবনের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে দিয়েছিলেন। এরপরে এখানেই ' ক্লাব'-এর সদস্য হয়ে তিনি বক্তৃতা দান এবং রচনা পাঠের সুযোগ পেয়েছিলেন। আর এই সাহিত্য আলোচনার সূত্রেই তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় তখন সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে শিশুশিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন, আর এই সূত্রেই ডাচ মহিলা ডি-লিউর সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এর কিছুকাল পরে এই ডি-লিউ যখন লণ্ডনে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে একটি নতুন স্কুল খুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন মার্গারেটকে নিজের সহকারীরূপে পাওয়ার জন্য তিনি তাঁকে সেখানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এরফলে চেস্টারের পাঠ উঠিয়ে নিজের মাকে নিয়ে মার্গারেট তখন উইম্বলডনে মিসেস ডি-লিউর স্কুলে যোগ দিতে চলে গিয়েছিলেন, এবং তারপরে এই উইম্বলডনেই ১৮৯২ সালে তিনি

নিজের একটি স্কুল খুলে অবশেষে স্কুল পরিচালনা করবার স্বাধীন অধিকার পেয়েছিলেন।

ক্রমে উইম্বলডনে তিনি লেডি রিপনের ' ক্লাব'-এর সদস্য হয়েছিলেন, এবং এই ক্লাবেই বার্নার্ড শ', হাক্সলি, ইয়েটস-এর মত সমকালীন চিন্তাশীল মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এসময়ে তিনি যেমন তাঁদের বক্তৃতায় যোগদান করেছিলেন, তেমনি নিজেও আবার ক্লাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এরফলে স্থানীয় বিদগ্ধ মহলে তাঁর খ্যাতি ক্রমশ ঃ ছা।য়ে প।তে শুরু করেছিল। আর এখানে থাকতেই তিনি নিজেও একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন। পরবর্তীসময়ে নিবেদিতার জীবনের এই ঘটনাবলী প্রসঙ্গে এরিক হ্যামণ্ড লিখেছিলেন-

তাঁর সাহিত্যপ্রীতি সক্রিয়ভাবে ব্যক্ত হল যখন ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি সপ্রমাণ কতগুলি মানুষকে জুটিয়ে নিয়ে ' লিটারারী সোসাইটি' স্থাপন করলেন।

এসময় পর্যন্ত নিবেদিতার জীবনেতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, জন্ম থেকে শুরু করে-আয়ারল্যান্ড, ডেভন, হ্যালিফ্যাক্স, কেশউইক, রেক্সহ্যাম, চেস্টার, লিভারপুল, লণ্ডন-নিজের জীবনের ২৫২৬ বছর ধরে তিনি শুধু একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করে গিয়েছিলেন। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই ক্লান্ত মার্গারেটের এরপরে একটি নির্দিষ্ট স্থানের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে শ্রীমতী বারবারা ফক্স তাঁর নিবেদিতা-জীবনীতে লিখেছিলেন-

... there was building up in her longing for a settled place of her own.

কিন্তু বাস্তবে এসময়ে তাঁর শুধু কায়িক স্থিতি নয়, বরং মানসিক স্থিতির প্রয়োজনও বড় আকারে দেখা দিয়েছিল। আসলে গোঁড়া খৃষ্টান পরিবেশে তাঁর যে জীবন শুরু হয়েছিল, ক্রমে সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তা থেকে তিনি অনেক দূরে সরে এসেছিলেন। একারণেই, এডুইন আর্নল্ডের ' অব এশিয়া' নামক গ্রন্থে বুদ্ধজীবনী পাঠ করে এসময়ে তাঁর মনে হয়েছিল-

... the salvation preached by him was decidedly more consistent with the truth than preachings of Christian religion.

আরো ভালো করে বললে, আঠারো বছর বয়সের পর থেকেই আনুষ্ঠানিক খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মন প্রবল সংশয়ে আন্দোলিত হতে শুরু করেছিল। তাছাড়া যদিও নাস্তিক্যবুদ্ধি কোনোদিনই তাঁকে আশ্রয় করে নি, কিন্তু তবুও সত্যের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের কোথাও যেন একটা বিরোধ রয়ে গিয়েছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল, যেটাকে তিনি তখন কোন যুক্তি দিয়েই খণ্ডন করতে পারেননি। আর একারণেই পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন-

For seven years I was in this wavering state of mind, very unhappy and yet very very eager to seek the truth.

সুতরাং এসময়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বাসস্থানের জন্যই মার্গারেটের আগ্রহ ছিল না, বরং নিজের মানসিক সুস্থিতির জন্যও এসময়ে তাঁর মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। মোটকথা হল যে, এসময়ে তিনি সত্যের একটা ভিত্তিভূমি চাইছিলেন। কারণ, নিজের ছেলেবেলায় তিনি বাইবেল থেকে যতই সারমন লিখুন না কেন, কিংবা তারপরে নিজেকে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত করুন না কেন, কিংবা সাহিত্য রচনায় কলম ধরুন না কেন,-বাস্তবে এসবের কোনটাতেই তিনি তখন স্বকীয় ধারণার বনিয়াদ আবিষ্কার করতে পারেননি। একারণেই এসময়ে তিনি সর্বত্রই সেই স্বভূমির সন্ধান করেছিলেন, যার ওপরে তিনি তাঁর নিজের জীবনের ও আত্মার সৌধটি দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে পারেন।

আর এসময়েই অবশেষে আঠাশ বছর বয়সে মার্গারেটের জীবনে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এসেছিল। আমেরিকার ধর্মসভা-প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের নামটি তখন ইংল্যাণ্ডের বিদগ্ধ মহলে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম ছিল। তাই ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় লণ্ডনের একটি বৈঠকখানায় অল্প কিছু শ্রোতার সামনে স্বামী বিবেকানন্দ যখন নিজের বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন মার্গারেটও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর এই সভায় বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠের সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ সেদিন মার্গারেটকে যেন একটি নতুন জগতে পৌঁছে দিয়েছিল। স্বামীজী সেদিন সহজ ভঙ্গীতেই সেখানে উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আর শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু সাদামাটা গৈরিক আচ্ছাদনে আবৃত এই হিন্দু সন্ন্যাসীর আয়ত অনাসক্ত দৃষ্টি ও প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠ সেদিন যেন সেখানে উপস্থিত সকলের কাছে কোন অচিন রাজ্যের বাণী বহন করে নিয়ে এসেছিল। ফলে মার্গারেটও সেই মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টির মধ্যে রাফেলের আঁকা শিশু খৃষ্টের দৃষ্টির সাদৃশ্য খুঁজে পেরেছিলেন। আর এরপরেই ধীরে ধীরে স্বামীজিকে নিয়ে মার্গারেটের চিত্তে থাকা সংশয়ের সমস্ত মেঘ কেটে গিয়েছিল, বিবেকানন্দকে তিনি নিজের গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন, এবং তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর জীবনে যে মহ আহ্বানের জন্য তিনি এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন, সেই আহ্বান অবশেষে তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে। তারপরে একসময়ে স্বামীজীর আশীর্বাদ লাভ করে ও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সুদূর ভারতবর্ষে পাড়ি দিয়েছিলেন। আর ভারতে পদার্পন করে নিজের দীর্ঘদিনের খৃষ্টীয় সংস্কার থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়ে নিবেদিতায় তাঁর নবজন্ম হয়েছিল। কিন্তু নিবেদিতা যাঁকে নিজের পিতা ও গুরুর আসনে বরণ করে নিয়েছিলেন, তিনি কি তাঁকে শুধুই আধ্যাত্মিক পথ দেখিয়েছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণের মানস সন্তান বিবেকানন্দের আদর্শ কি শুধুই শুষ্ক সন্ন্যাস ছিল? না। ইতিহাস বলে যে, বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে শুধু বেদান্তবাদে নয়, বরং ভারতীয়ত্বেও দীক্ষা দিয়েছিলেন। আরো ভালো করে বললে, বিবেকানন্দের সাহিত্যচেতনা, সৌংদর্যবোধ ও শিল্পভাবনাই নিবেদিতার দৃষ্টিকে নতুনতর উপলব্ধিতে পরিশীলিত করে তুলেছিল। তাঁর জন্যই নিবেদিতা তখন সাহিত্য ও শিল্পের নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ স্বামীজীর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য ও শিল্পকথা নিয়েও আলোচনা করেছিলেন, যা তখন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। এসময়ে বেলু।রে গঙ্গাতীরের সেই ছোট্ট বাড়িটিতে, অথবা হিমালয়ের শান্ত ক্রোড়ে, অথবা ঝিলম নদীর তীরে চিনার গাছের ছায়ায় স্বামীজীর সঙ্গীতে, স্তোত্রপাঠে ও গল্পকথায় তাঁর কত স্নিগ্ধ প্রভাত ও শান্ত অপরাহ্ণ যে মুখর হয়ে উঠেছিল, এর কোন হিসাব নেই। আর যেহেতু এসময়ে সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, অথবা বিজ্ঞান-যা দিয়েই স্বামীজীর সাথে তাঁর আলোচনা শুরু হোক না কেন, শেষপর্যন্ত তা অদ্বয় অনন্তের কথায় পৌঁছাত, সেহেতু এসবের মধ্যে দিয়েই তখন নিবেদিতার হৃদয় উন্মোচিত হয়েছিল। আসলে নিবেদিতার অনন্ত সৌভাগ্য ছিল যে, তিনি এমন একজন গুরুকে লাভ করেছিলেন, যাঁর ভাণ্ডারে অগাধ ঐশ্বর্য ছিল যিনি আনন্দের মূলসূত্রটি খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি সাদরে সহাস্যে দু ঃখকে বরণ করে নিতে পারতেন বন্ধনমাত্রকেই যিনি ঘৃণা করতেন যিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও পারসিক কবির প্রেম-কবিতার রসাস্বাদন করে বলতে পারতেন-প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের জন্য আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিতে পারি। এমনকি তিনি একথাও বলতে পারতেন- যে একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝতে পারে না তাঁর জন্য আমি এক কাণাক।ও দিতে রাজি নই। অন্যদিকে পরক্ষণেই প্রেম ও প্রিয়তমের স্বরূপ উদঘাটন করে তিনি গেয়ে উঠতে পারতেন-

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাঁশরী
বাঁশি বলছে যে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই
কারু যেতে মানা নাই
ডাকছে বাঁশি আয় পিয়াসী জয় রাধে নাম করে।

তাছাড়া হিমালয়ের তুষারধবল বক্ষে ' নীলা'র অবলুপ্তিকে তিনি কালিদাস থেকে উদ্ধৃতি অনুবাদ করে-

Nature making an eternal Suttee on the body of the Mahadeva.

-বলেও বোঝানোর ক্ষমতা রাখতেন। এখানে বলাই বাহুল্য যে এমন একজন গুরুর সান্নিধ্য পেয়ে নিবেদিতার কবিমন তখন সহজেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল-

Isn't that grand? Eternally renouncing her own life for Him?

আর সৌনন্দর্যানুভূতির এহেন মুহূর্তগুলিই পরবর্তীসময়ে নিবেদিতাকে একটি স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। একারণেই পরবর্তীকালে বান্ধবী শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন-তোমার নিশ্চয় মনে আছে, বেলু।রে ' তিনি আমাকে যে কথা বলেছিলেন ' on this journey and I will make you 20 Mrs. Beasant.'- আমি এখন বুঝতে পারি, তিনি এমন একজন কাউকে চাইছিলেন যাঁর মধ্যে নিজের অন্তর এবং চিন্তাসমূহ ঢেলে দিতে পারেন।

আর অন্যদিকে নিবেদিতাও স্বামীজীর এই দান তখন অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছিলেন, এবং এমনকি এর সামান্য অংশটুকুরও অপচয় হতে দেন নি-Oh, that I may never ever harden my nature so as to lose one atom of it.অন্যদিকে তৎকালীন শিল্পসাহিত্য ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক সম্বন্ধে নিবেদিতার পরিণত উপলব্ধি ছিল-লেখায় হোক বা রেখায় হোক সমস্ত মহান অভিব্যক্তিই সহানুভূতির জন্য এক মানবাত্মার হাহাকার এবং মানুষ কখনো বিদেশী ভাষায় নিজের অন্তর-বেদনা প্রকাশ করে না।আসলে যে অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হলে একটি জাতির মহত্বকে ও তার ভাব-চেতনাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপাদানের মধ্যে সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য অনুভব করা

প্রশংসিত বিপ্লবী গৃহবধূর ভূমিকায় মঞ্জুর অভিনয়

বিশে প্রতিনিধি ঃ মেধাবী ছাত্রী ছিলেন তেমন ভাল খেলাধুলায়। একবার কলকাতা থেকে জামশেদপুর মোটর রেসে অংশ নিয়েছেন। সবাই ভাবলেন কিছু কিমি গাড়ি চালিয়ে তিনি আর রেস লড়বেন না! কিন্তু সবাই কে অবাক করে মোটর রেস জিতলেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অন্যতম সেরা বাঙালি অভিনেত্রী মঞ্জু দে। অভিনেত্রী মঞ্জু মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিলেন হেমেন গুপ্তের 'বেয়াল্লিশ' ছবিতে। ছবিটি মুক্তি পেতে অপেক্ষা করতে হয দুই বছর। মুক্তির পরে চারিদিকে প্রশংসার বন্যা। পরিচালক হেমেন গুপ্তের প্রশংসা,বিকাশ রায়ের অত্যাচারী পুলিশ অফিসারের চরিত্রের তুমুল প্রশংসা, নতুন সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা।একই সঙ্গে প্রশংসিত হল নির্যাতিতা বিপ্লবী গৃহবধূর ভূমিকায় মঞ্জুর অভিনয়।

প্রথম মহিলা চিত্রপরিচালক হিসেবে একটা প্রচার পেয়েছিলেন কিন্তু হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন ' অভিশপ্ত চম্বল' ছবি পরিচালনা করে। অনেকেই অপেক্ষা করেছিলেন পরিচালক ও অভিনেত্রী মঞ্জু দে'র অভিনয় দেখার জন্য। ছবি রিলিজের পরে বোঝা গেল প্রচন্ড হিট ছবি। পুতলির ভূমিকায় অভিনেত্রী মঞ্জু দে'র অসাধারণ অভিনয় দর্শক, চলচ্চিত্র সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। চলচ্চিত্র সমালোচকরা বলেন পরিচালক হিসেবেও মঞ্জু অসমান্য মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ছবিতে।

কী ডেয়ারিং সব সিকোয়েন্স । বাংলার একজন মহিলা চিত্রপরিচালক বোম্বের সাথে পাল্লা দিয়ে এমন ছবি করতে পারেন,যারা ছবিটা দেখেন নি আনন্দাজ করতে পারবেন না।

অভিনেত্রী,চিত্রপরিচালক,মঞ্জু দে'র জন্ম বহরমপুর শহরে। মাত্র এগারো বছর বয়সে মাকে হারানোর পরে বাবার স্নেহ মমতা অজস্র ধারায় বর্ষিত। বহরমপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে পাটনায় চলে আসেন। সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে কলকাতা। আশুতোষ কলেজে ভর্তি হলেন। হঠাৎ করেই চলে এসেছিল সিনেমায় নামার সুযোগ। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন হয়েছে দেশপ্রিয় পার্কে। বিভিন্ন কলেজের ছাত্র - ছাত্রীদের নিয়ে তৈরি ভলান্টিয়ার কোরের নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়ে মঞ্জু মিত্রের ওপর। সেই অনুষ্ঠানে মঞ্জুর স্মার্টনেস দেখে মুগ্ধ চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার। তিনি প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন তোমার সিনেমা করার ইচ্ছা আছে। সপ্রতিভ মঞ্জু উত্তরে বলেছিলেন হোয়াই নট।

' সিপাহী কা সপনা' নামের ছবিতে ছোট চরিত্রে অভিনয় করলেন। তেমন দাগ কাটতে পারেন নি। মঞ্জু মিত্রের সাথে ১৯৪৮ সালে বিয়ে হল দেবব্রত দে'র। তখন তিনি এম এ পড়ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেবব্রত দে অমৃতবাজার পত্রিকায় চাকরি করতেন। মঞ্জু দে যখন সিনেমা করতে আসেন তখন বিজ্ঞাপনে তাঁর নামের পাশে ' বি এ' শব্দটি ব্যবহার করা হত। এর আগে ছবির পর্দায় তিন জন বি এ পাশ অভিনেত্রী দেখা গিয়েছে। প্রথম দুজন হলেন নাম ডলি দত্ত ও প্রতিমা দাশগুপ্ত। তৃতীয় জন কিংবদন্তি চিত্রপরিচালক সত্যজি রায়ের স্ত্রী বিজয়া দাশ। অবশ্য মঞ্জু যখন অভিনয় জগতে আসেন তখন তিনি আশুতোষ কলেজের ছাত্রী।

স্বামী নিপাট ভদ্রলোক। শ্বশুর মশাই অধ্যাপক। উদার পরিবার থেকে বিয়ের পরে মঞ্জুর অভিনয় করার ছাড়পত্র পেতে একদম বেগ পেতে হয়নি। একদিন সোজা চলে গিয়েছিলেন হেমেন গুপ্তের কাছে। আমি আপনার ছবিতে অভিনয় করতে চাই। অগ্নিকন্যাটিকে চিনে নিতে একদম ভুল হয় নি তাঁর। 'বেয়াল্লিশ' ছবি মঞ্জুর অভিনয় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দে। ছবিটি তৈরি হয়ে মুক্তি পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে আড়াই বছর। ততদিনে মঞ্জু দে নামের প্রতিভার কথা অনেকেই জেনে গিয়েছিলেন। কাজ করে ফেলেছেন দেবকী বসুর 'রত্নদীপ' ছবিতে। অজয় করের 'জিঘাংশা' কালিদাস ব্যাটবলের 'পলাতকা'য়। নায়িকা হিসেবে স্বল্প কালে নাম কিনেও পরে অনায়াসে অন্যধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

সব পরিচালকরা অভিনেত্রী মঞ্জু দে'কে পছন্দ করতেন কারণ তিনি সব ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে পারতেন। একদিন বিলাতে পারি দিলেন। দেশে ফিরে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯৬২ সালে দিল্লিতে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এবং জাকার্তায় ইন্ডিযান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নাটকে অভিনয় করার পরে চিত্র পরিচালনায়য মনোযোগ দিয়ে ' ' অভিশপ্ত চম্বল' করে বাজিমাত। তরুণকুমার ভাদুড়ির উপন্যাসের কল্যানে দস্যুরানি পুতলিবাঈয়ের নাম বাংলার ঘরে ঘরে। সবাই দেখলেন পুতলির চরিত্রে মঞ্জু দে'র অসমান্য অভিনয়। সত্যজি রায় ও অসিত সেন ছাড়া বাংলা ছবির সব পরিচালকের ছবিতে মঞ্জু দে অভিনয় করেছেন। মৃণাল সেনের ছবি ' নীল আকাশের নীচে 'র কথা যেমন উল্লেখ করতে হয। তেমন তরুণ মজুমদারের ' কাঁচের স্বর্গ ' ও 'পথ ভোলা'র কথা কিভাবে ভোলা যাবে। একসময বিশ্বরূপা মঞ্চে যোগ দিযে.' চৌরঙ্গী ' নাটক করেছেন। কিছুদিন যাত্রাও করেছেন। পরবর্তী জীবনে স্বামী শুভানন্দের সংস্পর্শে এসে আধ্যাত্মবাদে দীক্ষিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে বলা যায় অভিনেত্রী,চিত্র পরিচালক মঞ্জু দে বহুমুখী প্রতিভা,এক বর্ণময়ী চরিত্র।

নিউইয়র্কের রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রেতা

সালটা ১৮৯৯। নিউইয়র্কের রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রি করতো কয়েকশো হতদরিদ্র বাচ্চা ছেলে-মেয়ে যাদের নাম ছিল নিউসবয়েজ। এই বাচ্চাগুলোর বয়েস ৭ থেকে ১৩ বছর। প্রত্যেকদিন খুব ভোরে উঠে, নিউয়র্কের ঠান্ডায় এরা খবরের কাগজের অফিস থেকে নিজের পয়সায় হোল-সেল দামে কাগজ কিনতো। তারপর সারা দিন, রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করতে করতে সেই কাগজ বিক্রি করতো। লাভ হতো অতি সামান্য যা দিয়ে রুটি কেনা গেলেও সেই শক্ত রুটি স্যুপে ডুবিয়ে খাওয়ার মতো স্যুপ কেনা যেত না। তার উপর অবিক্রিত কাগজ পাবলিশাররা ফেরত নিত না বলে সেটা ছিল এদের লস। এর মধ্যে নিউইয়র্কের দুই বিশাল খবরের কাগজের মালিক - জোসেফ পুলিজার এবং উইলিয়াম হার্স্ট খবরের কাগজের দাম ৫ সেন্ট থেকে বাড়িয়ে ৬ সেন্ট করে দিলেন। দুই বিশাল ধনী মিডিয়া মোগলের এই কাজে, নাগরিক সমাজের তেমন আপত্তি না থাকলেও এই বাচ্চাগুলোও জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়লো। কাগজের দাম বেড়ে গেলে তাদের লাভ আরো কমে যাবে। তার থেকেও বড় কথা অবিক্রিত কাগজ থেকে লসও ভীষণ বেড়ে যাবে। এই বাচ্চাগুলো কী করলো ? দুই বিশাল ধনী মিডিয়া মোগলের অফিস ঘেরাও করলো এবং তাদের থেকে কাগজ কেনা বন্ধ করে দিলো। দিনের পর দিন, রাতে পর রাত এই বাচ্চাগুলো অভুক্ত থেকে তাদের ধর্মঘট এবং ঘেরাও চালিয়ে গেলো। এই দুই ধনী মিডিয়া মোগলকে সরকারও ভয় পেত, তাই সরকারও চুপটি করে বসে থাকলো। শুধু নিউইয়র্কের সংবেদনশীল কিছু মানুষ এই বাচ্চাগুলোর দুরবস্থা দেখে এদের কিছু খাদ্য-পানীয় কিনে দিতে চাইলেন। বাচ্চাগুলো নিলো না। তারা সমবেতভাবে নিউইয়র্কবাসীর কাছে আবেদন করলো - আমাদের ভিক্ষা চাই না। আমরা খালি পেটে লড়াই চালিয়ে যাবো। শুধু আপনারা দয়া করে এদের খবরের কাগজ কিনবেন না। নিউইয়র্কের নাগরিক সমাজ সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে কাগজ কেনা বন্ধ করে দিলেন। মাত্র ২ সপ্তাহে পুলিজার আর হার্স্টের কাগজের সার্কুলেশন পলো ৭০ ! এইবার প্রমাদ গুনলেন দুই মিডিয়া মোগল। তারা এই ৭-১৩ বছরের বাচ্চাদের সঙ্গে সমঝোতা করলেন। সমঝোতাতে ঠিক হলো কাগজের দাম সামান্য বাড়বে কিন্তু অবিক্রিত কাগজ এই বাচ্চাগুলোর থেকে তারা কিনে নেবেন যাতে তাদের লস না হয়। সেদিন ৭ থেকে ১৩ বছরের এই হতদরিদ্র বাচ্চাগুলো, দুই প্রবল পরাক্রমী মিডিয়া মোগলের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিতে পেরেছিলো কেননা নিউইয়র্কের শিক্ষিত নাগরিক সমাজ এদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কাজেই, যোগ্য-অযোগ্যের লড়াইতে যতক্ষণ না নাগরিক সমাজ, বাকি কর্মরত শিক্ষকরা যোগ দিচ্ছেন ততদিন ওই দু-তিনজনের অনশন বা বিক্ষোভে কিছুই যাবে-আসবে না। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। বাই দ্যা ওয়ে, সেদিন ওই বাচ্চাগুলো যে মিডিয়া মোগলের বিরুদ্ধে খালি পেটে লড়েছিল, সেই জোসেফ পুলিজার নামটা চেনা চেনা লাগছে ? হ্যাঁ, ইনি-ই তিনি যার নামে আজও সাংবাদিকতায় পুলিজার পুরস্কার দেয়া হয়।

হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে দু'দিনের চতুর্দশ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৬ জানুয়ারি ঃ হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে দু'দিনের চতুর্দশ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়ে গেল মঙ্গলবার

শিবপুর পুলিশ লাইন ক্রীড়াঙ্গনে। এদিন সকালে ওই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। উদ্বোধনী পর্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের যুগ্ম নগরপাল কে. শবরী রাজকুমার সহ হাওড়া সিটি পুলিশের উর্ধ্বতন আধিকারিকরা। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার প্রতিযোগিতার প্রথম দিন বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশকর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন।

ব্যাঙ্কে শুটআউট, শিশু-সহ ৫ জখম,আতঙ্কে গ্রাহক ও কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিনে শিলিগুড়িতে বিধাননগরে এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় রূপ নিল। দুপুর প্রায় দেড়টায়, ব্যস্ত সময়ের মধ্যে হঠাৎ শুটআউটের শব্দে গ্রাহকরা আতঙ্কিত হয়ে যান। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় শিশু-সহ ৫ জনকে, জখমদের মধ্যে রয়েছেন দুই মহিলা এবং দুই পুরুষ। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ব্যাঙ্কের নিরাপত্তারক্ষীর বন্দুক থেকে দুর্ঘটনাবশত গুলি চলেছে। তবে আসল ঘটনা কী, তা জানতে তদন্তে নেমেছে বিধাননগর থানার পুলিশ। ব্যাঙ্কের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আপাতত ব্যাঙ্কটি ঘিরে ফেলা হয়েছে। পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ। ঘটনার সময় দুপুর ১টা। ব্যাঙ্কের ভিতরে টাকা লেনদেনের দীর্ঘ লাইন, মাসের ষষ্ঠ দিন হওয়ায় সাধারণত ব্যস্ততা ভিড় দুটোই শীর্ষে, সেই সময়েই একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে ছররা গুলির শব্দে চরম আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়। গ্রাহকরা দৌড়োদৌড়ি করতে থাকেন, অনেকেই চিৎকার করেন। ব্যাঙ্কের বাইরে থাকা নিরাপত্তারক্ষী ভিতরে প্রবেশ করার সময় হঠাৎ বন্দুকটি তার হাত থেকে পড়ে যায়, এবং তাতে অনিচ্ছাকৃতভাবেই গুলি চলে। জখমদের দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় নার্সিংহোমে নেওয়া হয়, পরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, আহতরা প্রাথমিকভাবে ব্যাঙ্কের গ্রাহক ছিলেন। তবে নিরাপত্তারক্ষীর অবহেলার কারণে এমন বড় দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা এখনও অনিশ্চিত। নকশালবাড়ি এসিডিপিও সৌম্যজি রায় জানান, আমরা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। ওই নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। ব্যাঙ্ককর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আহতদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত হবে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মী নিরাপদে আছেন, এবং গ্রাহকদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। দিনের ব্যস্ত সময়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটায় ব্যাঙ্কের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে অনেকে লেনদেনে সমস্যার সম্মুখীন হন।

খসড়ায় নাম নেই, অভিষেকের সভায় বিচার চাইতে, এলেন সুশরি মাল

দেবশ্রী মজুমদার, বিনোদপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ বিনোদপুর মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে রণ সঙ্কল্পে লক্ষ মানুষের সমাবেশে বিচার চাইতে হাজির হন মাড়গ্রাম থানার সুশরি মাল। স্বামী মৃত। বাড়ি মাড়গ্রাম থানার পাবই দিঘী পঞ্চায়েতের অধীন বড় চৌকি গ্রামে। বছর ষাটের সুশরি মাল বিধবা। এক সন্তান। সুশরি মাল অনেক সকালে এই সভার মাঠে হাজির হয়েছেন। তাঁকে প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের বাবলু প্রধানের গ্রাম বড় চৌকি থেকে এসেছি। ওই গ্রাম থেকে আমরা অনেকেই এসেছি। ওই

গ্রামে একটা বিজেপি নেই। আমরা তৃণমূল করি। হিন্দু মুসলিম মিলেমিশে আছি। তাই এস আই আর খসড়া তালিকা থেকে আমাদের অনেকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা এই অন্যায়ের বিচার চাইতে এসেছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে থেকে। আমার স্বামী নেই। এক ছেলে নিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েছিলাম। আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই এই গ্রামে কয়েক পুরুষ ধরে বাস করছেন। অথচ আমরা খবর পেলাম, আমাদের নাম নেই! এটা কী করে হয়? এই বিজেপি শুধু মুসলমান নয়, হিন্দুদেরও নাম এস আই আরে বাদ দিয়ে বাংলাদেশী বানাতে চাইছে। এদিন সভা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম কেন্দ্রের বাংলা বিরোধী বিজেপি সরকারকে তোপ দেগে বলেন, বাংলা বললেই ভূমিপুত্রদের বাংলাদেশি বলে বাঙালিদের অপমান করা হচ্ছে। এদিন রামপুরহাটের কাছে বিনোদ পুর মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের কোর কমিটির সদস্যগণ, জেলার দুই সাংসদ শতাব্দী রায়, অসিত মাল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল, জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ, পূর্ব বর্ধমানের মন্ত্রী শর্মিলা রায়, রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার ড. আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচির সূচনা করলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ গত দেড় দশকের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে নিশ্চিন্দার সাঁপুইপাড়ায় 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচির সূচনা করলেন ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। বিধায়ক মা মাটি মানুষ সরকারের বিগত প্রায় দেড় দশকের 'উন্নয়নের পাঁচালি' রিপোর্ট কার্ড হাতে 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি নিয়ে মানুষের দুয়ারে বুথে বুথে পৌঁছে যান তিনি। মঙ্গলবার সকালে মন্দিরে পুজো দিয়ে সাঁপুইপাড়ায় 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচির সূচনা করেন। এদিন তিনি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে অঞ্চল ও গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ খতিয়ে দেখেন। কল্যাণ ঘোষ বলেন, 'গত ১৫ বছরে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার জন্য যে উন্নয়ন করেছেন এবং বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প করেছেন মানুষ তা পেয়ে অত্যন্ত আপ্লুত। আগামী দিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই যাতে আসীন থাকেন মানুষ তার প্রতিশ্রুতি আমাকে দেন। এদিন আমরা সাঁপুইপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির চারটি এলাকায় 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি নিয়েছি।

স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে বিক্ষোভ যাত্রীদের

বনস্পতি দে, হুগলি, ৬ জানুয়ারি ঃ আপ শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লোকাল দেরিতে আসায় মঙ্গলবার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল যাত্রীদের। নিত্যদিন লেট করছে লোকাল ট্রেন। চরম ভোগান্তি নিত্যযাত্রীদের। তারকেশ্বর স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন যাত্রীরা। অভিযোগ, আপ শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লোকাল, শেওড়াফুলি থেকে সকাল ৫.১৫ ছাড়ার পর তারকেশ্বরে ঢোকার কথা সকাল ৬.০৫-এ। ওই ট্রেনটি ডাউন তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল ৬.২০-এ তারকেশ্বর স্টেশন থেকে ছেড়ে যায়। বেশ কিছুদিন যাবৎ প্রায় ৩০ মিনিট করে দেরিতে ঢুকছে ট্রেনটি। যার জেরে যারা ডাউন তারকেশ্বর-হাওড়া লোকালের নিত্যযাত্রী, তারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। মঙ্গলবারও প্রায় ৩০ মিনিট দেরিতে তারকেশ্বরে ঢোকে আপ শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লোকাল। এরপরই ডাউন তারকেশ্বর- হাওড়া লোকালের নিত্যযাত্রীরা স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে ঢুকে বিক্ষোভ দেখান। রোজ ট্রেন দেরিতে ঢোকার কারণ জানতে চান। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিত্যযাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল দ্বারা ডিসেম্বর ২০২৫-এ ১,২৮৭ টি রেকের আনলোডিংয়ের সাথে ৮.৭ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন

মালিগাঁও, ৬ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ডিসেম্বর ২০২৫-এ মালবাহী পরিবহন পরিষেবায় তাদের শক্তিশালী কর্মক্ষমতা অব্যাহত রেখেছে এবং মালবাহী আনলোডিং-এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই মাসে জোন জুড়ে মোট ১,২৮৭টি মালবাহী রেক আনলোডিং করা হয়েছে, যা ডিসেম্বর ২০২৪-এ আনলোডিং করা ১,১৮৪টি রেকের তুলনায় ৮.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল মাস জুড়ে, এফসিআই-এর চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য তেল, খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটোমোবাইল, ট্যাঙ্কার এবং অন্যান্য পণ্য সহ বিভিন্ন ধরনের অত্যাবশ্যকীয় ও আবশ্যকীয় সামগ্রীর সুগম ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন নিশ্চিত করেছে। রেলের আওতায় এই চালানগুলি তার এক্তিয়ার জুড়ে বিভিন্ন পণ্য শেডে দক্ষতার সাথে আনলোড করা হয়েছিল, যা সময়মতো সরবরাহ এবং পরিচালনগত নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। এই সময়ের মধ্যে পণ্য পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির চাহিদা পূরণের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। আসামে মোট ৬৮৯টি রেক থেকে পণ্য সামগ্রী আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৫১ টি রেক প্রয়োজনীয় পণ্য বহনকারী। এটি জনসাধারণের

দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে। একই সময়ে, ত্রিপুরায় ১০৬টি, নাগাল্যান্ডে ২৩টি, অরুণাচল প্রদেশে ৯টি, মণিপুরে ২৩ টি, মেঘালয়ে ৩টি এবং মিজোরামে ২২টি রেক আনলোড করা হয়েছে। এছাড়াও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন এলাকায় পশ্চিমবঙ্গে ২২৫ টি রেক এবং বিহারে ১৮৭টি রেক পণ্য সামগ্রী আনলোড করেছে, যার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ও আবশ্যকীয় উভয় ধরনের সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আন্ত ঃআঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী করেছে। জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন চলাচল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে শিল্প ও অন্যান্য পণ্যের পরিবহন এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সমর্থন ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমস্ত কার্যনির্বাহী স্তরে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং ফিল্ড ইউনিটগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম কমানো এবং সামগ্রিকভাবে আনলোডিং দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যগুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অপারেশনাল উৎকর্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষ পণ্য পরিবহন কার্যক্রমের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রতি অঙ্গীকারকে পুনরায় নিশ্চিত করে।

মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৬ জানুয়ারি ঃ বাৎসরিক বনভোজন আয়োজন করা নিয়ে বচসার জেরে অজ্ঞাতে পরিচয় কিছু দুষ্কৃতীর হাতে আক্রান্ত হলেন মুর্শিদাবাদের রানীনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা ওই ব্লকের প্রাক্তন যুব তৃণমূল সভাপতি এবং বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মিজান হাসান। গুরুতর আহত অবস্থায় মিজানকে মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে আহত ওই তৃণমূল নেতার মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক গুরুতর আঘাত রয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন ,প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি দু'টি দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় মিজান হাসান নামে রাণীনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্য আহত হন। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ ৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে রাণীনগর বাজারে একটি চায়ের দোকানে বসে রাণীনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য মিজান কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করছিলেন। সেই সময় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে লাঠি, লোহার রড এবং অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। দুষ্কৃতীদের হামলায় মিজান রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে গেলে স্থানীয় লোকজন তাঁর সাহায্যে ছুটে আসেন। সেই সময় দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পরই রাণীনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে। এলাকাথেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে পুলিশ আটক করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত হলেও সম্প্রতি মিজান তৃণমূলের স্থানীয় ব্লক সভাপতি, রাণীনগরের তৃণমূল বিধায়ক সৌমিক হোসেন এবং মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খানের সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলছিলেন। মঙ্গলবার নিজের উদ্যোগে রানীনগর এলাকায় বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে মিজান একটি বনভোজনের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগেই তাঁর উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালে যাওয়ার পথে আহত মিজান দাবি করেছেন , স্থানীয় নেতাদের নির্দেশে আমার উপর নান্টু, আখতার, হুমায়ুন সহ আরও কয়েকজন এই হামলা চালিয়েছে। তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, মিজানের উপর যারা হামলা চালিয়েছে তারা প্রায় সকলেই মিজান ঘনিষ্ট হিসেবেই পরিচিত। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, বনভোজনের আয়োজন করা নিয়ে কোনও বচসার জেরে এই হামলা হয়ে থাকতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাণীনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুদ্দুস আলী বলেন, মিজানের উপর যখন হামলার ঘটনা ঘটে সেই সময় আমি বা বিধায়ক সৌমিক হোসেন কেউই এলাকায় ছিলাম না। তাই কারা এই হামলা চালিয়েছে সেই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে। মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনের উপলক্ষে সোমবার আমাদের তরফ থেকে একটি বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। আজ মিজান নিজের উদ্যোগে একটি পৃথক বনভোজনের আয়োজন করেছিল বলে শুনেছি। কুদ্দুস অভিযোগ করেন, মিজান তৃনমূল দলের সদস্য হলেও সাম্প্রতিক সময়ে তিনি তৃণমূলের ব্লক সভাপতি, বিধায়ক বা সাংসদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখতেন না। তাই কী কারণে তাঁর উপর এই হামলা হয়েছে সেই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে। পুলিশ প্রশাসনকে বলবো গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

টাকা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ টোটো চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ অভিষেক ব্যানার্জীর সফরের প্রাক্কালে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বিধানসভায় থমকে গেল উন্নয়নের পাঁচালীর প্রচার। টাকা দেওয়া হচ্ছে না টোটো চালকদের। বিধায়কের কাছে গেলে বলা হচ্ছে ব্লক সভাপতির কাছে যেতে। ব্লক সভাপতির কাছে গেলে বিধায়কের কাছে যেতে। মাত্র দুইদিন প্রচার করেই তাই প্রচার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন টোটো চালকরা। বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তারা। আর উন্নয়নের পাঁচালীর প্রচার বন্ধ হতেই ক্ষুব্ধ এবং হতাশ তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ। বিধায়ক তথা মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তারা। ফের তাজমুল কে খোঁচা বুলবুলের। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। রাজ্য সরকারের উন্নয়নকে ঘরে ঘরে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিধানসভার প্রাক্কালে উন্নযনের পাঁচালী নিয়ে এলাকায় এলাকায় ঘুরছে টোটো। একমাস সেই কর্মসূচি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক বিধানসভায়। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুরে মাত্র দুইদিন পরেই সেই কর্মসূচি বন্ধ। কারণ কর্মসূচির দাযিত্বে থাকা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের টোটো ইউনিয়নের টোটো চালকরা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। মাইক এবং টোটো ভাড়া সহ প্রত্যেকদিন টোটো পিছু হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা। কিন্তু দুইদিন চালানোর পর বিধায়ক তাজমুলের কাছে টাকা চাইতে গেলে তিনি ব্লক তৃণমূল সভাপতি তোবারক হোসেনের কাছে যেতে বলেন। আবার ব্লক সভাপতি পাল্টা বিধায়কের কাছে যেতে বলছেন। ফলে নিরুপায় হয়ে প্রচার বন্ধ করে দিয়েছেন টোটো চালকরা। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অন্দরেই ক্ষোভ জন্মেছে। জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের অভিযোগ বিধায়ক যেখানে দাযিত্বে রয়েছেন সেখানে তার দেওয়া উচিত। আর না পারলে তাদের কে বলুক। এমনকি এই ঘটনা আইপ্যাক জানে বলেও দাবি বুলবুলের। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সাহেব দাসও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও শীত পড়েছে পরবর্তীতে প্রচার শুরু হবে বলে সাফাই দিয়েছে ব্লক সভাপতি। প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি মন্ত্রী। অপরদিকে চুরি কাটমানি ছাড়া তৃণমূল কিছু বোঝে না তোপ দেগেছে বিজেপি। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর মন্ত্রী এবং বুলবুলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে সাম্প্রতিক কালে একাধিকবার খবরের শিরোনামে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে অভিষেকের সফরের আগে এই ঘটনা যে দলের অস্বস্তি বাড়াবে সেটা বলা বাহুল্য।

মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৬ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার বিকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, এদিন বিকালে জয়নগর মিএগঞ্জ রেল পোলের কাছে ডাউন নামখানা লোকালের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু ঘটে। মৃতের নাম সোমনাথ অধিকারী (২৭)। খবর পেয়ে বারুইপুর জি আর পি গিয়ে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বুধবার দেহ ময়নাতদন্তের পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭২৬, তারিখ ঃ ০৫.০১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৩৫। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া স্টেশনে ৩টি মনিটরিং ডিভাইস (পিসি) সহ ০৯টি স্থানে (ইউটিএস ও পিআরএস কাউন্টার, ক্যাশ অফিস এবং বিএস (জি) অফিস) সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা"-র সাপেক্ষে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,১৬,৩৮৮.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১২,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩৯৭-আর। কাজের নাম ঃ** হাওড়া/আরআরআই -তে ইয়ার্ড পুনর্গঠন এবং প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আরআরআই যন্ত্র অভ্যন্তরে ও বাইরে স্থাপন ও সূচনার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪৫,৪৯,২৯৩.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,৭২,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-513/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Block Development Officer Suti-I Development Block

TENDER NOTICE

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No: 19/AWC/2025/Dev.(2nd Call), Date: 02.01.2026 under ICDS, vide Memo No: 20(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 02.01.2026, Total No. of Scheme 02 (Two) nos. Last date of Application **12.01.2026 upto 11.00 am.** 2. NIT No:- 30/SAKSHAM-ICDS/2026/Dev., Date: 06.01.2026 under ICDS, vide Memo No: 74(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 06.01.2026, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application **: 17.01.2026 upto 05.00 pm.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of N.I.e.T No-14/HPS/APAS/2025-26(2nd Call), 17/HPS/APAS/2025-26 (2nd Call), 18/HPS/APAS/DGP/2025-26 (2nd Call), 22/HPS/APAS/2025-26 (2nd Call), 31/HPS/APAS/2025-26(2nd Call), 43/HPS/APAS/KGP/2025-26 (3rd Call), 57/HPS/APAS/2025-26(2nd Call) & 60/HPS/APAS/2025-26 (2nd Call) Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app.** The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours** on dated **13/01/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/-Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samity
Hariharpara, Murshidabad

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No.: 13/WS/SD **Dated-05/01/2026**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT1/1e/26 and Tender Id No-2026_MAD_983378_1 to 4** for Laying of D.I. pipeline, interconnection & pump connection at different areas under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **19/01/2026 at 12:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT

VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

(1) NIeT No. KGP/209/eNIT/25-26, Reference No. HOW/SANK/KGP/NIT/07/25-26 Dated: 08/12/2025

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the total 20(Twenty) Nos. different works. Document download/sale date from **13.12.2025 16:30 Hrs to 20.12.2025 16:30 Hrs**. Bid submission end date **up to 20.12.2025 16:30 Hrs.** Bid Opening Date: 12.01.2026 at 16.30 Hrs. For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following work :-
NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/108
Name of work **: Strengthening of three nos. PSC leak at different locations one 900 mm dia SS grid adjacent to SBI IMU campus and another two CC grid of 1500 mm dia opposite Shree Shambhu Sadan Vidyalaya on Taratala Road.** Estimated Amount **: Rs.1,73,409.11.** Earnest Money **: Rs.3,500.00.** Period of Completion **: 07 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) **: 21.01.2026 at 2 p.m./24.01.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **: https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-25/2025-26
Name of work **: Supply, fitting and fixing of new spare parts against damaged one of VT Pump No.05 including change of Gland Packings of Pump No.1&4 at LLPS under GRWW.** Estimated Amount **: Rs.3,57,158.00.** Earnest Money **: Rs.7,150.00.** Period of Completion **: 10 Days.**
2. NIT NO. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-26/2025-26
Name of work **: Supply, fitting and fixing of new LED light fittings for road lighting, High-Mast Lighting and surrounding areas of Pump House PH-I & Office Building in replacement of damaged fittings including allied works inside Clear Water Campus, GRWW.** Estimated Amount **: Rs.4,89,740.00.** Earnest Money **: Rs.9,800.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and Time of receipt of Tender (Online) **: 21.01.2026 at 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** Last Date and Time of opening of Tender (Online) **: 24.01.2026 at 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details will be available shortly from the website **: https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Ex. Engineer (Water Supply)/Central, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online) :-
1. NIT NO. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/31/07/25-26
Name of work **: Improvement of filter water at 40/41/H/1 MB Lane and its surrounding area under Ward No.31.** Estimated Cost **: Rs.2,98,939.81.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
2. NIT NO. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/31/08/25-26
Name of work **: Improvement of filter water at 45B/2 Kankurgachi 2nd Lane and its surrounding area under Ward No.31.** Estimated Cost **: Rs.2,98,283.73.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**
3. NIT NO. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/35/14/25-26
Name of work **: Improvement of filter water supply at 43 Narkeldanga Main Road and its surrounding area under Ward No.035.** Estimated Cost **: Rs.3,48,913.71.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.**
4. NIT NO. : KMC/WS/C/BR-III/APAS/35/22/25-26
Name of work **: Improvement of filter water supply at 123 Hemchandra Naskar Lane and surrounding area under Ward No.035.** Estimated Cost **: Rs.4,48,477.75.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 15 Days (for Sl.No.1 to 4).** Last date and time of online submission of Bid **: 17.01.2026 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 4).**Tender will be opened on **: 19.01.2026 at 1.30 p.m. (for Sl.No. 1 to 4).** The bid forms and other details will be available on the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 to 4).** For any addendum or corrigendum, please refer to the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Ex.Engr., Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/WS/WEST/W71/T-11/2025-26
Name of work **: Maintenance of Old and Worn Out G.I. utility pipes with ancillary works at 14B Gobinda Bose Lane, 22C Debendra Ghosh Road, 19A Beni Nandan Street, 24A Kansaripara Road, 7/1 Rupnarayan Nandan Lane etc. in Ward No.71.** Estimated Amount **: Rs.2,96,284.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 20 Days.**
2. NIT NO. : KMC/WS/WEST/W71/T-12/2025-26
Name of work **: Water supply maintenance work to avoid contamination from 2 Ashutosh Mukherjee Road to 3 Harish Mukherjee Road in Ward No.71.** Estimated Amount **: Rs.1,77,867.00.** Earnest Money **: Rs.3,600.00.** Period of Completion **: 7 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) **: 19.01.2026 - 1 p.m./21.01.2026 - 1 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).**
3. NIT NO. : KMC/WS/W79-4/T-81/25-26
Name of work **: Maintenance of F.W. & U.F.W Supply and replacement of damaged G.I. Utility Service pipe at 45/5 D.H Road, 49/5/H/53/5 & 49/5/H/30 K.M. Sarani, 20 Coal Dock Road, 49/3/H/9 Shib Ganga Colony etc. in Ward No.79.** Estimated Amount **: Rs.1,96,909.00.** Earnest Money **: Rs.3,950.00.** Period of Completion **: 15 Days.**
4. NIT NO. : KMC/WS/W79-6/T-82/25-26
Name of work **: Maintenance of F.W. supply pipe at different spots near 57 Hossain Shah Road, 38/1 Hide Road, 11 No. Goragacha Road, Labour Quarter, 19 Coal Berth Road, Tina Kholi, Bhukail Ashrajbari Colony in Ward No.79.** Estimated Amount **: Rs.1,97,467.00.** Earnest Money **: Rs.3,950.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) **: 27.01.2026 at 11 a.m./29.01.2026 at 11 a.m. (for Sl.No.3 & 4).** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Executive Engineer (WS)/North, KMC** invites e-tender online in two Bid system for following works.
1. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/07/155
Name of work **: Revamping and mending work of FW and UFW supply service main and other ancillary works at different places in Ward No.07.** Estimated Cost **: Rs.1,39,822.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Time of Completion **: 15 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 20.01.2026 upto 2 p.m.** The tender will be opened on **22.01.2026 at 2 p.m.**
2. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/27/146
Name of work **: Renovation of 100 MM Dia F.W. service main to facilitate drainage work of Mahendra Sreemani Street to Adjoined Streets in Ward No.27.** Estimated Cost **: Rs.1,17,297.00.** Earnest Money **: Rs.2,500.00.** Time of Completion **: 6 Days.**
3. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/27/147
Name of work **: Development of F.W Supply main & allied work of GI Pipes,Stand Posts repairing at different places in Ward No.27.** Estimated Cost **: Rs.2,26,902.00.** Earnest Money **: Rs.4,600.00.** Time of Completion **: 365 Days.**
4. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/38/148
Name of work **: Mending of F.W and UFW supply service main pipe, GI Pipes and associated works due to disturb by drainage department work along Raja Ram Mohan Sarani (Amherest St.) in Ward No.38.** Estimated Cost **: Rs.2,94,459.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 40 Days.**
5. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/38/149
Name of work **: Development of F.W supply along Fakir Chand Mitra Lane and 119, 113 K.C. Sen Street bye lane Uttaran in Ward No.38.** Estimated Cost **: Rs.2,70,576.70.** Earnest Money **: Rs.5,600.00.** Time of Completion **: 11 Days.**
6. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/21/151
Name of work **: Laying of 150 MM Dia. D.I. Pipe for UFW supply main at Ganga Narayan Dutta Lane in Ward No.21.** Estimated Cost **: Rs.1,78,490.00.** Earnest Money **: Rs.3,600.00.** Time of Completion **: 15 Days.**
7. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/21/152
Name of work **: Laying of 150 MM Dia. D.I. Pipe for UFW supply main at Laskhmi Narayan Mukherjee Lane in Ward No.21.** Estimated Cost **: Rs.2,51,838.00.** Earnest Money **: Rs.5,200.00.** Time of Completion **: 15 Days.**
8. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/25/153
Name of work **: Laying of 100 MM Dia D.I. Pipe for FW supply main at Bhubon Sarkar Lane & 197 Muktarambabu Street in Ward No.25.** Estimated Cost **: Rs.2,26,401.77.** Earnest Money **: Rs.4,600.00.** Time of Completion **: 21 Days.**
8. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/25/154
Name of work **: Laying of 100 MM Dia D.I Pipe for FW supply main at Radha Madhab Saha Lane in Ward No.25.** Estimated Cost **: Rs.3,27,802.25.** Earnest Money **: Rs.6,600.00.** Time of Completion **: 15 Days.**
10. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/16/156
Name of work **: Laying of 150 MM Dia. F.W. D.I main along Sahitya Parishad Street, from Jn. of Sahitya Parishad Street and Bidhan Sarani to 15/1 Abinash Ghosh Lane, in Ward No.16.** Estimated Cost **: Rs.4,44,595.00.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Time of Completion **: 10 Days.**
11. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/12/157
Name of work **: Development of FW supply service by new laying of 100 MM Dia DI pipe from 43/1C to 43/D/A Ultadanga Road Uttaran and surrounding areas in Ward No.12.** Estimated Cost **: Rs.1,29,270.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Time of Completion **: 5 Days.**
12. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/03/158
Name of work **: Development of Filter Water Supply by realignment of some portion of 300 MM Dia FW main and 100 MM Dia FW main from 28B, Beerpara Lane to 10/3L/1, Umakanta Sen Lane to facilitate drainage work in Ward No.03.** Estimated Cost **: Rs.4,07,065.00.** Earnest Money **: Rs.8,500.00.** Time of Completion **: 15 Days.**
13. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/18/159
Name of work **: Development of UFW supply along Ramchandra Ghosh Lane by laying of 100 MM Dia Pipe in Ward No.18.** Estimated Cost **: Rs.1,74,563.00.** Earnest Money **: Rs.3,600.00.** Time of Completion **: 10 Days.**
14. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/28/160
Name of work **: Mending of FW and UFW supply main and allied works at 18/4, Canal West Road due to messed up by drainage works in Ward No.28.** Estimated Cost **: Rs.1,33,517.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Time of Completion **: 7 Days.**
15. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/28/161
Name of work **: Renovation of 150 MM Dia F.W service main to facilitate drainage work along Raja Rammohan Roy Road to Adjoined Streets in Ward No.28.** Estimated Cost **: Rs.2,96,426.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 15 Days.**
16. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/24/162
Name of work **: Laying D.I Pipe for UFW main at Brojokumar Sett Lane and Behary Chakraborty Street at Ward No.24.** Estimated Cost **: Rs.1,95,750.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Time of Completion **: 21 Days.**
17. E-NIT NO. : KMC/WS/N/25-26/25/163
Name of work **: Development of FW and UFW supply main, Stand Post and other fittings for different bustee in Ward No.25.** Estimated Cost **: Rs.4,97,653.43.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Time of Completion **: 21 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 21.01.2026 at 2 p.m. (for Sl.No. 2 to 17).** The tender will be opened on **: 24.01.2026 at 2 p.m. (for Sl.No. 2 to 17).** The Bid forms and other details will be available on and from **10.01.2026 after 2 p.m. (for Sl.No.1 to 17)** from the website **wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 17).**

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/31/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **09/12/2025 (Key No. 1642/25-26) of Engineering (Civil)/BR-III Department (SL.No.1).** Last date and time of submission of bid will be read as **17/01/2026 upto 9 am** instead of 01/01/2026 upto 10 a.m. Date and time of opening of bid will be read as **19/01/2026 after 9 am** instead of 03/01/2026 after 10 am. All other criteria remain unchanged.

1891/25-26

চাষবাস

কনকনে শীতে বাক্সবন্দি মৌমাছি, অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা-মালদহে মধু উৎপাদন নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা

কনকনে ঠান্ডা আর ঘন কুয়াশার দাপটে বিপর্যস্ত মালদহের মৌচাষ। শীতের প্রকোপে শুধু সাধারণ মানুষই নয়, কার্যত কাবু হয়ে পড়েছে মৌমাছির দলও। সরষে ফুলে ভরা মাঠ থাকলেও রোদ না থাকায় বাক্সের বাইরে বেরোচ্ছে না মৌমাছিরা। ফলে খাবার সংগ্রহ বন্ধ, অনাহার, আর তার জেরেই বাড়ছে মৃত্যুর আশঙ্কা। মাথায় হাত মৌ পালকদের-চলতি মরশুমে মধু উপাদন নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর সংশয়। প্রতি বছর মালদহ জেলা থেকে গড়ে প্রায় আড়াই হাজার মেট্রিক টন মধু উৎপাদিত হয়। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মধু উৎপাদনকারী জেলা হিসেবে পরিচিত মালদহের ওল্ড মালদহ ও হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকে সবচেয়ে বেশি মৌচাষ হযে থাকে। বৈজ্ঞানিক এপিকালচার পদ্ধতিতে সরষে খেতের ধারে সারি সারি বাক্স বসিয়ে মৌমাছি পালন করেন চাষিরা। সরষে ফুলের রেণু সংগ্রহ করেই মৌমাছিরা মধু তৈরি করে। কিন্তু চলতি শীতে সেই স্বাভাবিক চক্রে বড়সড় ছন্দপতন ঘটেছে। টানা শৈতপ্রবাহে জুবুথুবু অবস্থা মৌমাছিদের। ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘন কুযাশা, আকাশে রোদের দেখা নেই বললেই চলে। ফলে মৌমাছিরা বাক্স থেকে বেরোচ্ছে না। বাইরে না বেরোলে রেণু সংগ্রহও হচ্ছে না। দিনের পর দিন বাক্সবন্দি থেকে কার্যত অনাহারে কাটছে তাদের সময়। অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল হয়ে পড়ে মৌমাছির মৃত্যু ঘটছে বলে জানাচ্ছেন চাষিরা। ওল্ড মালদহের মাধাইপুর মাঠে এই ছবিই এখন চোখে পড়ছে। চারদিকে সরষে ফুলে হলুদ চাদর বিছানো থাকলেও কুয়াশায় ঢাকা পড়ে রয়েছে গোটা এলাকা। বেহুলা নদীর বাঁক পেরিয়ে. রাস্তার দু'ধারে সরষে ফুলের সমারোহ। সেই মাঠের পাশেই আমবাগানের ধারে শতাধিক বাক্স বসিয়েছেন মৌ পালক জীবন রাজবংশী। তিনি জানান, এবার শীতটা খুব বেশি পড়েছে। মানুষের যেমন কষ্ট হচ্ছে, মৌমাছিদের অবস্থা তার থেকেও খারাপ। ঠান্ডায় ওরা একেবারেই বেরোচ্ছে না। পেটে টান পড়ছে। খাবার না পেয়ে অনেক

মৌমাছি মারা যাচ্ছে। জীবন রাজবংশীর মতে, এই পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় খোলা বাজার থেকে চিনি কিনে মৌমাছিদের খাওয়ানো। কিন্তু সেটাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। চিনি দিলে কিছুটা বাঁচানো যায় ঠিকই, কিন্তু তাতে খরচ এতটাই বেড়ে যাবে যে লাভ তো দূরের কথা, লোকসানের বোঝা সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে, বলেন তিনি। একই আশঙ্কার কথা শোনালেন মালদহের মধুচাষিদের সমবায় সমিতির সম্পাদক সুভাষ মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, এই রকম টানা কনকনে ঠান্ডা আবহাওয়া যদি আরও কিছুদিন চলতে থাকে, তা হলে মধু উৎপাদনে বড়সড় ঘাটতি অনিবার্য। সব চাষির পক্ষে চিনি কিনে মৌমাছিদের খাওয়ানো সম্ভব নয়। অনাহার ঠেকাতে চাইলে যে বিপুল খরচ হবে, তা বহন করার মতো আর্থিক ক্ষমতা অনেকের নেই। হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকের সাদিপুর গ্রামের মৌ পালক মোফিজুল হোসেন জানান, একটি প্রতিপালন বাক্সে সাধারণত ৮ থেকে ১০টি মৌচাক থাকে। প্রতিটি মৌচাকে থাকে ১০ হাজারেরও বেশি মৌমাছি। অর্থাৎ একটি বাক্সেই লক্ষাধিক মৌমাছির বাস। এই ঠান্ডায় সবক'টা মৌমাছিই কাবু হয়ে পড়েছে। বেরোচ্ছে না, খাচ্ছে না। অনেক বাক্সে মড়ক শুরু হয়ে গিয়েছে, বলেন তিনি। সাদিপুরের পাশের জগন্নাথপুর এলাকাতেও একই ছবি। রাস্তার ধারে শতাধিক বাক্স বসিয়ে মধুচাষ চলছে। ওই গ্রামের মৌ পালক আবদুল হামিদ বলেন, মৌমাছিরা তখনই বাক্স ছেড়ে বের হয়, যখন আকাশে ঝলমলে রোদ থাকে। এবার সেই রোদই নেই। কুয়াশায় সরষে ফুল ঢেকে যাচ্ছে। ফলে মৌমাছিরা বাক্সে বন্দি হয়ে থাকছে। অনাহারে প্রচুর মৌমাছি মারা যাচ্ছে। মুচিয়ার মহাদেবপুর এলাকার মৌ পালক পলাশ মণ্ডল হিসেব কষে দেখিয়েছেন ক্ষতির অঙ্ক কতটা বড়। তাঁর কথায়, এই অবস্থায় প্রতিদিন সকালে প্রতিটি বাক্সে অন্তত ৫০০ গ্রাম করে চিনি দিতে হবে। আমার মতো যাঁদের ১০০টা বাক্স আছে, তাঁদের প্রতিদিন ৫০ কেজি চিনি লাগবে। খোলা বাজারে চিনি এখন চড়া দামে। এত চিনি কিনে দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। পলাশ মণ্ডল আরও জানান, মধু উপাদনের আশায় অনেক মৌ পালক আগাম বায়না হিসেবে বিভিন্ন পাইকার ও সংস্থার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। শীতের কারণে যদি উৎপাদন কমে যায় বা একেবারেই না হয়, তাহলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া বা চুক্তি রক্ষা করা নিয়ে বড় সংকট তৈরি হবে। সব মিলিয়ে আমরা চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি, বলেন তিনি। এদিকে উদ্যানপালন দফতরও পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। মালদহের উদ্যানপালন দফতরের উপ-অধিকর্তা সামন্ত লায়েক্ বলেন, ঠান্ডা আবহাওয়া যদি দীর্ঘস্থায়ী হয, তাহলে চলতি মরশুমে মধু উৎপাদন নিয়ে নিশ্চিতভাবেই সংশয় থাকবে। মালদহ থেকে প্রতি বছর প্রায় আড়াই হাজার মেট্রিক টন মধু উৎপাদন হয়। ওল্ড মালদহ ও হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক এই উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। তিনি জানান, জেলায বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ হয় এবং সরষে খেতের পাশে বড় বড় বাক্স বসিয়েই মৌমাছি পালন করা হয়। স্বাভাবিক আবহাওয়ায মৌমাছিরা রেণু সংগ্রহ করে পর্যাপ্ত মধু তৈরি করে। কিন্তু চলতি বছরের মতো প্রতিকূল শীত আবহাওয়া সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। সব মিলিয়ে, প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় একদিকে যেমন মৌমাছির অস্তিত্ব সংকটে, অন্যদিকে তেমনই চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন মালদহের শত শত মৌ পালক। রোদ ফিরলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে-এই আশাতেই এখন দিন গুনছেন তাঁরা। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত ঠান্ডা আর কুয়াশার দাপটে বাক্সবন্দি মৌমাছিদের বাঁচানোই যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, তা মানছেন সবাই।

শিলাবৃষ্টি আর বানরের দাপটে দিশেহারা,সংকটে কালিম্পংয়ের ঐতিহ্যবাহী কমলালেবু চাষ

একসময় পাহাড়ের ঢালে ঢালে ঝুলে থাকা টক-মিষ্টি কমলালেবুই ছিল কালিম্পং জেলার অর্থনীতির অন্যতম ভরসা। সেই কমলার ঘ্রাণে ভরে উঠত ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বাজার। কিন্তু চলতি মরশুমে সেই ঐতিহ্যবাহী কমলালেবু চাষ বড়সড় সংকটের মুখে। কোথাও লাগামছাড়া বানরের দৌরাত্ম্য, আবার কোথাও আচমকা শিলাবৃষ্টির আঘাত-সব মিলিয়ে কালিম্পং জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার কমলাচাষিরা আজ গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। সামসিং ও সংলগ্ন লোয়ার ঘুমতি গাঁও, আপার ঘুমতি গাঁও, ভালুখোপ, তিনকাটারি, চিপলেদাড়া এবং খোলাগাঁও-এই এলাকাগুলি দীর্ঘদিন ধরেই উন্নত মানের কমলালেবু চাষের জন্য পরিচিত। পাহাড়ি জলবায়ু, উর্বর দোআঁশ মাটি আর প্রাকৃতিক অম্লতা মিলিয়ে এই অঞ্চলের কমলার স্বাদ ও গন্ধ ছিল আলাদা। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে পাহাড়ঘেরা জঙ্গল থেকে নেমে আসা বানরের দলবদ্ধ হামলায় কার্যত ভেঙে পড়েছে বহু কমলা বাগান। স্থানীয় চাষিদের অভিযোগ, বানরেরা শুধু পাকা ফল খেয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, অগণিত কাঁচা ফল ছিঁড়ে ফেলে নষ্ট করে দিচ্ছে। দিনের পর দিন এই তাণ্ডব চলায় ফলনের বড় অংশ মাঠেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এলাকার কমলা চাষি বিকেক সোনার সামসিং এলাকার প্রবীণ কমলা চাষি প্রবীন প্রধান ও সুরোজ প্রধান জানান, বহু বছর ধরে আমরা কমলা চাষ করছি। এক সময় এখান থেকে ট্রাকে ট্রাকে কমলা ডুয়ার্স আর তরাইয়ের বিভিন্ন বাজারে যেত। সেই আয়েই সারা বছরের সংসার চলত। এখন বানরের উৎপাত এতটাই বেড়েছে যে চাষ করে আর পোষাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে অনেকেই কমলা চাষ ছেড়ে অন্য কাজের সন্ধানে নেমেছে। একই সুর শোনা যায় স্থানীয় চাষি দীপক ছেত্রী ও নবীন তামাংয়ের কথায়। তাঁদের মতে, প্রতিদিন বানরের আক্রমণ এতটাই বেড়েছে যে চাষিদের মধ্যে আর আগ্রহ বা আশাই অবশিষ্ট নেই। ফলে গাছের নিয়মিত পরিচর্যা, সার প্রয়োগ কিংবা রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবুও প্রকৃতির নিয়মে যে সামান্য ফলন হচ্ছে এবং যা কোনওভাবে বানরের হাত এড়িয়ে বাঁচানো যাচ্ছে, সেটুকু বিক্রি করেই কোনওমতে সংসার চালাতে হচ্ছে। চাষিদের অভিযোগ, বন দপ্তর ও হর্টিকালচার দপ্তরে একাধিকবার লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ জানানো হলেও বাস্তবে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা চোখে পড়েনি। বন থেকে লোকালয়ে নামা বানরের দলকে ফের জঙ্গলে ফেরাতে কিংবা বাগান রক্ষার জন্য স্থায়ী কোনও পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে প্রতিদিনই অসহায়ভাবে চোখের সামনে ফসল নষ্ট হতে দেখছেন চাষিরা। অন্যদিকে, গরুবাথান ব্লকের নিমবস্তী এলাকায় বানরের সমস্যা তুলনামূলক কম হলেও সেখানে চাষিদের বিপাকে ফেলেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নভেম্বর মাসের শুরুতে হওয়া আচমকা শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কমলা বাগানের। ও স্বপন ছাত্রীরা জানান, তাঁদের প্রায় ৮০ থেকে ৯০টি কমলা গাছের বাগান রয়েছে। গত বছর এই বাগান থেকেই প্রায় দেড় লক্ষ টাকার কমলা বিক্রি হয়েছিল। এই এলাকার কমলার স্বাদ ও গন্ধ আলাদা। আমরা সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করি, কোনও কীটনাশক ব্যবহার করি না। সেই কারণেই আমাদের কমলার আলাদা সুনাম আছে। কিন্তু এ বছর শিলাবৃষ্টিতে অনেক ফল নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বলেন তাঁরা। গরুবাথানের রাইগাঁও বস্তীর নির্জল রাই ও শুভরাজ থাপার বাগানের বহু কমলা গাছই ৩০ থেকে ৪০ বছরের পুরনো। তাঁদের কথায, গত কয়েক বছর ধরে ফলন এমনিতেই কমছিল। তার উপর এবারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে। তবে হতাশার মধ্যেও তাঁরা নতুন করে আশার আলো খুঁজছেন। পরীক্ষামূলকভাবে নতুন চারা রোপণ শুরু করেছেন তাঁরা। নির্জল রাই জানান, এই নতুন চারাগুলো যদি ভালো ফল দেয, তাহলে ভবিষ্যতে আরও গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পুরো জেলায় যখন হতাশার ছবি, তখন কিছু কিছু এলাকা তুলনামূলকভাবে আশাবাদী। প্যারেন, তোদে-তাংতা, চুইখিমের ওপরে মুঙপেল গ্রামে এ বছর কমলার ফলন ও মান অন্য এলাকার তুলনায় ভালো হয়েছে। সেই সব এলাকার কৃষক কমল গিরি ও সুরজ লিম্বুদের মতো চাষিরা তাই কিছুটা হলেও আশায় বুক বাঁধছেন। তাঁদের মতে, সঠিক পরিচর্যা ও অনুকূল আবহাওয়া থাকলে এখনও পাহাড়ি কমলার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকার নয়। কমলালেবু চাষের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কালিম্পং জেলা হর্টিকালচার আধিকারিক সঞ্জয় দত্ত বলেন, কালিম্পং জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে কমলা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি, উপযুক্ত অম্লতা, পর্যাপ্ত সূর্যালোক, বৃষ্টিপাত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০০ থেকে ১৮০০ মিটার উচ্চতা-সব ধরনের প্রাকৃতিক সুবিধাই রয়েছে। তাঁর মতে, সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক সময় চাষিরা কাঙ্ক্ষিত ফলন পান না। তিনি আরও জানান, বর্ষার শুরু ও শেষে গাছের সঠিক পরিচর্যা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে ছত্রাকজনিত ' ব্যাক' রোগ প্রতিরোধে সতর্ক থাকতে হবে। এই বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে চাষিদের সচেতন করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধী নতুন প্রজাতির কমলার চারা বিতরণ, বানরের হাত থেকে ফসল রক্ষার উপায় এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়েও দপ্তর কাজ করছে বলে দাবি করেন তিনি।

জেলা হর্টিকালচার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পং জেলায় বর্তমানে প্রায় ১৭০০ হেক্টর জমিতে কমলালেবু চাষ হয়। গত বছর প্রতি হেক্টরে গড়ে ৮ থেকে ১০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়েছিল। তবে চলতি বছরে শিলাবৃষ্টি, বানরের উপদ্রব এবং আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার কারণে সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন দপ্তর ও চাষি-দু'পক্ষই। এক সময় কালিম্পং জেলার গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি ছিল কমলালেবু চাষ। সেই কমলার উপর ভর করেই বহু পরিবার বছরের পর বছর স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ বানরের দৌরাত্ম্য, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সেই ঐতিহ্য ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে-এমনটাই আশঙ্কা স্থানীয়দের। পাহাড়ি কমলার ভবিষ্যৎ বাঁচাতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে, আগামী দিনে কালিম্পংয়ের কমলালেবু হয়তো শুধু স্মৃতির পাতাতেই রয়ে যাবে।

মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের গুরুতর অভিযোগে আজ ম্যানহাটনে হাজিরা নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

৬ জানুয়যারি ঃ যুক্তরাষ্ট্রে অত্যন্ত আলোচিত এক আইনি অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে আজ। আমেরিকার ফেডেরাল কোর্টে সোমবার (৫ জানুয়ারি) ভেনেজুয়েলার রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে হাজির করা হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান, নারকো-টেররিজিম এবং সহিংস অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠেছে। বিশেষত এই কাণ্ডটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে আমেরিকার ম ঝত্মতটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গত শনিবার রাতে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে এক বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার করে। এয়ার স্ট্রাইক পরিচালনা করে তাঁদের আটক করার পর তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের তথ্য-প্রমাণ উদ্ধারের দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই অভিযান শেষে তাঁরা আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছে, এবং বর্তমানে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে। আজ, ম্যানহাটনের ফেডেরাল কোর্টে তাঁরা হাজির হবেন ডিস্ট্রিক্ট জজ অ্যালভিন হেলারস্টেইনের সামনে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে নারকো টেররিজিম, কোকেন পাচার, অস্ত্র চোরাচালানসহ একাধিক গুরুতর অভিযোগের তথ্য-প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করবেন। স্থানীয় প্রশাসনের সূত্রের খবর, মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী এখন পর্যন্ত সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভিযোগগুলো বেশ সুগঠিত ও দীর্ঘদিনের তদন্তের পর সাজানো হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশেষত মাদুরোর বিরুদ্ধে আমেরিকায় কোকেন পাচারের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে, যেখানে তাকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবস্থানকারি ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত ২ জানুয়ারি ভোররাতে প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও সিলিয়া ফ্লোরেসকে গ্রেপ্তারের পর থেকে তাদের অবস্থান ও নিরাপত্তা নিয়ে অনেক আলোচনা ও জোর তথ্যাদিই হয়েছিল। কারাকাসে পরিচালিত এই অভিযানে বিশাল পরিমাণ অস্ত্র, মাদকদ্রব্য সহ অন্যান্য অপরাধ সম্পর্কে রেকর্ড ও প্রমাণ উদ্ধারের কথাও বলা হয়েছে।

হুগলির চুঁচুড়ায় এলাকায় পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা মিলছে না

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া,৬ জানুয়ারির ঃ হুগলির চুঁচুড়া পুরসভায় সম্প্রতি দায়িত্বে এসেছেন নতুন পুর প্রধান। কিন্তু তার পরেও শহরের জরুরি পরিষেবা বন্ধ। হুগলির চুঁচুড়ায় এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা মিলছে না। বর্তমানে পুরসভার কোনও অ্যাম্বুল্যান্সই কলকাতা-সহ দূরবর্তী হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। আড়াই মাসেরও বেশি সময় ধরে একই পরিস্থিতি ওই এলাকায়। যার জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। জরুরি প্রয়োজনে চড়া দামে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করতে হচ্ছে। সূত্রের খবর, হুগলি-চুঁচু। পুরসভার অধীনে চারটি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। তার মধ্যে দু'টি গাড়ি কলকাতার হাসপাতালে রোগী নিয়ে.যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সেগুলির সরকারি কাগজপত্র বা পারমিট ঠিক না থাকায় গ্যারাজে পড়ে রয়েছে। এ ছাড়াও বাকি দু'টি অ্যাম্বুল্যান্সের মধ্যে একটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হযে. পড়ে রয়েছে। একটি মাত্র অ্যাম্বুল্যান্স স্থানীয় এলাকায় পরিষেবা দিচ্ছে। চুঁচুড়াবাসীদের দাবি, জেলা সদর শহর থেকে বহু রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয। বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া অনেক বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল পুরসভার পরিষেবা। কিন্তু পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও সহকারী জানিয়েছেন, বারংবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভ হয়নি। প্রতিদিন বহু ফোন এলেও কাগজপত্র না থাকায় তাঁরা রোগী নিয়ে কলকাতায় যেতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধেই তোপ দেগেছেন। তিনি বলেন, ' প্রধান বদলালেও পুরসভার চরিত্র বদলায়নি। পুর প্রধানের নিজের গাড়ির কাগজ ঠিক থাকলেও অ্যাম্বুল্যান্সগুলো অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে।' অন্যদিকে, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

বিক্ষোভের মুখে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী

সাগর ঃ নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী, গাড়ি রেখে মোটরসাইকেলে চড়ে স্থান ত্যাগ। শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসছেন গঙ্গাসাগরে, তার মধ্যে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের নামখানার রাজনগরে কয়েক মাস আগে তৃণমূল ত্যাগ করে যাওয়া বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিজের দলেরই একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা।

CHANGE OF NAME
I, MUSKAN SARDAR D/o Aktar Ali Sardar residing at Bankra Sardarpara, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name AKTAR ALI SARDAR instead of AKTAR SARDAR, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 05/01/2026. AKTAR SARDAR and AKTAR ALI SARDAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, NAJIMUL HOQUE (old name) S/O - TOFIJUL HOQUE residing at VILL- KHANPUR MANDALAPADA PO - GOALPARA PS - CHANCHAL DIST- MALDA PIN -732126. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NAJIMUL HOQUE (old name) to NAZMUL HOQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as NAZMUL HOQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 06/01/2026. NAZMUL HOQUE (new name) & NAJIMUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,TOFUUL HOQUE (old name) S/O - LATIF residing at VILL- KHANPUR MANDALAPADA PO - GOALPARA PS - CHANCHAL DIST - MALDA PIN-732126. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from TOFIJUL HOQUE (old name) to TAFU (new name) and henceforth, I shall be Known as TAFU (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 06/01/2026. TAFU (new name) & TOFIJUL HOQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Vishaka Sonkar (Old Name) W/o Gourab Khatik Residing at Bibigunj Kotwali, District - West Medinipur, Pin - 721101, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Vishaka Khatik (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-01-2026. Vishaka Sonkar (Old Name) and Vishaka Khatik (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Moshibor Sk (old name) S/o- Meherul Sk residing at Surkhali, Sankarpur, Khargram, Dist-Murshidabad, Pin-742159 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOSHIBOR SK to MOSIBOR SEKH and henceforth I shall be known as MOSIBOR SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 06/01/2026. MOSHIBOR SK (Old name) and MOSIBOR SEKH (New name)both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Meherul Haque Seikh (old name) S/o- Joynal Sk residing at Surkhali, Sankarpur, Khargram, Dist-Murshidabad, Pin-742159 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MEHERUL HAQUE SEIKH to MEHERUL SK and henceforth I shall be known as MEHERUL SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 06/01/2026. MEHERUL HAQUE SEIKH (Old name) and MEHERUL SK (New name)both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Shamim (Old Name) S/o Md. Halim Residing at Paltapara, Baliaghata, Shyamnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743127, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md. Samim (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-01-2026. Md Shamim (Old Name) and Md. Samim (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, ISRAIL SEIKH (old name) S/O - ISMAIL SEKH residing at VILL & PO - EKGHORIA PS - BURWAN DIST - MURSHIDABAD PIN - 742132. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ISRAIL SEIKH (old name) to MD ISRAIL SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as MD ISRAIL SEKH new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 06/01/2026. MD ISRAIL SEKH (new name) & ISRAIL SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sankar Kumar Mondal (Old Name) S/o Raypada Mondal Residing at P-107, P.C. Sen Colony P.o - Paschim Putiari, District - Kolkata, Pin - 700041, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sankar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-01-2026. Sankar Kumar Mondal (Old Name) and Sankar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I MAHMOODA BEGUM D/O OHAB MOLLA residing at Vill & P.O.-Noorpur, P.S.-Ramnagar, Dist-South 24 Parganas-743368, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SEKH MASUDA BIBI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 06/01/2026. MAHMOODA BEGUM and SEKH MASUDA BIBI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Asema khatun Bibi (old name) W/o- Asadul Mallik residing at Bagachara, Amtala, Nowda, Dist-Murshidabad, Pin-742121 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ASEMA KHATUN BIBI to ASEMA BIBI and henceforth I shall be known as ASEMA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 06/01/2026. ASEMA KHATUN BIBI (Old name)and ASEMA BIBI (New name)both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Avijit Das (Old Name) S/o Manabendra Das Residing at Bhawanipur (East) College Para, 3 No Coloni, Kamarpukur Road, P.o - Basirhat College, P.s - Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743412, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abhijit Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-01-2026. Avijit Das (Old Name) and Abhijit Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I MANICK BANERJEE S/O HRISHIKESH BANERJEE residing at Mahamayapur School Road, Milantritha Play Ground, Rajpur Sonarpur, Dist-South 24 Parganas-700084, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MANICK LAL BANERJEE as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 67152, Dated 04/11/2025. MANICK BANERJEE and MANICK LAL BANERJEE both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Shefali Bibi (old name) W/o- Dost Mohammad residing at Kupkandhi, Bhagwangola, Bhagwangola , Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHEFALI BIBI to SHEFALI MOHAMMAD and henceforth I shall be known as SHEFALI MOHAMMAD (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 06/01/2026. SHEFALI BIBI (Old name) and SHEFALI MOHAMMAD(New name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sukhvir Kaur Gill (Old Name) D/o Mohinder Singh Residing at 8A2, Tower 9, Hiland Greens PH - 2, Batanagar Post Office, Maheshtala, Maheshtala (M), District - South 24 Parganas, Pin - 700140, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sukhvir Kaur (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 005/2026 Dated 06-01-2026. Sukhvir Kaur Gill (Old Name) and Sukhvir Kaur (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I. Meherunessa Ahamed. W/o- Alauddin Ahamed, resident of Vill. & Po Baniakhari, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin- 741124 do hereby declare that I have changed my name from Meherunessa Ahamed to Meherunnechha Ahamed in all purpose, vide affidavit No. 81 sworn in Notary Public at Krishnagar, Nadia on 02.01.2026, Meherunnechha Ahamed and Mcherunessa Ahamed both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, SAHEDA YASMIN (Old Name) W/o WAHID HOSSAIN Residing at 36G, Ekbalpore Lane, P.O.Khiddirpore, P.S. Ekbalpore, Kolkata-700023 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as YASMIN HOSSAIN (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore vide affidavit No. 1257 Dated 05-01-2026. SAHEDA YASMIN (Old Name) and YASMIN HOSSAIN (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Krishan Bachhawat (Old Name) S/o Padam Chand Bachhawat Residing at Vyom Apartment, Block 3 Flat 4C, 49A, Manmohan Banerjee Road, New Alipore, Buroshibtalla, Sahapur, District - Kolkata, Pin - 700038, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Krishan Kumar Bachhawat (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 004/2026 Dated 06-01-2026. Krishan Bachhawat (Old Name) and Krishan Kumar Bachhawat (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Kismat Ali Sekh S/o Samiruddin Sekh resident of VILL. Chapra Academy Para, Po- Bangaljhi, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my name from Kismat Ali Sk. Kismat Ali, to Kismat Ali Sekh and henceforth I shall be known as Kismat Ali Sekh in all purpose, vide affidavit No. 19335 sworn in Ld. Executive Maistrate (1st Class) at Krishnagar, Nadia on 12.12.2025. Kismat Ali Sekh and Kismat Ali Sk and Kiasmat Ali both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I,Sushil Soni, S/O Thakur Das Soni Residing at D-3,Sangam Complex 123,Sarat Chatterjee Road,Kolkata Bidhannagar, Pin-700089.Have changed my name and shall henceforth be known as Sushil Kumar Soni as declared before the first class judicial magistrate at Kolkata court.date-22.12.2025.Affidavit no 7260.That Sushil Soni and Sushil Kumar Soni both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Tazmeen Raza daughter of Ahmed Raza, residing at Z 3/237/19, Bagdi Para Road, Badar Tala, Garden Reach, Kolkata – 700044, West Bengal, have changed me and my father's name as Sk Tazmeen Raza daughter of Sk Ahmed Raza as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No.07 dated 03/01/2026. Tazmeen Raza daughter of Ahmed Raza and Sk Tazmeen Raza daughter of Sk Ahmed Raza all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, DOUSONARA KHATUN BIBI W/O LIYAKAT ALI DHABAK MY SON NIJAN ALI DHABAK HIS BIRTHE CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECORDED AS JAUSANARA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 4-3-25 I DOUSONARA KHATUN BIBI AND JAUSANARA BIBI MY HUSBAND LIYAKAT ALI DHABAK AND NIAKAT ALI MONDAL, MY SON NIJAM ALI DHABAK AND MD NIJAM ALI MONDAL ALL ARE SAME PERSON R/O VILL DURGAPUR P.O JHITKIPOTA DIST NADIA

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলাকে 'যুদ্ধাপরাধ' আখ্যা নিউ ইয়র্কের মেয়র মামদানির

৬ জানুয়ারি ঃ ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে এবার সরব হলেন নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। গোটা ঘটনাকে প্রকাশ্যেই ' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। শুধু বিবৃতি দিয়েই থেমে থাকেননি মামদানি-ঘটনার পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এই ফোনালাপ ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। সূত্র জানাচ্ছে, ট্রাম্পের সঙ্গে কথোপকথনে মামদানি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ভেনেজুয়েলায় ওয়াশিংটনের এই সামরিক আগ্রাসন তিনি সমর্থন করেন না। পাশাপাশি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেংট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করে আমেরিকায় নিয়ে আসার ঘটনাকে ' বলে উল্লেখ করে তারও তীব্র বিরোধিতা করেন নিউ ইয়র্কের মেয়র। ঘটনার পর নিজের সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই মার্কিন রাজনীতিক। সেখানে তিনি লেখেন, একতরফাভাবে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর সামরিক আক্রমণ চালানো নিঃসন্দেহে যুদ্ধাপরাধ। এটি শুধু নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ নয়, বরং ফেডারেল আইন ও আন্তর্জাতিক আইনেরও সরাসরি লঙ্ঘন। তিনি আরও বলেন, শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা নিউ ইয়র্ক শহরের বাসিন্দাদের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। এই শহরে হাজার হাজার ভেনেজুয়েলার নাগরিক বসবাস করেন, যাঁরা নিউ ইয়র্ককে নিজের ঘর বলে মনে করেন। একজন মেয়র হিসেবে প্রত্যেক নিউ ইয়র্কবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব।মামদানি জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উপর প্রশাসনের তরফে কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং ভেনেজুয়েলার প্রবাসী নাগরিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় শহর কর্তৃপক্ষ সচেতন। কীভাবে শুরু হল সংঘাত?দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনা চলছিল। সেই উত্তেজনাই ভয়াবহ রূপ নেয় শনিবার ভোররাতে। মার্কিন সেনার তরফে আচমকাই ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস-সহ মিরান্ডা, আরাগুয়া এবং লা গুয়াইরা অঞ্চলে ব্যাপক গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। রাতের অন্ধকারে মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফোরণের আলোয় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। ভেনেজুয়েলার সরকারি সূত্রের দাবি, এই অভিযানের পরই প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করে মার্কিন সেনা। পরে তাঁদের আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁরা নিউ ইয়র্কের একটি ডিটেনশন সেটারে বন্দি রয়েছেন বলে খবর।মাদুরোর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? মার্কিন প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী, নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মাদক সন্ত্রাসে যুক্ত থাকা, কোকেন আমদানির ষ।যন্ত্র এবং বেআইনি মারণাস্ত্র মজুত রাখার মতো বিস্ফোরক অভিযোগ। এই সব মামলার বিচার প্রক্রিয়া চালানোর জন্যই তাঁকে আমেরিকায় আনা হয়েছে বলে ওয়াশিংটনের তরফে জানানো হয়েছে। তবে ভেনেজুয়েলার সরকার এবং তাদের সমর্থকদের দাবি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং একটি নির্বাচিত সরকারকে উখাত করার ষড়যন্ত্রের অংশ।ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী সরকার-এই নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত নেয় ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আদালত জানিয়েছে।

সেতুতে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ থাকায়,ট্রেন বাতিল

গোরখপুর, ৬ জানুয়ারী ঃ উত্তর রেলওয়ের জম্মু তাওয়াই ডিভিশনে কাঠুয়া-মাধোপুর পাঞ্জাব স্টেশনের মধ্যে ১৭ নম্বর সেতু, শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মহাজন উধমপুর-চক রাখওয়াল স্টেশনের মধ্যে ১৬৩ নম্বর সেতু এবং পাঠানকোট ক্যান্ট -কানদ্রোরি স্টেশনের মধ্যে ১৩৭ এবং ২৬২ নম্বর সেতুতে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ চলমান থাকায়, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল ঘোষণা করা হবে। বাতিলকরণ কাঠগোদাম থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত চলাচলকারী ১২২০৭ কাঠগোদাম-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস বাতিল করা হবে।- জম্মু তাওয়াই থেকে ২৯ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত চলাচলকারী ১২২০৮ জম্মু তাওয়াই-কাঠগোদাম এক্সপ্রেস বাতিল করা হবে।- কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত চলাচলকারী ১২২০৯ কানপুর সেন্ট্রাল-কাঠগোদাম এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।- কাঠগোদাম থেকে ৩০ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত চলাচলকারী ১২২১০ কাঠগোদাম-কানপুর সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।- গাজীপুর শহর থেকে ২৭ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত চলাচলকারী ১৪৬১১ গাজীপুর শহর-শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।- শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা থেকে ২৬ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত চলাচলকারী ১৪৬১২ শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা-গাজীপুর সিটি এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

নির্বাচন কমিশন 'ভূত' করে দিয়েছে, জীবিত হতে চেয়ে ঘুরছেন ফরাক্কার বাবুরাম

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৬ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি বারুইপুরের একটি রাজনৈতিক জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি নির্বাচনের কমিশনের খাতায় 'ভূত' হয়ে যাওয়া তিন ব্যক্তিকে একসঙ্গে হাজির করে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। এবার মৃত ভাইয়ের বদলে তাঁর জীবিত দাদাকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের বেওয়া -১ পঞ্চায়েত এলাকায়। এখন জীবিত বাবুরাম কর্মকার ওই ব্যক্তি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা থেকে নিজের 'ভূত' তকমা ঘুচিয়ে ফের জীবিত হওয়ার জন্য প্রশাসনের দোরে দোরে ঘুরছেন । তবে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হলে আদৌ বাবুরামের নাম নির্বাচন

কমিশনের ভোটার তালিকায় উঠবে কিনা তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত নন। বেওয়া-১ পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বাবুরাম বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে আমি পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় কাজ করি। প্রায় ১৩ বছর আগে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা ভোটার তালিকা থেকে আমার মৃত ভাইয়ের নাম বাদ দেওয়ার পরিবর্তে আমাকে মৃত দেখিয়ে আমার নাম দিয়ে দিয়েছেন। অথচ মৃত ভাই এখনও নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় জীবিত থেকে গেছে। বাবুরাম বলেন, ভোটার তালিকায় আমার নাম না থাকায় ২০১৪ সালের পর আমি আর কোনও নির্বাচনে ভোট দিতে পারিনি। ওই ব্যক্তি দাবি করেন, আমাকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার এই বিষয়টি আমি দীর্ঘ বহু বছর জানতাম না। বছরের বেশিরভাগ সময় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য আমি ভিন রাজ্যে থাকি। ভোটার তালিকায় 'ভূত' হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানার পরও বারবার গ্রামে এসে প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে দরবার করা সম্ভব হয়নি। কয়েকবার গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যদের এবং বিডিও অফিসের কর্তাদেরকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরাও বিষয়টি খতিয়ে 'দেখবেন' বলে আর কিছু করেননি। বাবুরাম আরও বলেন, আমার তিন ছেলে- মেয়ে রয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম থাকায় আমার মেয়ের নামও এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের খসড়া ভোটার তালিকায় রয়েছে। অথচ ২০২৪ সালের ভোটার তালিকায় আমি 'মৃত' হওয়ায় আমাকে এসআইআর-এর জন্য এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হয়নি এবং এখনও আমি ভোটার তালিকায় মৃত হিসেবেই থেকে গিয়েছি। ওই ব্যক্তি নিজের গলায় সংশয় নিয়ে বলেন, অনেকেই বলছেন ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ- সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। ভোটার তালিকায় 'জীবিত' হওয়ার আবেদন নিয়ে আমার গ্রামের পাঁচ নম্বর বুথের বিএলও-র কাছে গিয়েও আমার সমস্যার সুরাহা করতে পারিনি। ভোটার তালিকায় 'জীবিত' হওয়ার আবেদন নিয়ে আমি জাতীয় নির্বাচন কমিশনেরও দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু কোনও তরফ থেকেই এখনও সদর্থক কোনও উত্তর আমি পাইনি। গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন কমিশন কোনও পরিকল্পনা না করেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর লাগু করতে চাইছে। বিজেপি যা বলছে সেই ভাবেই নির্বাচন কমিশন চলছে। তৃণমূল বিধায়ক অভিযোগ করেন, বিজেপির নির্দেশে তাড়াহুড়ো করে এসআইআর লাগু করতে গিয়ে প্রচুর নামে ভুল থেকে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি জীবিত ব্যক্তিকে মৃত এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত দেখানো হচ্ছে। আমার বিধানসভা এলাকায় বাবুরাম কর্মকার নামে ব্যক্তিকে যেভাবে মৃত দেখানো হচ্ছে তার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন যেভাবে এসআইআর চালু করতে গেছে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আগামী দিন এই তালিকা কতটা মান্যতা পাবে তা নিয়ে আমি যথেষ্ট সন্দিহান।

কালিয়াচকে গুলিবিদ্ধ এক, আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ মালদায় গুলিবিদ্ধ হলেন এক ব্যক্তি। আগ্নেয়াস্ত্রের বাটের আঘাতে জখম হয়েছেন আরও দু'জন। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার কালিয়াচকের নওদা যদুপুরের কাশিমনগর গ্রামের ঘটনা। তিন জনকেই মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সকলের বাড়ি নওদা যদুপুর পঞ্চায়েতের নয়াগ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছোটদের ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক দিন ধরে গোলমাল চলছে নয়াগ্রাম ও কাশিমনগর গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে। অভিযোগ, এ দিন সকালে পেশায় পানীয় জল বিক্রেতা জালালউদ্দিনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কাশিমনগরে গুলি করা হয়। তাঁর পেটে গুলি লাগে। খবর পেয়ে জালালউদ্দিনের ভাইপো সাদ্দাম ও ছেলে সামিম গেলে তাঁদেরও আগ্নেয়াস্ত্রের বাট দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বাগডোগরার ঘটনায় সাফল্য পেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাগডোগরা, ৬ জানুয়ারি ঃ পিকনিকে বচসায় পিটিয়ে মারার ঘটনায় সাফল্য পেল পুলিশ। বাগডোগরা পুটিমারিতে নিখিল লোহারকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম বিট্টু সাহানি ও নিতেশ কুয়ার। জানা গেছে, গত ৩১ ডিসেম্বর বছর শেষের রাতে বাগডোগরা পুটিমারিতে পিকনিক চলাকালীন বচসায় জড়িয়ে পড়েন নিখিল লোহার ও পিকনিক দলের কয়েকজন যুবক। অভিযোগ উঠে, বচসার মাঝেই নিখিলকে বেধড়ক মারধর করে অভিযুক্তরা। এমনকি মারধরের জেরে বুকের হাড় ভেঙে যায় যুবকের। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় নিখিল লোহারের। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের স্ত্রী অষ্টমী লোহার। ঘটনার পর গা ঢাকা দেয় অভিযুক্তরা। অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে বাগডোগরা থানার পুলিশ। সোমবার রাতে বাগডোগরা তারবান্দা এলাকা থেকে বিট্টু ও নিতেশকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছে পুলিশ। ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে গোটা ঘটনার তদন্তে নামবে পুলিশ।

বন্ধ জুটমিল

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ হঠাত কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পন্যের চাহিদা উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে কমে যাওয়ার কারন দেখিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার কামারহাটির প্রবর্তক জুট মিল বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মীরা এদিন সকালে কাজে গিয়ে কারখানার গেটে সাসপেনশন অফ অয়ার্কের নোটিশ দেখতে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বলে শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। ব্যস্ত সময়ে তারা বিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এরফলে কর্মহীন হয়ে পড়লেন এখানে কর্মরত প্রায় এক হাজার শ্রমিক।

ইতিহাসের জীবন্ত দলিল গরুমারা জঙ্গল মিউজিয়াম!

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ গরুমারা এবং জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার ইতিহাস এক ছাদের তলায় বন্দি এখানেই! ডুয়ার্স এলে একবার অন্তত ঢুঁ মারতে ভুলবেন না। এ যেন জীবন্ত ইতিহাসের দলিল। ডুয়ার্স ভ্রমণে অপরিহার্য গন্তব্য গরুমারা জঙ্গল মিউজিয়াম, ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর বন্যপ্রাণের রাজ্য গরুমারা জঙ্গল -এই দু'য়ের ইতিহাস ও বাস্তব চিত্র এক ছাদের নীচে তুলে ধরেছে গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন বিশেষ জঙ্গল মিউজিয়াম। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে গরুমারা অরণ্যের নানা বন্যপ্রাণীর নিদর্শন। স্বাভাবিক মৃত্যু, রেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো কিংবা হঠাৎ মারা যাওয়া হাতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিসবকিছুই এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই নিদর্শনগুলি বন্যপ্রাণের জীবন ও মৃত্যুর বাস্তব গল্প তুলে ধরে দর্শকদের সামনে। মিউজিয়ামে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে আর্টিফিশিয়াল উপায়ে সাজানো গোটা গরুমারা জঙ্গলের আদল। বন্যপ্রাণীদের জীবনযাপন, অরণ্যের পরিবেশ, গরুমারা জঙ্গলের ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠার পটভূমি তথ্যচিত্র ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে এটি যেমন দর্শনীয়, তেমনই শিক্ষামূলক। ভাবছেন কোথায়? জলপাইগুড়ির বাতাবাড়ি জঙ্গলের তিলোত্তমা পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন এই মিউজিয়ামে প্রতিদিনই ভিড় করছেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা। শিশু থেকে শুরু করে বড়রা-সবাই এখান থেকে জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পাচ্ছেন। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, ডুয়ার্স সফরের পরিকল্পনায় গরুমারা জঙ্গল মিউজিয়ামকে প্রথম সারিতেই রাখা উচিত। কারণ এই মিউজিয়াম না দেখলে ডুয়ার্স ও গরুমারার প্রকৃত ইতিহাস ও বন্যপ্রাণের সংগ্রামকে পুরোপুরি বোঝা যায় না। ডুয়ার্সে এসে এই অভিজ্ঞতা মিস করা মানেই ভ্রমণের একটি বড় অধ্যায় অপূর্ণ থেকে যাওয়া।

শিলিগুড়ি পৌরনিগমের উদ্যোগে শহরে গড়ে উঠতে চলেছে একটি পূর্ণাঙ্গ টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ একসময় যে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিসের জন্য রাজ্যজুড়ে পরিচিত ছিল, কালের নিয়মে সেই গৌরব অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। তবে ফের সেই হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বড় পদক্ষেপ নিল শিলিগুড়ি পৌরনিগম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মিউনিসিপাল ইনডোর স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে চলেছে একটি পূর্ণাঙ্গ টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি। যেখানে ভবিষ্যতের তারকারা যেমন প্রশিক্ষণ পাবে, তেমনই রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়দের জন্যও খুলে যাবে বড় মঞ্চ। এই লক্ষ্যেই শিলিগুড়ি পৌরনিগমের এসএমসি কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হল এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে মেয়র জানান, দেশবন্ধু ইনডোর স্টেডিয়ামকে খুব দ্রুত সম্পূর্ণরূপে অপারেশনাল করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে তার সূচনা হয়ে গেছে। মেয়র গৌতম দেবের কথায়, এই অ্যাকাডেমিতে একদিকে যেমন স্টেট র‍্যাঙ্কিং খেলোয়াড়রা উচ্চমানের অনুশীলনের সুযোগ পাবেন, অন্যদিকে একেবারে নতুন শিশুরাও টেবিল টেনিসে হাতেখড়ি নেওয়ার সুযোগ পাবে। ইতিমধ্যেই ২৩ জন রয়েছে। শুধু টেবিল টেনিসই নয়, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ব্যাডমিন্টন চালু করারও প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি

খেলোয়াড় প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করেছেন এবং ভবিষ্যতে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন শিশু এই একাডেমির আওতায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখতে অভিজ্ঞ ও পরিচিত কোচদের নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অমিত দাম, মান্তু ঘোষ, সুব্রত রায়-সহ একাধিক দক্ষ কোচের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। শিশু ও বড় খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা কোচিং টিম গঠন করা হবে এবং প্রতিদিন নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলবে। বর্তমানে স্টেডিয়ামে রয়েছে ৬ টি টেবিল, যা ভবিষ্যতে বাড়িয়ে ১০টি করার পরিকল্পনা একটি আধুনিক জিম নির্মাণের কাজ শুরু হবে খুব শীঘ্রই। স্টেডিয়ামের আলো ব্যবস্থাও আধুনিকীকরণ করে এলইডি লাইটে রূপান্তরিত করা হবে। আগামী ২৪ জানুয়ারি দুপুর ৩ টায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মিউনিসিপাল ইনডোর স্টেডিয়ামের পুনরায় উদ্বোধনের কথা জানিয়েছেন মেয়র। ওই দিন টেবিল টেনিস সংস্থা, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতিতে এক নতুন যাত্রার সূচনা হবে। প্রশিক্ষণ সূচি অনুযায়ী শিশুদের সপ্তাহে তিনদিন এবং বড়দের চারদিন, প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে অনুশীলন করানো হবে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলার তাঁত শিল্প! আধুনিক ডিজাইনের তাঁতের শাড়ি টেক্কা দিচ্ছে সিল্ককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ হারিয়ে যাওয়ার যুগেও নতুন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাঁতি পাড়ার শিল্পীরা। আধুনিক যান্ত্রিকতার যুগে হারিয়ে যেতে বসেছিল বাংলার তাঁত শিল্প। কিন্তু এবার বাংলার তাঁত শিল্প পাল্লা দিচ্ছে আধুনিক ডিজাইনের শাড়িকে। পূর্ব

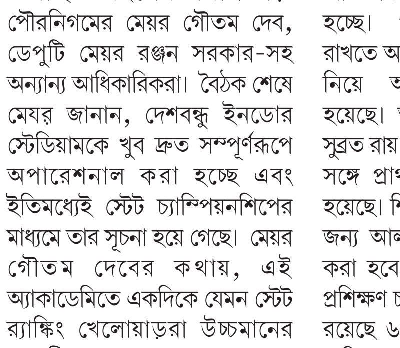

মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ ব্লকের চন্দনপুর গ্রামের তাঁতিপাড়ায় এখন বদলের হাওয়া। একসময় যেখানে হতাশা আর অনিশ্চয়তা গ্রাস করেছিল শিল্পীদের, সেখানে এখন নতুন স্বপ্ন। আধুনিক নকশা, রঙের বৈচিত্র্য আর সময়োপযোগী ডিজাইনে তৈরি হচ্ছে তাঁতের শাড়ি। গ্রামের তাঁতিরা নিজেদের দক্ষতাকে নতুনভাবে তুলে ধরতে শুরু করেছেন। হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কাটিয়ে তাঁত আবার হয়ে উঠছে জীবিকার ভরসা। চন্দনপুর গ্রামের প্রায় দেড়'শ পরিবার সরাসরি তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বছরের পর বছর ধরে তাঁতের কাজই তাদের প্রধান পেশা। কিন্তু মেশিনে তৈরি শাড়ির দাপটে একসময় এই শিল্প ধাক্কা খেয়েছিল। কাজ কমে যাচ্ছিল। আয় ছিল অনিশ্চিত। অনেকেই পেশা বদলের কথা ভাবছিলেন। সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেছিল। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলাতে না পারার যন্ত্রণা ছিল শিল্পীদের চোখেমুখে। তবে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। নতুন উদ্যোগ আর পরিকল্পনায় আবার তাঁতের চাকা ঘুরছে নিয়মিত। এখন এই গ্রামের তাঁতিরা বাজারের ট্রেন্ড অনুযায়ী শাড়ি তৈরি করছেন। উৎসব, বিয়ে কিংবা নিত্য ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হচ্ছে শাড়ি। রঙ ও বুননে আনা হয়েছে আধুনিক ছোঁয়া। তবুও বজায় রাখা হয়েছে ঐতিহ্যের স্বাদ। এই ট্রেন্ডিং তাঁত শাড়ি সহজেই টক্কর দিচ্ছে মেশিনারি ও সিন্থেটিক শাড়িকে। শুধু রাজ্যের বাজার নয়, এই শাড়ি এবার এক্সপোর্টের পথেও হাঁটছে। তার জন্য সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে শিল্পীদের। সমিতির পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে একাধিক উদ্যোগ। বিপণন, প্যাকেজিং ও মানোন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে। দামের দিকেও বিশেষ নজর রেখেছেন তাঁতিরা। সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেই রাখা হয়েছে শাড়ির দাম। এখানে মাত্র ৫০০ টাকা থেকেই তাঁতের শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। আবার উচ্চমানের ডিজাইনার শাড়িও রয়েছে। এতে সব শ্রেণির ক্রেতাই আকৃষ্ট হচ্ছেন। কাজ বাড়ায় খুশি শিল্পীরা। ঘরে ফিরছে স্বস্তি। মুখে ফিরছে হাসি। চন্দনপুরের তাঁতিপাড়ায় এখন আর হতাশার ছবি নেই। নতুন করে আশার আলো দেখছে এই গ্রামের প্রতিটি তাঁতি পরিবার।

শান্তিপুরে মৃৎশিল্পীর গড়া মাটির প্রতিমা নষ্টের অভিযোগ দুই যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকালে নদীয়ার শান্তিপুরে এক মর্মান্তিক ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শান্তিপুর শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন মাতালগড় এলাকায় পলাশ দাস নামে এক মৃৎশিল্পীর কারখানা ও বাড়ির বাইরে রাখা প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টি কালী ও সরস্বতী প্রতিমা ভেঙে তছনছ করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় অমিত দে ও তার ভাই অসিত দে-র বিরুদ্ধে। মৃৎশিল্পী পলাশ দাসের অভিযোগ, সোমবার রাতে তিনি কারখানায় প্রতিমা তৈরির কাজ করছিলেন। সেই সময় মত্ত অবস্থায় অমিত দে এসে তাঁর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। পলাশ দাস জানান, তিনি অভিযুক্তকে অনুরোধ করেন কারখানা ছেড়ে চলে যেতে। এরপর তিনি কারখানা বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। মঙ্গলবার সকালে এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি এসে দেখেন, নির্মীয়মান প্রায় ৭০-৮০ টি প্রতিমা ভেঙে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজেও অভিযুক্ত দুই যুবকের উপস্থিতি দেখা গেছে বলে দাবি। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃৎশিল্পী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রভাত বিশ্বাস ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরুণ বসাক, তারাও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

ফিল্মি কায়দায় টাকা ছিনতাই, চাঞ্চল্য ঝাড়গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৬ জানুয়ারি ঃ দিনের আলোতেই জঙ্গলে ফিল্মি কায়দায় সশস্ত্র ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ঝাড়গ্রামের জামবনি এলাকায়। জামবনির বাহিরগ্রামের জঙ্গলে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন পিএনবির সিএসপি এজেন্ট সুব্রত সিংহ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামবনির পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখা থেকে একাধিক গ্রাহকের টাকা তুলে সিএসপি এজেন্ট সুব্রত সিংহ চুটিয়া এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বাহিরগ্রামের জঙ্গলের ভিতরেই আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা দুষ্কৃতীরা তাঁর পথ আটকায়। আচমকাই মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায় তারা। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সুব্রত সিংহের ধস্তাধস্তি চলে বলে খবর। এক পর্যায়ে দুষ্কৃতীরা বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখালে লাথি মেরে বন্দুক ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন সুব্রতবাবু। এরপর শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতি। পথচলতি মানুষদের ডাকলেও কেউ ভয়ে এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ। শত চেষ্টা করেও গ্রাহকদের টাকা রক্ষা করতে পারেননি সুব্রতবাবু। দুষ্কৃতীরা প্রায় ৩ লক্ষ টাকা নিয়ে একটি গাড়িতে চেপে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বন্দুকের আঘাতে গুরুতর আহত হন সুব্রতবাবু। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষজন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত সুব্রত সিংহকে উদ্ধার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। চিকিৎসার পর জামবনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যে গাড়িতে করে দুষ্কৃতীরা এসেছিল, সেই গাড়ির সন্ধান চালানো হচ্ছে। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দুষ্কৃতীদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। দিনের দুপুরে প্রকাশ্য জঙ্গলে এই ধরনের সশস্ত্র ছিনতাইয়ের ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

এসআইআর আতঙ্কে ফের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ এসআইআর আতঙ্কে ফের মৃত্যুর ঘটনা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার চুনাভাটি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ খাদেম। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ভোটার তালিকায় নাম সংক্রান্ত আতঙ্কে দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিলেন তিনি। গতকাল সন্ধ্যার পর নিখোঁজ থাকার পর আজ সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের ছেলে মহম্মদ সাহিদের অভিযোগ, Hearing হওয়ার পরও এসআইআর-এর আতঙ্ক কাটেনি। যদিও পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, জলপাইগুড়ি জেলায় এসআইআর-এর কারণে এ নিয়ে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে, যার দায় নির্বাচন কমিশনের।

সংযোজিত কোচ বগি এবং চাকা সেট পরিবহন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭০৬৪৯০৪; তারিখ ঃ ০২-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ দুই (২) বছরের জন্য নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ থেকে কাটিহার ডিভিশনের মনোনীত কোচিং ডিপোতে অ্যাসেম্বল করা কোচ বগি এবং হুইল সেট পরিবহন এবং সড়কপথে নিউ বঙ্গাইগাঁওতে ফেরত পাঠানো। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৭১,২৭,০৩৫.৪০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৩৫,৬৫০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-০১-২০২৬ তারিখে ১৯:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৯:৩০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটি দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/10 Dt-06/01/2026.** Last Dt. of application **20/01/2026 up to 17:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

রামপুরহাট সিভিল জর্জ সিনিয়ার ডিভিশান (১ম) আদালত, বীরভূম
২০২৩ সালের ১৬৪ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা
বাদী: মুক্তিগেহিনী রায় (সরকার) — বিবাদী: রেকসোনা খাতুন এবং অন্যান্য

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, মুক্তিগেহিনী রায় (সরকার), স্বামী আদিত্য কুমার সরকার, সাকিম তিওরপাড়া, পোঃ- কাহিনগর, থানা- মুরারই, জেলা- বীরভূম। বর্তমান ঠিকানা- সাহাপাড়া, বিবেকানন্দ রোড, ওয়ার্ড নং-৬, পোঃ থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম। নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি লইয়া বাদীপক্ষ হিসাবে বীরভূম জেলার অন্তর্গত মাননীয় রামপুরহাট সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন প্রথম আদালতে টাইটেল শ্যুট নং- ১৬৪ /২০২৩ মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় ৩ নং বিবাদীপক্ষ মুন্নি বিবি, স্বামী- রেজাউল কেরিম (রাজা), সাকিম+ পোঃ-জয়কৃষ্ণপুর, থানা-রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম-এর Summon জারি খবরের কাগজে অত্র বিজ্ঞাপন মারফত আদেশ জারি হইয়াছে। সেইহেতু উক্ত মুন্নি বিবিকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, ইং- ১৭।০৪।২০২৬ তারিখে বেলা ১০.৩০ মিনিটে আপনি বা আপনার কোন বৈধ প্রতিনিধি মারফত অত্র মোকদ্দমায় হাজির হইবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আদেশ হইবে।

তপশীল

জেলা - বীরভূম, থানা- রামপুরহাট, মৌজা- জয়কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং-১০৬, খতিয়ান আর. এস. ৩৯২ কেবি- ১০৭০ এবং ১০৭১, হাল- ১৯৭, ১৬৬৩, ১৭২৩, ১৮১২, ১৮১৩, ১৯৩৮ ২২৫২, ২৭৮৮, ২৭৯০, ৩৭৭৭ ও ৪৪৭৯, দাগ নং-৫২ পরিমান ৩৩ শতক।

রিম্পা চ্যাটার্জ্জী
আদেশ অনুসারে সেরেস্তাদার
রামপুরহাট সিভিল জর্জ সিনিয়ার ডিভিশান (১ম) আদালত, বীরভূম

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited through Walk-in-Interview for engagement of 1 Block Level Assistant Accountant for the Cooked Mid-Day Meal Programme at Purbasthali-I Development Block, Srirampur, Purba Bardhaman, purely on contractual basis.

Eligibility:
Retired Government employee with minimum 5 years' experience, Age: Not more than 65 years as on date of publication of engagement Notice, Remuneration: Rs. 11,000/- p.m. (as per Govt. of W.B. norms).
Interview Date, Time & Venue: 10-02-2026, Reporting at 11:00 A.M., Purbasthali-I Block Office. Details have been given in the notice board of Purbasthali-I Block and Purba Bardhaman District official website.

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/৬৬_২০২৫/কে/১৩২৫, তারিখঃ ০১-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৬৬_২০২৫; কাজের নামঃ (ক) "পূর্ণিয়া জংশনে নিউ এফওবি (৬ মিটার প্রশস্ত) নির্মাণ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (খ) "কাটিহার ডিভিশনের আজমনগর রোড (এজেডআর) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (গ) "কাটিহার ডিভিশনের তেলতা (টিইটিএ) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (ঘ) "কাটিহার ডিভিশনের সুধানী (এসইউডি) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৯,৪২,৫৫৮/- টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৭৮,৯০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT

VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

(1) NIeT No. KGP/208/eNIT/25-26, Reference No. HOW/SANK/KGP/NIT/06/25-26 Dated: 03/12/2025

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the total 20(Twenty)Nos. different works. Document download/ sale date from **04.12.2025 16:30 Hrs to 12.12.2025 16:30 Hrs**. Bid submission end date up to **12.12.2025 16:30 Hrs.** Bid Opening Date: 11.01.2026 at 16.30 Hrs. For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

Office of The Prodhan
BAHUTALI GRAM PANCHAYAT

P.O-Bahutali, Block-Suti-I, Dist-Murshidabad, West Bengal
1. E-N.I.T.NO: (i) 8/BGP/2025-2026. Memo No: 158/BGP, (ii) 9/BGP/2025-2026. Memo No: 159/BGP DATE-26/12/2025, 2. Start date of downloading of documents(online)-**30.12.2025 up to 4.00 pm**. 3. Last date of Dropping online tender paper-**30.12.2025 upto 4.00 pm** 4. Date of Technical opening online tender paper-**02.01.2026 upto 4.00 pm**.

Sd/- Prodhan
Bahutali Gram Panchayat

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_৫৮_২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার নং. ইএল_টিআরডি_৫৮_২৫-২৬। কাজের নামঃ "সূচী-এঃ- কাটিহার মণ্ডলের আজমনগর রোড (এজেডআর) ষ্টেশনে রেম্প সহিত ৬ মিটার প্রস্থের এফওবির ব্যবস্থা করার সঙ্গে অন্য আনুষঙ্গিক কাজ। সূচী-বিঃ- পূর্ণিয়া জংশনে নতুন এফওবির নির্মাণে (৬ মিটার প্রস্থ)" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ৬২,৫৮,০২২.৪৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,২৫,২০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এণ্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মনামী মণ্ডল পিতা-টৌটন মন্ডল গত ০৬।০২।২০২০ তারিখে হাওড়া D.S.R II অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-613 (বুক নং-1) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনি বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রীমতী কাজল দাস স্বামী-রঞ্জিত দাস নিকট হইতে শাহানপুর মৌজায় হাল 618 নম্বর দাগে হাল 3818 নম্বর খতিয়ানে 0.0577 শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি জগাছা B.L.& L.R.O. অফিসে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল সুভাষিস রায়চৌধুরী, ঠিকানা ৪৬ ই /১, নিউ বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা ৭০০০০৩৯, তাঁর ০৪.০৬.১৯৯৭ তারিখের একটি মূল দলিল হারিয়ে ফেলেছেন এবং উক্ত দলিলটি ডি.এস.আর.-৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগনা-এর কার্যালয়ে যথাযথভাবে নিবন্ধিত ছিল এবং বই নং-১, খণ্ড নং-৬১, পৃষ্ঠা ২৪ থেকে ৪১ পর্যন্ত, দলিল নং ২২০৪ / ১৯৯৭ হিসাবে নথিভুক্ত ছিল। তিনি এই বিষয়ে কসবা থানায় ০৬-০১-২০২৬ তারিখে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি নং ৪৯৪) দায়ের করেছেন। এই বিষয়ে কোনো ব্যক্তির কোনো দাবি, অংশ, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকলে অথবা কোনো আপত্তি থাকলে, তাকে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সহায়ক নথিগত প্রমাণসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা জানাতে হবে, অন্যথায় এরপর কোনো দাবি থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কোনো পরবর্তী দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
আইনজীবী
ফোন নং ৯০০৭৮২৪৯৫৭

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH

TENDER NOTICE

E-TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : NIT-0686, Dated-30.12.25 18 NOS OF WORKS (BEUP/ SBM) TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : **NIT-756, Dated-30.12.25 19 NOS OF WORKS (BEUP/ PS OWN)**

SD/-Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

Office of the
Polgustia Gram Panchayat

P.O.-Polgustia, P.S.-J.B.Pur, Dist.-Howrah, Pin:-711414.
NOTICE INVITING e-TENDER No.
(1) 1096/e-NIT/Pol-GP/25-26 to 1134/e-NIT/APAS/Pol-GP/25-26 (2) 1135/e-NIT/15th CFC/Pol-GP/25-26

For and on behalf of the Polgustiaa Gram Panchayat, The Pradhan invites Percentage Rate tenders through E-tendering under Fund: APAS & 15th CFC. Bid Submission Start Date: **26/12/2025 At 6.55PM**. Bid Submission End Date **19/01/2026 At 2.00PM**. Bid Opening Date (Technical) **21/01/2026 At 2.00 PM**. For details visit **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/-Pradhan
Polgustia Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Corrigendum Notice-2
E-Tender

E-Tender no.: WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT24/12e/25
Tender ID: 2025_MAD_5003576_6, 14, 24, 25, 30, 31
Extension of Bid Submission time for the work

Regarding above mentioned tender **Bid submission closing** date has been **extended** to **08-01- 2026** instead of **05-01- 2026** and **Bid opening date for Technical Proposals** (Online) has been **extended** to **10-01-2026** instead of **07-01-2026** due to some official reasons and all conditions will remain unaltered.

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE
RAGHUDEVPUR GRAM PANCHAYAT

Vill+P.O.-Raghudebpur, P.S.-Rajapur, Dist.-Howrah-711322

Notice inviting e-tender for 10 numbers of work which have been published online on 07/01/2026 with Tender Refference No- RGP/308/2025 Dt.- 16/12/2025 & Tender ID: 2025_ZPHD_975488_1 to 2025_ZPHD_975488_6. Last date of submission of bids is on **13-01-2026 at 2 P.M**. Tender Processing Fee & Earnest Money will be received by A/C payee Demand Draft, NEFT/RTGS within **13-01-2026 at 2 P.M**. Details are available in the office of undersigned and **https://wbtenders.gov.in/portal.**

Prodhan
Raghudevpur Gram Panchayat

বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড

শেয়ার সার্টিফিকেট হারানো

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর নিম্নলিখিত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি হারিয়ে গেছে, ভুল জায়গায় রাখা হয়েছে চুরি হয়ে গেছে এবং / অথবা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোম্পানিটির নিবন্ধিত কার্যালয় "বার্জার হাউস", প্লট নং সিএফ-৪, অ্যাকশন এরিয়া ১-সি, নিউটাউন, অ্যাক্সিস মলের পাশে, কলকাতা - ৭০০১৫৬ ঠিকানায় অবস্থিত।

শেয়ারহোল্ডারদের নাম	সদস্যের নিবন্ধিত ফলো	শেয়ার সার্টিফিকেট নম্বর(গুলি)	শেয়ার সংখ্যা	স্বতন্ত্র সংখ্যা
কৃষ্ণা প্রকাশ মালহোত্রা ও নির্মলা মালহোত্রা	M03449	408043	4800	410490479 to 410495278

আমি, একজন যৌথ শেয়ারহোল্ডার হিসেবে, উপরোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির পরিবর্তে নকল শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য এখন কোম্পানিতে আবেদন করেছি। উল্লিখিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে নকল শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার বিষয়ে কোনো ব্যক্তির কোনো আপত্তি থাকলে, তাকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় কোম্পানিতে অথবা তাদের রেজিস্ট্রার, সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিমিটেড, রসোই কোর্ট, পঞ্চম তলা, ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ঠিকানায় লিখিতভাবে তার আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শেয়ারহোল্ডার / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা
নির্মলা মালহোত্রা
২৪/২বি, গিরিশ মুখার্জি রোড (২তলা)
কলকাতা - ৭০০০২৫

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৭।১।২০২৬

রেলওয়ে বিজ্ঞপ্তি

নং.ঃ জিএসইউ/কেআইআর/রি-এনগেজড/০৪ — তারিখঃ ০১-০১-২০২৬

কাটিহার ডিভিশনে গতি শক্তি ইউনিটের জন্য পরিষেবার প্রয়োজনে মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পুনরায় নিয়োগ

ভারতীয় রেলওয়ে থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে পুনরায় নিয়োগ করার দ্বারা এন. এফ. রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনে গতি শক্তি ইউনিটের নিম্নলিখিত পদগুলি পূরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
সুতরাং, যাঁরা নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলি পূরণ করতে পারবেন এবং রেলওয়ে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, সেই সমস্ত আগ্রহী প্রাক্তন-কর্মীর কাছ থেকে ৩১/০১/২০২৬ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায় অথবা তার পূর্বে ডিওয়াই. সিপিএম/জিএস/কাটিহার কার্যালয়ের অধীনে গতি শক্তি ইউনিটে পৌঁছোনোর জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

ক্র. নং.	বিভাগ	ক্যাটাগরি	প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা
১	ইঞ্জিনিয়ারিং	এসএসই পি.ওয়ে	০১
		মোট	০১

নিয়ম ও শর্তাবলি নিম্নরূপ ঃ (১) পুনরায় নিয়োগ লাভের তারিখ থেকে এক বছর সময়ের জন্য এই পুনরায় নিয়োগ বৈধ থাকবে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ে সময়ে সম্প্রসারিত হবে। (২) যে সমস্ত রেলওয়ে অবসরপ্রাপ্ত সুপারভাইজর/সুপারভাইজর এই বিজ্ঞপ্তির সমাপ্তির তারিখে ৬৪ বছর ৬ মাস বয়স পূর্ণ করবেন না (পুনরায় নিয়োগ লাভের পর ন্যূনতম ছয় মাস পরিষেবা যাতে পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে) তাঁরা পুনরায় নিয়োগের উদ্দেশ্যে যোগ্যতা অর্জন করবেন। (৩) পুনরায় নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীরা শুধুমাত্র মাসিক নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক লাভ করবেন অর্থাৎ অবসর গ্রহণের সময় তাঁর শেষ বেতন (অর্থাৎ বেসিক+ডিএ) থেকে পেনশন হ্রাস হবে। মনে রাখতে হবে যে মাসিক নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক এবং সম্পূর্ণ পেনশন অবসর গ্রহণের সময় প্রাপ্ত শেষ বেতন থেকে অধিক হবে না। (৪) আবেদন জমা করার শেষ তারিখ হলো ৩১/০১/২০২৬, কর্মচারীদের নির্দেশিত ফর্ম্যাটে (অ্যানেক্সার 'এ') ডিওয়াই. সিপিএম/জিএস/কাটিহার, গতি শক্তি কার্যালয়ে ৩১/০১/২০২৬ তারিখে অথবা তার পূর্বে (১৭.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত) নিজেদের আবেদন জমা করতে হবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর আবেদন পাওয়া গেলে তা গ্রহণ/বিচার করা হবে না। (৫) সাক্ষাৎকার/স্ক্রিনিং-এর তারিখ মোবাইল নং./হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানানো হবে। মোবাইল নং./হোয়াটসঅ্যাপ নং. এবং ইমেল এড্রেস জমা করাটা বাধ্যতামূলক।
বিশদ জানার জন্য এবং আবেদনপত্র ডাউনলোড করার জন্য www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, গতি শক্তি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সূর্যকে পরামর্শ পন্টিংয়ের

সিডনি, ৬ জানুয়ারিঃ তাঁর সাম্প্রতিক ফর্ম উদ্বেগে রাখছে টিম ইন্ডিয়াকে। যদিও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণার পর ফর্মে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু ঠিক কী করতে হবে তার জন্য? সেই উপায় বাতলে দিলেন রিকি পন্টিং। একই সঙ্গে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কের অফ ফর্মে কিছুটা অবাক তিনি। ফেব্রুয়ারি-মার্চে দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারত গতবারের চ্যাম্পিয়ন। এবার খেতাব ধরে রাখার জন্য সূর্যর ব্যাট

চলাটা খুবই দরকার। যা নিয়ে পন্টিং বলছেন, ''সূর্যর সাম্প্রতিক দুর্দশা থেকে আমি অবাকই হয়েছি। ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে ও দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক পারফর্ম করেছে। কিন্তু এখন একটু সমস্যায় পড়েছে।'' ঠিক কোথায় সমস্যা হচ্ছে? পন্টিংয়ের বক্তব্য, ''আমি ওর সেরা ফর্মের খেলা দেখেছি। প্রথমে ৬ থেকে ৮টা বল ও সময় নেয়। তারপর ব্যাট চালানো শুরু করে। তখন মনে হয়, ওকে আউট করাই যাবে না। ঠিক যেমন ট্র্যাভিস হেডের ক্ষেত্রে হচ্ছে। আমি সূর্যকে পরামর্শ দেব, নিজের উপর ভরসা রাখো। আত্মবিশ্বাসী থাকো। রান করার কথা ভাবো, আউট হওয়ার কথা ভেবো না। তুমি তো নিজেকে বিশ্বের সেরা টি-টোয়েন্টি ব্যাটার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছ। আরেকবার সবার সামনে নিজেকে প্রমাণ করো।'' সাম্প্রতিক অতীতে একেবারেই ফর্মে নেই সূর্য। গত বছর একটিও অর্ধশতক করতে পারেননি। ২০২৫ সালে ১৯ ইনিংসে মাত্র ২১৮ রান করেছেন। গড় মাত্র ১৩.৬২। স্ট্রাইক রেট ১২৩.১৬। সর্বোচ্চ এশিয়া কাপে করা ৪৭ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে ৩-১ ব্যবধানে ভারত সিরিজ জিতেলেও চার ইনিংসে সূর্যকুমার করেছেন মাত্র ৩৪ রান। গড় মাত্র ৮.৫০। স্ট্রাইক রেটও তথৈবচ। মাত্র ১০৩.০৩। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। এখন দেখার, ব্যাটে রানের খরা কাটাতে পারেন কি না টিম ইন্ডিয়ার টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক।

ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙার আরও কাছে

দুরন্ত সেঞ্চুরিতে অ্যাশেজে নয়া নজির গড়লেন স্মিথ

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ৬ জানুয়ারিঃ অ্যাশেজের শেষ ম্যাচের শুরুতে নজর কেড়েছিলেন জো রুট। ইংল্যান্ডের হয়ে ১৬০ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। ১৬৩ রানের ইনিংসে সেটার পাল্টা দিয়েছিলেন ট্র্যাভিস হেড। অ্যাশেজে এক সিরিজে ওপেনারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ডও এখন তাঁর দখলে। এ বার শিরোনামে উঠে এলেন অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যান্ড-ইন ক্যাপ্টেন স্টিভ স্মিথ। সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিনে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকালেন তিনি। আর এই শতরানের পরে জায়গা করে নিলেন রেকর্ডবুকে। এখন তাঁর সামনে শুধুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডন ব্র্যাডম্যান। ট্র্যাভিস হেডের গড়ে দেওয়া মঞ্চে নজর কাড়লেন স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ১১০তম ওভারে শতরান পূর্ণ করেন তিনি। জ্যাকব বেথেলের বল ফাইনের দিকে ঠেলে দিয়ে তিন রান নেন। ১১৬ বলে পূর্ণ করেন সেঞ্চুরি। স্মিথের এই নজরকাড়া ইনিংসের পরে সিডনিতে উপস্থিত দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানান তাঁকে। কেরিয়ারের ৩৭তম সেঞ্চুরিটি করে ফেললেন স্মিথ। টেস্টে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করা ব্যাটারদের তালিকায় পাঁচে উঠে এলেন তিনি। ৯৮ ওভার শেষে ১২৯ রানে অপরাজিত স্মিথ। অ্যাশেজে এটা ছিল স্মিথের ১৩তম সেঞ্চুরি। এই শতরানের পরে নয়া নজির গড়লেন তিনি। অ্যাশেজ টেস্টে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করা ব্যাটারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন। ১৯০৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে অ্যাশেজে ১২টি সেঞ্চুরি করেছিলেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার জ্যাক হবস। তাঁকে টপকে গেলেন স্মিথ। এখন তালিকায় স্মিথের সামনে শুধুই ডন ব্র্যাডম্যান। অ্যাশেজে ৩৭ ম্যাচ খেলে ১৯টি সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। স্মিথ তাঁকে টপকে যেতে পারেন কি না, সেদিকেই এখন নজর ক্রিকেটপ্রেমীদের।

ঝকঝকে ইনিংসে কামব্যাক শ্রেয়সের

চিন্তা বাড়ালেন সূর্যকুমার-শুভমান

নিজস্ব প্রতিবেদন

চোটের জন্য ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। খেলতে পারেননি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজেও। তবে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দলে জায়গা পেয়েছেন শ্রেয়স। তার আগেই নজর কাড়লেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে ৫৩ বলে ৮২ রানের ইনিংস খেললেন শ্রেয়স। তবে চিন্তা বাড়ালেন শুবমান গিল। চোট সারিয়ে ফিরলেও পাঞ্জাবের হয়ে মাত্র ১১ রান করে আউট হলেন। বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে নেমেছিল মুম্বই। দ্রুত ফেরেন যশস্বী জয়সওয়াল (১৮ বলে ১৫) ও সরফরাজ খান (১০ বলে ২১)। এই অবস্থা থেকে দলের হাল ধরেন শ্রেয়স আইয়ার। তিনে নামা মুশির খানের সঙ্গে ৮২ রানের জুটি গড়ে তোলেন। ৫১ বলে ৭৩ করে আউট হন মুশির। তবে হাল ছাড়েননি শ্রেয়স। সূর্যকুমার যাদবকে সঙ্গে নিয়ে ৬৫ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। বিপক্ষের বোলারদের উপরে চাপ বজায় রাখেন। তবে সেঞ্চুরি মিস করেন শ্রেয়স। ৫৩ বলে ৮২ রানের ইনিংস খেলে আউট হন। এই ইনিংসে ছিল ১০টি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কা। জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য যে পুরোপুরি ফিট ও প্রস্তুত শ্রেয়স, সেটা বোঝালেন এই ম্যাচে। তবে মুম্বইয়ের আর এক

তারকা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব নজর কাড়তে ব্যর্থ। ১৮ বলে ২৪ করে আউট হন। সূর্যর এই টানা ব্যর্থতা চিন্তা বাড়াবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। চোট সারিয়ে কিউয়িদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে দলে ফিরেছেন শুবমান গিল। কিন্তু পাঞ্জাবের হয়ে ম্যাচে ব্যর্থ তিনি। ১২ বলে ১১ করে আউট হন। মঙ্গলবার বিজয় হাজারে ট্রফির অন্য ম্যাচে বাংলার বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকালেন হায়দরাবাদের ২১ বছর বয়সি ক্রিকেটার আমন রাও। ১৫৪ বলে ২০০ রানের নজরকাড়া ইনিংস খেলে উঠে এলেন চর্চায়। ইউএসএ-তে জন্ম আমনের। তবে ভারতের নাগরিকত্ব থাকায় ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলছেন হায়দরাবাদের হয়ে। মূলত আগ্রাসী ভাবে খেলার জন্যই পরিচিত তিনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৬০-এর কাছাকাছি। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে এর আগে খেলেছিলেন মাত্র দুটো ম্যাচ। আর তৃতীয় ম্যাচেই গড়লেন নতুন রেকর্ড। বিজয় হাজারে ট্রফিতে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে হায়দরাবাদের কোনও ব্যাটারের এটাই সর্বোচ্চ রান। তবে কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও আমনের এই ইনিংস নজর কেড়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারদের মতো ভারতের জাতীয় দলে খেলা পেসারদের বিরুদ্ধে সাবলীল ভাবে খেলতে দেখা গিয়েছে আমনকে। ১০৮ বলে পূর্ণ করেন সেঞ্চুরি। ছয় মেরে পার করেন ১৫০ রানের গণ্ডি। ইনিংসের শেষটাও করেন নাটকীয় ভাবে। শেষ ওভারের পঞ্চম বলে ১৯৪ রানে ব্যাটিং করছিলেন আমন। আকাশ দীপের শেষ বলে ছক্কা মেরে পূর্ণ করেন ডাবল সেঞ্চুরি। ১৫৪ বলে ২০০ রানে অপরাজিত থাকেন। আমনের এই ইনিংসে ছিল ১২টি চার ও ১৩টি ছক্কা। এই ২০০ রানের মধ্যে সামি, আকাশ দীপ ও মুকেশের বলেই করেছেন ১২৮ রান। আমনের দাপটে প্রথমে ব্যাট করে পাঁচ উইকেটে ৩৫২ রান তোলে হায়দরাবাদ। আমনের ডাবল সেঞ্চুরি ছাড়াও বড় ইনিংস খেলেন রাহুল সিং। ৬৫ রান করেন তিনি। ক্যাপ্টেন তিলক বর্মা করেন ৩৪ রান। বাংলার বোলারদের মধ্যে তিন উইকেট নিয়েছেন সামি। একটি করে উইকেট নিয়েছেন শাহবাজ আহমেদ ও রোহিত।

ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার পর আবেগঘন বার্তা হামিদ আহদাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ গত বছর ডুরান্ড কাপের সময় হামিদ আহদাদকে সই করিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। তারপর ম্যাচ গড়ানোর সাথে সাথেই কলকাতা ময়দানের এই প্রধানের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন এই মরোক্কান তারকা। হেডে গোল করার পাশাপাশি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে আপফ্রন্টে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিলেন এই বিদেশি ফুটবলার। ডুরান্ডের পর ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ডে ও যথেষ্ট দাপুটে ফুটবল খেলেছিলেন হামিদ। এমনকি টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে পড়শী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিপক্ষে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। যদিও চূড়ান্ত সাফল্য মেলেনি। টাইব্রেকারে বদলে গিয়েছিল সমস্ত কিছু। তারপরেও দেশের সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করে ট্রফি জয়ের পরিকল্পনা ছিল লাল-হলুদের। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। তারপর থেকেই অনুশীলন বন্ধ করে দিয়েছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। তারপর অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম সোমবার থেকে অনুশীলন শুরু করে ময়দানের এই প্রধান। যেখানে প্রথম দিনে উপস্থিত ছিলেন দলের তিন বিদেশি ফুটবলার। হিরোশি ইবুসুকি, মহম্মদ রশিদ এবং সাউল ক্রেসপো। এছাড়াও ছিলেন অধিকাংশ ভারতীয় ফুটবলাররা। তবে সকলকে চমকে দেয় হামিদের দল ছাড়ার বিষয়টি। এদিন সন্ধ্যায় নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে পারস্পরিক সম্মতিতে হামিদকে রিলিজ করে দেওয়ার কথা জানিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। পরবর্তীতে নিজের সোশ্যাল সাইটে ইস্টবেঙ্গল নিয়েএকটি আবেগঘন স্টোরি আপলোড করেন এই তারকা। যেখানে তিনি লেখেন, 'ক্লাবের সাথে কাটানো সময়ের জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যা পেশাগত এবং ব্যক্তিগতভাবে মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষায় পরিপূর্ণ। এই মর্যাদাপূর্ণ ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করা এবং এই জার্সি পরিধান করা আমার জন্য একটি বিরাট সম্মানের বিষয়। চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কখনোই সহজ ছিল না, তবে ব্যক্তিগত পরিস্থিতি এবং এই সময়ের লিগকে ঘিরে অস্থিরতার কারণে এটি এসেছিল, পাশাপাশি আমার পরিবারের সাথে থাকার ইচ্ছাও ছিল।' আরও লেখেন, 'আমার সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁদের বোধগম্যতা, সমর্থন এবং সম্মানের জন্য আমি ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই। আসন্ন প্রতিযোগিতাগুলিতে আমি ক্লাবের সাফল্য কামনা করি, এবং আমার সতীর্থদের শ্রেষ্ঠত্ব অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি। ইস্টবেঙ্গল সবসময় আমার যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকবে।'

যখন অবসর নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন নেইমার...

একের পর এক চোটের থাবা ভেঙে দিয়েছিল নেইমারের মনোবল। সবশেষ হাঁটুর সমস্যায় পড়ার পর তো হারিয়ে ফেলেছিলেন খেলার ইচ্ছাই। ওই সময় নাকি অবসরের কথা ভেবেছিলেন ব্রাজিলিয়ান এই তারকা ফুটবলার।

সংবাদ সংস্থা, সান্তোস, ৬ জানুয়ারিঃ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের হয়ে খেলার সময় বাঁ হাঁটুর এসিএল ও মেনিসকাসে চোট পান নেইমার। সেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পরও কয়েক দফায় চোট থাবা দেয় তার শরীরে। তাই পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি তিনি কখনোই। সৌদি ক্লাব আল হিলালে চোট জর্জরিত অধ্যায় শেষে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আশায় গত বছরের জানুয়ারিতে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফেরেন নেইমার। এখানেও সময়টা তার খুব আদর্শ কাটেনি। চোট হানা দিয়েছে এখানেও। জড়িয়েছেন বিতর্কে। চোট নিয়েই গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে সান্তোসের হয়ে কয়েকটি ম্যাচ খেলেন নেইমার। একটি ম্যাচে তো হ্যাটট্রিকও করেন তিনি। গত ২২ ডিসেম্বর নেইমারের বাঁ হাঁটুতে ছোট অস্ত্রোপচার করানো হয়। এখন তিনি আবার মাঠে ফেরার লড়াইয়ে আছেন। সবশেষ যখন চোট পেলেন, পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন নেইমার। সম্প্রতি এক ইউটিউব চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে তার বাবা ও এজেন্ট নেইমার সিনিয়র বলেন, ফুটবলকে বিদায় বলে দিতে চেয়েছিলেন নেইমার জুনিয়র। ''মেনিস্কাসে চোট পায় সে, আমরা তার সঙ্গে কথা বলার আগেই গণমাধ্যমে ওই খবর ফাঁস হয়ে যায়। তখন তার মাথা কাজ করছিল না। এতকিছু সামলানো কঠিন হয়ে যায়...আমি আমার ছেলের বাড়িতে

যাই। জিজ্ঞেস করি, 'তো এখন তুমি কেমন আছো?' সে আমার দিকে ঘুরে বলে, 'আমি আর নিতে পারছি না। অস্ত্রোপচার করে ফেলি। বাবা...আমি জানি না, অস্ত্রোপচারে কাজ হবে কিনা। যথেষ্ট হয়েছে'।'' বারবার চোটে পড়া নেইমারকে সমালোচনার তিরেও বিদ্ধ হতে হয়েছিল। ওই সময় তার পাশে দাঁড়ান বাবা। সমালোচনা কানে না নিয়ে নেইমারকে মাঠে সব কিছুর জবাব দিতে বলেন তিনি। ''আমি তাকে বলি, 'সেরে ওঠার জন্য তুমি যদি অস্ত্রোপচার চাও, আমি তোমার সঙ্গে আছি।' পরের দিন সকালে সে অনুশীলন শুরু করে, বাঁ পায়ে ও ডান পায়ে বল মারতে থাকে...তারপর সে মাথা নেড়ে বলে, 'আমার মনে হয় আমি এটা (খেলতে) করতে পারব'। সে খেলায় ফিরে যায় এবং গোল করে।'' আশা করা হচ্ছে, চলতি মাসের শেষ দিকে মাঠে ফিরতে পারবেন নেইমার। এরপর তার সামনে থাকবে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেওয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জ। দেশের হয়ে ১২৮ ম্যাচ খেলে রেকর্ড ৭৯ গোল করেছেন তিনি। খেলেছেন তিনটি বিশ্বকাপে।

পার্সিজাপের জার্সিতে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত বোরহা

জেপারা, ৬ জানুয়ারিঃ শেষ কিছু বছরে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে অনবদ্য পারফরম্যান্স করে আসছিলেন বোরহা হেরেরা। একটা সময় হায়দরাবাদ এফসিতে যোগদান করার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো ভারতে এসেছিলেন এই স্প্যানিশ তারকা। সেবার দলের হয়ে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন তিনি। তাঁর এমন অভূতপূর্ব পারফরম্যান্সের দরুন পরবর্তীতে তাঁকে দলে টেনে নিয়েছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। বোরহার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলেছিল মশাল শিবিরকে। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল ফলাফলে। এমনকি ওড়িশার মাটিতে কলিঙ্গ সুপার কাপ জয়ের ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই তারকার। কিন্তু সেই সিজনের মাঝামাঝি সময় তাঁকে দল থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। পরবর্তীতে তাঁকে দলে টেনে নিয়েছিল মানোলো মার্কেজের এফসি গোয়া। এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের আসায় আগের থেকে অনেকটাই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল গোয়ার এই ফুটবল ক্লাব। এমনকি এবারের এই নয়া সিজনের শুরু থেকে ও দারুন ছন্দে দেখা গিয়েছে গোয়া শিবিরকে। সেইসাথে একক দক্ষতায় ও যথেষ্ট নজর কেড়েছিলেন এই স্প্যানিশ তারকা। সেবার আইএসএলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাফল্য না আসলেও প্রথম থেকেই অন্যান্য দল গুলির সাথে চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল গোয়া। তারপর জামশেদপুর এফসিকে টেক্কা দিয়ে গতবার সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গোয়া ব্রিগেড। এমনকি সেই ধারা বজায় থেকেছে এবার। শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে খেতাব ধরে রেখেছে মানোলোর ছেলেরা। সেক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বোরহার। কিন্তু আসন্ন ফুটবল টুর্নামেন্টে আর গোয়া দলের হয়ে খেলা হচ্ছে না এই তারকার। সপ্তাহ কয়েক আগেই নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর দল ছাড়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু কোথায় যেতে পারেন এই ফুটবলার? সেই নিয়ে দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। মনে করা হচ্ছিল সব ঠিকঠাক থাকলে ইন্দোনেশিয়ার ফুটবল লিগেই খেলতে যেতে চলেছেন বোরহা। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। গত কয়েকদিন আগেই তাঁর যোগদানের কথা জানিয়ে দিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার ফুটবল লিগের দল পার্সিজাপ জেপারা। এবার এফসি গোয়ার পর এই দলের হয়েই নিজেকে মেলে ধরতে চাইবেন এই ফুটবলার।

সালাহর দুর্দান্ত গোলের রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে মিশর ও নাইজেরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

অতিরিক্ত সময়ে মহম্মদ সালাহর অসাধারণ এক গোলে বেনিনকে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে মিশর। আগাদিরে গতকাল

রাতে অনুষ্ঠিত শেষ ষোলোর ম্যাচে ৩-১ গোলের জয় পায় প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা। শেষ ষোলোর অন্য ম্যাচে ভিক্টর ওসিমেনের জোড়া গোলে মোজাম্বিককে ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটেছে নাইজেরিয়া। শক্তি-সামর্থ্যে পিছিয়ে থাকলেও মিশরের বিপক্ষে শুরু থেকে ইতিবাচক ফুটবল খেলেছে বেনিন। ম্যাচের ৬৮ মিনিট পর্যন্ত প্রতিযোগিতার সফলতম দলটিকে আটকে রাখতে সক্ষম হয় তারা। তবে ৬৯ মিনিটে মিশরকে এগিয়ে দেন মারওয়ান আত্তিয়া। বক্সের বাইরে থেকে তার নেওয়া দারুণ এক শট সরাসরি জালে জড়ায়। র‍্যাঙ্কিংয়ে মিশরের চেয়ে ৫৭ ধাপ পিছিয়ে থাকা বেনিন হাল না ছেড়ে লড়াই চালিয়ে যায়। এর ফল তারা পায় ম্যাচের ৮৩ মিনিটে। মিসর গোলরক্ষক মোহামেদ এল শেনাওয়ির ঠেকানো বল পোস্টের কাছাকাছি পেয়ে ফিরতি শটে জালে জড়ান জোদেল দোসু। সমতাসূচক এই গোলই ম্যাচ নিয়ে যায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ের সপ্তম মিনিটে ইয়াসের ইব্রাহিমের হেডে আবার এগিয়ে যায় মিশর। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি বেনিন। উল্টো ১২৪ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলে সব আলো নিজের দিকে টেনে নেন সালাহ। প্রতি-আক্রমণ থেকে বল পেয়ে দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গিয়ে বক্সের অনেক বাইরে থেকে বাঁ পায়ের বাইরের অংশ দিয়ে নিখুঁত শটে আগুয়ান বেনিন গোলরক্ষক মার্সেল দানজিনুর পাশ দিয়ে বল জালে জড়ান লিভারপুল তারকা। এবারের টুর্নামেন্টে এটি সালাহর তৃতীয় গোল। আফ্রিকার সবচেয়ে সফল দল হলেও মিশর সর্বশেষ শিরোপা জিতেছিল ২০১০ সালে। সালাহ এখনো পর্যন্ত আফ্রিকা কাপ জয়ের স্বাদ পাননি।

কোয়ার্টার ফাইনালে শনিবার আগাদিরেই তাদের প্রতিপক্ষ হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরিকোস্ট অথবা বুরকিনা ফাসো। ম্যাচ শেষে মিশরের কোচ হোসাম হাসান বলেন, ''খেলার আগে বলেছিলাম, এখানে সহজ কোনো দল নেই। বেনিন কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। আমরা বড় দল, আমি আমার মানুষদের খুশি করতে চাই।'' এদিকে ফেসের বৃষ্টিভেজা রাতে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়েছে নাইজেরিয়া। নাইজেরিয়ার সবগুলো গোলে ভূমিকা রাখেন আদেমোলা লুকমান। ২০ মিনিটে আকোর অ্যাডামসের পাস থেকে প্রথম গোলটি করেন লুকমান। পাঁচ মিনিট পর লুকমানের ক্রস থেকে ওসিমেন ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি করেন। বিরতির পর আবার লুকমানের ক্রস থেকেই নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করেন ওসিমেন। শেষ দিকে আবার লুকমানের সহায়তায় চতুর্থ গোলটি করেন আকোর অ্যাডামস। ২০১০ সালে আলজেরিয়াকে ৪-০ গোলে হারানোর পর আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের নকআউট পর্বে এটি নাইজেরিয়ার সবচেয়ে বড় জয়। বিশ্বকাপে জায়গা না পাওয়ার হতাশা ভুলতে নাইজেরিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে শনিবার মারাকেশে। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হবে আলজেরিয়া অথবা ডিআর কঙ্গো। ম্যাচসেরা লুকমান বলেছেন, ''আমি খুব খুশি। দল ভালো খেলেছে, চারটি গোল হয়েছে। আশা করি আমরা এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারব।''

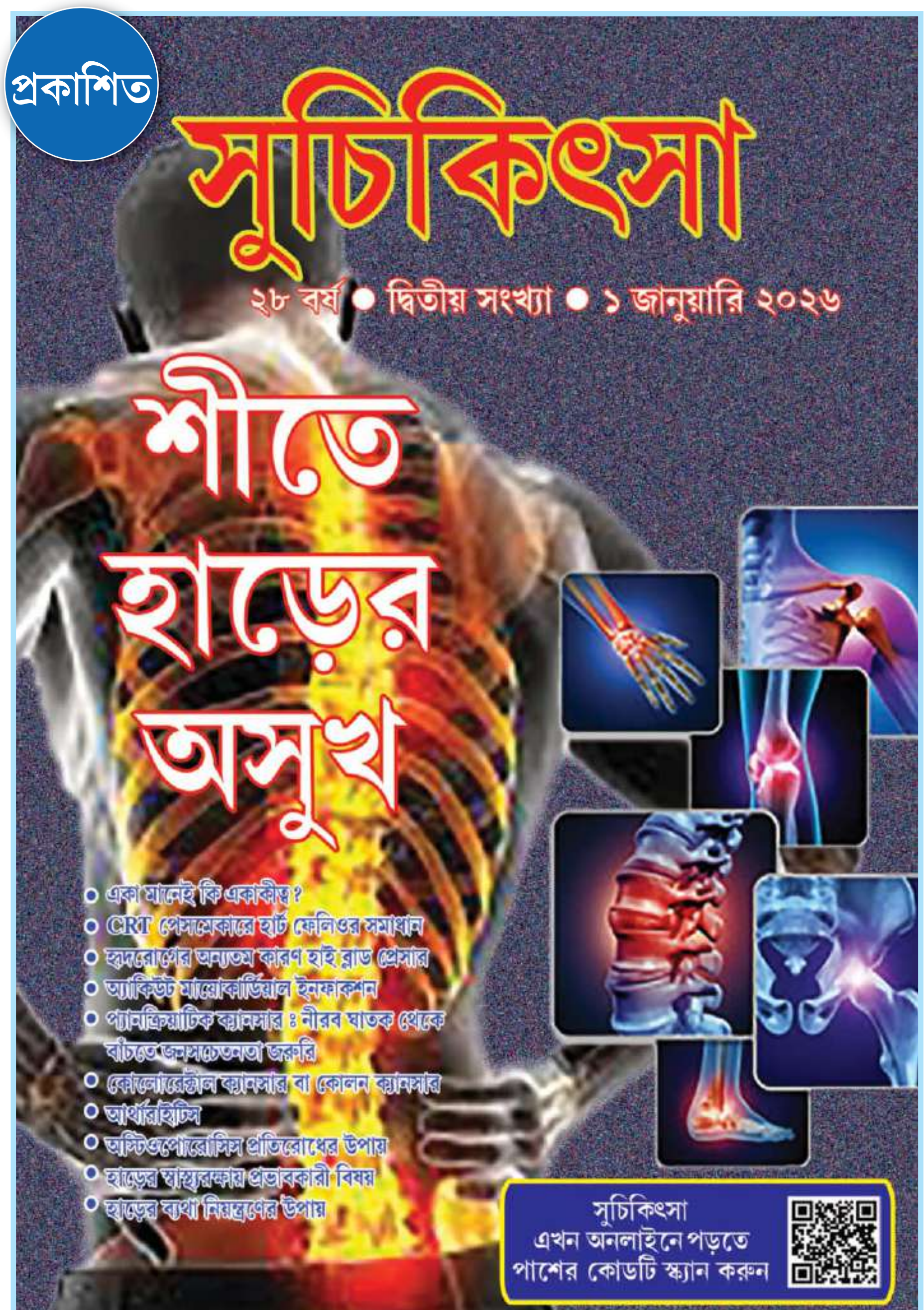

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com